৩১ অক্টোবর, ২০২৪ | বৃহস্পতিবার | ১৪ কার্তিক, ১৪৩১ | ২৭ রবিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি

পুবের কলম

Vol : 11, Issue : 295 • Puber Kalom • Kolkata • 31 October, 2024 • Thursday • RNI NO. WBBEN/2014/55316 • Phone No.: 033 3508 4574/3508 2693 • www.puberkalom.com | 10 Pages | ₹ 5

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান

বর্ধমান আল্-আমীন মিশন

UDISE CODE : 19252200406

(পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত)

ইসলামিক পরিবেশে আদর্শ নাগরিক গড়ে তোলার লক্ষ্যে উচ্চমানের আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

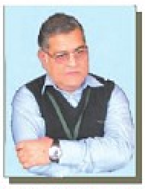

আলহাজ্ব মোস্তাক হোসেন
প্রধান পৃষ্ঠপোষক

আলহাজ্ব সেখ নুরুল হক
প্রধান উপদেষ্টা

Helpline : 8637 363 748 / 9083 473 432 / 9933 404 177

গ্রাম : মূলকাঠি ❖ পোঃ - মাছখান্ডা ❖ থানা রায়না ❖ জেলা : পূর্ব বর্ধমান ❖ পিন নং : ৭১৩১০৩

Website : www.bardhamanalameenmission.org • E-mail : bardhamanalameenmissionofcl@gmail.com

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষা

পরীক্ষার নির্দিষ্ট দিনেও ফর্ম নেওয়া যাবে ও পরীক্ষায় বসা যাবে

বালক বিভাগ

বালিকা বিভাগ

গেস্ট হাউস

ফর্ম বিতরণ কেন্দ্র

- বর্ধমান আল-আমীন মিশন > গ্রাম : মূলকাঠি, পোঃ - মাছখান্ডা, থানা - রায়না, জেলা - পূর্ব বর্ধমান ফোন : ৯৯৩৩ ৪০৪ ১৭৭ / ৮৬৩৭ ৩৬৩ ৭৪৮ / ৯০৮৩ ৪৭৩ ৪৩২
- রিমঝিম > তেঁতুলতলা, পূর্ব বর্ধমান ফোন : ৯৭৩২০৯১১৮৬
- কোহিনূর রাইস মিল > গলসী, পূর্ব বর্ধমান ফোন : ৯১৫৩০৯৮৯৬৯
- অ্যাপোলো ডায়গনস্টিক > কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান ফোন : ৯৯৩২৪৬২৭৮৬
- বর্ধমান আল-আমীন মিশন (প্রাইমারী বিভাগ) > সালার শাখা, সালার মুর্শিদাবাদ, ফোন : ৭৭৯৭ ১৫৪ ১২৭
- সিরাজিয়া শিশু নিকেতন > গুইয়াদহ (কামারপাড়া), গড়বেতা, পশ্চিম মেদিনীপুর
- ডাঃ রাউউদ্দিন পাঠানের চেম্বার > গুইয়াদহ (কামারপাড়া), গড়বেতা, পশ্চিম মেদিনীপুর ফোন : ৯৭৩২ ৭৭৯ ৭৩৫ / ৯৮৮৩ ১৭১ ৯৬৪ / ৯৭৩৪ ৮৬৪ ৩৫৩
- বর্ধমান আল-আমীন মিশন (জুনিয়র বিভাগ) > জঙ্গীপুর শাখা, গ্রাম - কাদিকোলা, পোঃ - রামদেবপুর, থানা - রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, ফোন : ৯১৫৩ ২৮৭ ৯৬৯ / ৯৭৩৪ ৭২৪ ৭৩২

পরীক্ষা কেন্দ্র

পরীক্ষার দিন

৩ নভেম্বর ২০২৪ (রবিবার) সময় : বেলা ১২টা

জঙ্গীপুর মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসা (উঃ মাঃ)
গোফরপুর বরজ, জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ

পরীক্ষার দিন

১০ নভেম্বর ২০২৪ (রবিবার) সময় : বেলা ১২টা

বর্ধমান আল-আমীন মিশন
গ্রাম : মূলকাঠি, পোঃ - মাছখান্ডা, থানা - রায়না, জেলা - পূর্ব বর্ধমান

বর্ধমান আল-আমীন মিশন (প্রাইমারী শাখা)
(সালার শাখা), সালার, মুর্শিদাবাদ

কাঁচদহরী গুইয়াদহ হাই মাদ্রাসা
গুইয়াদহ, গড়বেতা, পশ্চিম মেদিনীপুর

আবাসিক
শিক্ষক/ শিক্ষিকা চাই

বিষয়	শিক্ষাগত যোগ্যতা
বাংলা	অনার্স। এম.এ.
ইংরাজি	অনার্স। এম.এ.
ইতিহাস	অনার্স। এম.এ.
বায়োলজি	অনার্স। এম.এস.সি
পদার্থবিদ্যা	অনার্স। এম.এস.সি
কম্পিউটার	এম.সি.এ./এম.এস.সি. (কম্পিউটার সায়েন্স)

বি.এড অগ্রগণ্য

বায়োডাটা পাঠাবার জন্য করুন

6296760112 / 8637363748

অথবা ই-মেল করুন

bardhamanalameenmissionofcl@gmail.com

বায়োডাটা ১৫ দিনের মধ্যে পাঠাতে হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ

আমাদের বিশেষত্ব

■ প্রাকৃতিক পরিবেশে ফুল ও ফলের সমারোহে সুদৃশ্য মনোরম বাগান-এর মধ্যে মিশন ক্যাম্পাস অবস্থিত। ■ বালক ও বালিকা বিভাগের জন্য পৃথক সুরক্ষিত ক্যাম্পাস। ■ ২৪ x ৭ সি.সি. টিভি ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি। ■ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা শিক্ষা দান ও গ্রুপ কোচিং-এর ব্যবস্থা। ■ স্মার্ট ক্লাসরুম। ■ আধুনিক মানের কম্পিউটার ল্যাব। ■ রিডিং রুম সহ বৃহৎ লাইব্রেরী। ■ সর্ব ভারতীয় মানের নিট কোচিং, এবং নিয়মিত মক টেস্ট। জয়েন্ট এন্ট্রান্স কোচিং-এর ব্যবস্থা। ■ ২৪ x ৭ প্রাথমিক চিকিৎসা, অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা, এমার্জেন্সির ক্ষেত্রে অতি দ্রুত বর্ধমান হাসপাতাল, নার্সিংহোমে স্থানান্তকরণের ব্যবস্থা। ■ অভিভাবকদের জন্য থাকার সুবন্দোবস্ত। ■ প্রশিক্ষিত শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা দুটি খেলার মাঠে ছাত্র-ছাত্রীদের শরীরচর্চা ও খেলার ব্যবস্থা। ■ উন্নতমানের ল্যাব (ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি ও ভূগোল) ■ নিয়মিত ক্লাস টেস্টের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন ও সার্বিক মূল্যায়ন।

NEET(UG) 2024 - এ সাফল্য

Iqnur Dooza
AIR - 23308 (MBBS)
NRS Medical College & Hospital

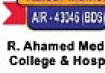

Kaisar Mallick
AIR - 43046 (BDS)
R. Ahamed Medica College & Hospita

Sk Salman
AIR - 41016 (MBBS)
Jhargram Government Medical College & Hospital

বর্ধমান শহর থেকে মাত্র তিন কিমি দূরত্বে অবস্থিত বর্ধমান আল-আমীন মিশন। বর্ধমান রেল স্টেশন ও বাসস্ট্যান্ড থেকে টোটো অথবা টাউন সার্ভিস বাসে তেলিপুকুর। তেলিপুকুর থেকে বর্ধমান—আরামবাগ রোডগামী যে কোনো বাসে দামোদর নদীর উপর সদরঘাট ব্রীজ পেরিয়ে খালেরপুল স্টপেজে নেমে পশ্চিমদিকে পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ।

পুবের কলম
নতুন ইউটিউব চ্যানেল সম্প্রতি কি আপনার নজরে পড়েছে?
আপডেট খবর দেখতে নজর রাখুন
https://www.youtube.com/puberkalom

পুবের কলম
৩১ অক্টোবর, ২০২৪ | বৃহস্পতিবার | ১৪ কার্তিক, ১৪৩১ | ২৭ রবিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি

পুবের কলম
প্রতি মুহূর্তে আপডেট খবর
সময়ের সঙ্গে খবরে এগিয়ে থাকতে লক্ষ্য রাখুন পুবের কলম ডিজিটাল
শুধু শহর বা জেলা নয়, সারাদেশ, সারা বিশ্বের বাছাই খবর
https://www.puberkalom.com

শাহের নির্দেশেই

➤ তিনের পাতার পর

খালিস্তানপন্থী হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যা নিয়ে সরকারের সঙ্গে কানাডার যে কূটনৈতিক টানাপোড়েন চলছিল, তার রেশ আরও দীর্ঘ হল। ভারতীয় বংশোদ্ভূত কানাডাবাসীদের নিয়ে অটোয়ার পার্লামেন্ট হিলে প্রতি বছর দীপাবলি উদযাপন হত। এবার কানাডার বিরোধী দলনেতা পিয়ের পলিয়েভের দফতর থেকে চিঠি দিয়ে আয়োজকদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এ বছর আর দীপাবলির ওই উদযাপন হবে না। ওভারসিজ ফ্রেন্ডস অফ ইন্ডিয়া কানাডা নামে বুধবারের অনুষ্ঠানের আয়োজক গোষ্ঠীকে অনুষ্ঠানটি বাতিলের কোনও ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়নি।

তবে কানাডার অভিযোগগুলোকে ভিত্তিহীন উল্লেখ করে কেন্দ্র সরকার তা বাতিল করে দিয়েছিল। এ দিকে কানাডার মন্ত্রী মরিসন বলেন, সাংবাদিক আমাকে ফোন করে জানতে চেয়েছিলেন, এ ব্যক্তি সেই ব্যক্তি কি না। আমি নিশ্চিত করেছি, এই সেই ব্যক্তি। তবে মরিসন এ নিয়ে বিস্তারিত কিছু বলেননি। এ সংক্রান্ত কোনও প্রমাণও উপস্থাপন করেননি তিনি।

কানাডার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা নাথালি ড্রোইন, উপ-বিদেশমন্ত্রী ডেভিড মরিসন এবং রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশ কমিশনার মাইক ডুহেমে হাউস অফ কমন্সের পাবলিক সেফটি কমিটিকে এদিন জানিয়েছেন, কানাডায় তিনটি হত্যাকাণ্ডে ভারতীয় কর্মকর্তা ও এজেন্সির জড়িত থাকার প্রমাণ রয়েছে। তারা দাবি করেছে, আরও ১৩ জন কানাডিয়ান নাগরিক আসন্ন বিপদের মধ্যে ছিল। এই কারণেই তারা ওয়াশিংটন পোস্টে সেই চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাঁস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তাদের আরও জোরালো দাবি, ভারত সরকার কারাগারে বন্দি 'গ্যাংলর্ড' লরেন্স বিশ্নোইকে এই কাজে ব্যবহার করছিল। তাদের আরও দাবি, তারা এ সংক্রান্ত নথি ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য ৮ অক্টোবর দিল্লি যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু ভারতের তরফ থেকে সেটা মুলতুবি করা হয়। পরে ওয়াশিংটন ডিসিতে এক বৈঠক হওয়ার কথা থাকলেও শেষ মুহূর্তে বাতিল হয় ভারতীয় কর্মকর্তাদের কারণে। শেষ পর্যন্ত ১২ অক্টোবর সিঙ্গাপুরে গিয়ে তারা এনএসএ অজিত দোভালের হাতে নথি তুলে দেন।

অন্যদিকে কানাডায় ভারতীয় কূটনীতিকদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, এই ভয়েই তাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে দাবি।

কেন্দ্র সরকার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে খালিস্তানপন্থীদের 'হুমকি' বলে মনে করে। শিখ আন্দোলনকারীরা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে খালিস্তান নামে স্বাধীন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে দেশে সংঘাত চলাকালে শিখ সম্প্রদায়ের কয়েক হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে ১৯৮৪ সালে শিখবিরোধী দাঙ্গার ঘটনাও আছে। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি তার শিখ দেহরক্ষীর হাতে খুন হওয়ার পর সেই দাঙ্গা হয়েছিল। গত অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে কানাডা ভারতীয় কূটনীতিকদের বহিষ্কার করে। ২০২৩ সালে কানাডার মাটিতে শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরকে হত্যার সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগ এনে তাদের বিরুদ্ধে এমন ব্যবস্থা নেওয়া হয়। মোদি সরকারও এর পাল্টা প্রতিক্রিয়া দিয়েছিল। তারাও কানাডার ৬ কূটনীতিককে বহিষ্কার করে।

জমি বিবাদ: ইউপি-তে খুন পদকজয়ী তাইকোন্ডো খেলোয়াড় অনুরাগ

কাটা মাথা কোলে নিয়ে বসে রইলেন মা!

জৌনপুর, ৩০ অক্টোবর: কয়েক দশকের জমি বিবাদ প্রাণ কেড়ে নিল তরতাজা কিশোরের প্রাণ। ১৭ বছর বয়সী অনুরাগের ধড় থেকে মাথা আলাদা করে দিয়েছে খুনিরা। এক জায়গায় মাথা, দেহ পড়ে রয়েছে একটু দূরে। স্বপ্নেও কল্পনা করেননি তাঁর ছেলের এই পরিণতি হবে। সন্তানের সেই কাটা মাথা কোলে নিয়ে বসে রইলেন অভাগী মা। অঝোরে দু'চোখ বেয়ে গড়াচ্ছে চোখের পানি। পাশ দিয়ে যাওয়া মানুষজন ঘটনার বীভৎসতায় শিউরে উঠেছেন। বুধবার এই ভয়ঙ্কর ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের জৌনপুরের কবিরুদ্দিনপুর গ্রামের। ঘটনার পর ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা রাস্তায় বিক্ষোভ শুরু করেন। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন এসপি ও ডিএম-সহ শীর্ষ আধিকারিকরা। এই ঘটনায় অখিলেশ যাদব তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত কিশোর অনুরাগ যাদব তাইকোন্ডো খেলোয়াড়। অনুরাগ ইন্দো-নেপাল আন্তর্জাতিক তাইকোন্ডো প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ পদক এবং নয়ডায় ওপেন ন্যাশনাল-এ সিলভার পদক জিতেছিলেন। এলাকায় জনপ্রিয় অনুরাগের খুনের খবর ছড়িয়ে পড়তেই প্রতিবাদে রাস্তায় বিক্ষোভ শুরু করেন স্থানীয় জনতারা।

◆ অনুরাগের বাড়ির সামনে প্রতিবেশীদের ভিড়। ইনসেটে অনুরাগ যাদব

দীর্ঘ ৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে জমি নিয়ে লালতা যাদবের সঙ্গে বিবাদ চলছিল মৃত কিশোর অনুরাগের বাবা রামজিৎ যাদবের। বুধবার সেই দীর্ঘদিনের বিবাদ চূড়ান্ত আকার ধারণ করে। কবিরুদ্দিনপুর গ্রামের প্রধান জানান, বাড়ির বাইরে ব্রাশ করছিল অনুরাগ। আচমকাই অনুরাগদের পড়শি লালতা যাদব এবং তার ছেলে রমেশ যাদব তরোয়ালের আঘাতে কিশোরের ধড় থেকে মাথা আলাদা করে দেয়। তারপর এলাকা ছেড়ে পালায় দুষ্কৃতীরা। চার বোনের একমাত্র ভাই ছিলেন অনুরাগ। এমন নৃশংস ঘটনা ঘটতে দেখে পথচারীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। স্থানীয়রাই খবর দেন থানায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। তারা পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে। ততক্ষণে পুত্রের মৃত্যুর খবর পৌঁছয় মা-র কাছে। মা ঘটনাস্থলে এসে দেখেন, ছেলের ধড় ও মাথা গড়াগড়ি খাচ্ছে রাস্তায়। এরপরই শোকবিহ্বল মা ছেলের ছিন্ন মাথা কোলে তুলে নেন। এভাবেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকেন।

জৌনপুরের এসপি অজয় পাল শর্মা বলেন, দুই প্রতিবেশী পরিবারের মধ্যে ৪০ বছর ধরে জমি নিয়ে বিরোধ চলছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ডিএম দীনেশ চন্দ্র বলেন, বিষয়টি অত্যন্ত মর্মান্তিক এবং দোষীদের যত দ্রুত সম্ভব শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করব। জমি বিবাদ মামলা চলছিল দীর্ঘদিন ধরে। বিষয়টি সিভিল কোর্টে ছিল। এই হত্যাকাণ্ডের ম্যাজিস্ট্রেটারি তদন্ত করা হবে। তদন্তভার হস্তান্তর করা হয়েছে এডিএম ফাইন্যান্স অ্যান্ড রেভিনিউকে। তিনদিনের মধ্যেই রিপোর্ট আসবে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, যোগী সরকার এবং অপরাধের মধ্যে অদ্ভুত পরস্পরবিরোধী সম্পর্ক রয়েছে। একদিকে, কখনো কখনো মনে হয় উভয়েই একসঙ্গে, অন্যদিকে, সরকার যতই দুর্বল এবং নিষ্ক্রিয় হচ্ছে, অপরাধীরা ততই শক্তিশালী এবং সক্রিয় হয়ে উঠছে।

১০০ বিমানে বোমাতঙ্কের হুমকি, ১৬ দিনে ৫১০ বার

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর: হুমকি আর হুমকি! বিমানে বোমাতঙ্কের থ্রেট যেন 'জলভাত'। বিগত কয়েকদিনে কমপক্ষে ৫১০-অধিক বিমানে বোমাতঙ্কের হুমকি মিলেছে। এই আবহে মঙ্গলবার দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ফের শতাধিক বিমানে হুমকির খবর মিলেছে।

সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, শুধু এয়ার ইন্ডিয়ার ৩৬টি বিমানে বোমাতঙ্ক ছড়িয়েছে। একইভাবে ইন্ডিগোর ৩৫ এবং ভিস্তারার ৩২টি বিমান এদিন হুমকির মুখে পড়েছে। প্রতিবারের ন্যায় এবারেও বেশিরভাগ হুমকি পেয়েছে সোশ্যাল সাইট মারফত। বিগত ১৬ দিনে বিভিন্ন বিমানে মোট ৫১০ বোমাতঙ্কের খবর মিলেছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কড়া আইন আনার কথা উঠেছে। তবে কবে থেকে সেই আইন কার্যকর হবে তা এখনও জানা যায়নি। ইতিমধ্যেই অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রী রামমোহন নায়াডু জানিয়েছেন, বোমাতঙ্ক ছড়ানোর চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ হবে।

শুধু তাই নয়, সরকার এ ধরনের উড়ো খবর ছড়ানো ব্যক্তিদের নো ফ্লাই তালিকাভুক্ত করবে বলেও জানিয়েছে। বলা বাহুল্য, এই ধরনের বোমাতঙ্কের খবর বেশিরভাগ সোশ্যাল সাইট এক্স (পূর্বতন টুইটার) মারফত এসেছে। ইতিমধ্যেই যে অ্যাকাউন্ট থেকে খবরগুলো ছড়ানো হচ্ছে, সেগুলি চিহ্নিত করতে ইন্ডিয়ান সাইবার ক্রাইম কোঅর্ডিনেশন সেন্টার (১৪সি), ইন্ডিয়ান কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম (সার্ট-ইন) একযোগে কাজ করছে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক অর্থাৎ ভিপিএন ব্যবহার করেই হুমকিবার্তা পাঠানো হচ্ছে। যার জন্য বার্তাপ্রেরকদের চিহ্নিত করতে বেগ পেতে হচ্ছে সাইবার টিমকে। তবে যেই আইপি অ্যাড্রেসগুলি ব্যবহার করে বোমার হুমকিবার্তা পাঠানো হচ্ছে, তার মধ্যে বেশ কয়েকটি চিহ্নিত করা হয়েছে। জানা গেছে, হুমকির ৭০-৮০ শতাংশ আসছে ভারতের বাইরে থেকে। বেশিরভাগ হুমকিদাতার আইপির অবস্থান জার্মানি, ব্রিটেন, কানাডা ও আমেরিকা। তবে দেশের অন্দর থেকেও হুমকি আসছে।

হজের সম্ভাব্য উড়ান ২৯ এপ্রিল

➤ তিনের পাতার পর

অসম এবং মণিপুরের হজযাত্রীরা কলকাতা বিমানবন্দরের হয়ে পবিত্র ভূমি মক্কায় পৌঁছবেন। বাংলা-সহ আরও ছয় রাজ্যের হজযাত্রী মিলে ৯২৮৮ জন কলকাতা বিমানবন্দর থেকে সউদির উদ্দেশ্যে রওনা হবেন।

রাজ্য হজকমিটির চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান আরও জানান, আগামী ২ ডিসেম্বর থেকে রাজ্যের সমস্ত জেলায় হজের ট্রেনিং শুরু হবে। প্রতিটি জেলায় জেলা সদর এবং মহাকুমা সদরে এই প্রশিক্ষণ দেবেন রাজ্য হজ কমিটি মনোনীত ট্রেনাররা। জনাব খলিলুর রহমান বলেন, হজযাত্রার আগে প্রত্যেক হজযাত্রীর প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক। প্রত্যেক হজযাত্রীকে কমপক্ষে একটি ট্রেনিংয়ে অংশগ্রহণ করতেই হবে, কলকাতাতেও দু'টি হজ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হবে। রবীন্দ্রসদনে এই হজ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে বলে তিনি জানান।

খলিলুর রহমান আরও বলেন, ২০২৬ সালের হজ যাত্রার জন্য এখন থেকে তার প্রচারণার কাজ শুরু হবে। হজযাত্রীদের কাছে একটি বার্তা পৌঁছে দিতে হবে মানুষের কাছে হজ ফরজ, উমরাহ ফরজ নয়, তাই আগে হজ পালন করুন এবং ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভের অন্যতম হজ ফরজ এবাদত পালন করুন।

২০২৬ সালে হজযাত্রার জন্য এখন থেকে পাসপোর্ট-এর আবেদন করারও আহ্বান জানান খলিলুর রহমান। তিনি বলেন, প্রত্যেক ভারতীয়র পাসপোর্ট একটি অন্যতম পরিচয়পত্র, তাই এখন থেকে পাসপোর্ট তৈরি করে রাখুন। ২০২৬ সালের হজ পালন করার ইচ্ছা থাকলে এখন থেকে হজের পাসপোর্ট তৈরি করলে পরবর্তীতে কোনও সমস্যা হবে না। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি দ্রুত পাসপোর্ট তৈরির আহ্বান জানান।

রাজ্য হজ কমিটির সদস্য কুতুবুদ্দিন তরফদার বলেন, হজযাত্রার কাজ স্বচ্ছভাবে এগিয়ে চলেছে। রাজ্য হজ কমিটি সারাবছরই হজযাত্রার কাজের আনজাম দিয়ে আসছে। তাই এখন থেকেই ২০২৬ সালের প্রস্তুতি শুরু করা প্রয়োজন, সেই লক্ষ্যেই হজ কমিটি এগিয়ে চলেছে।

এ দিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য হজ কমিটির উপদেষ্টা সাংসদ নাদিমুল হক, রাজ্য হজ কমিটির সদস্য কাউসার আলি, শাজাহান আলি, মাওলানা আবদুল হামিদ, সামিমা রেহান খান, রাকিবুল আজিজ, আমন্ত্রিত সদস্য কামরুল হুদা।

বুধবার কেন্দ্রীয় হজ কমিটির পক্ষ থেকে এক বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে হজের প্রথম কিস্তির ১ লক্ষ ৩০ হাজার ৩০০ টাকা আগামী ১১ নভেম্বর পর্যন্ত জমা দেওয়া যাবে। ৩১ অক্টোবর ছিল টাকা জমা শেষ দিন। বিভিন্ন রাজ্য থেকে কেন্দ্রীয় হজ কমিটিকে আবেদন জানার কারণে এই সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

মমতার হাত ধরেই শাসনে শান্তি ফিরেছে: রবিউল ইসলাম

রফিকুল হাসান, শাসন: তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জির সুনজর আছে শাসনের উপর। আমার বাবা মরহুম হাজী নুরুল ইসলামের মাধ্যমে নেত্রী মমতা ব্যানার্জি শাসনের খবর নিতেন। সেই নেত্রীর হাত ধরে ২০০১ সালের পর থেকে শাসনে শান্তি ফিরেছে। দাবি করলেন উপনির্বাচনে হাড়োয়া বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী হাজী নুরুল ইসলামের পুত্র শেখ রবিউল ইসলাম।

মঙ্গলবার শাসন বাজারে তৃণমূল প্রার্থীর উপস্থিতিতে একটি সভা হয়। শাসন পঞ্চায়েতের ২৯টি বুথ থেকে কর্মীরা এই বৈঠকে যোগ দেন। সেই বৈঠকে কথাগুলো বলেছেন তৃণমূল প্রার্থী রবিউল ইসলাম। অন্যদিকে, এদিন সন্ধ্যায় কীর্তিপুর-২ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে হাড়োয়া খালে প্রার্থী রবিউল ইসলামকে নিয়ে কর্মিসভা হয়। এই সভা থেকে রবিউল ইসলাম তৃণমূল প্রার্থীকে জয়ী করে নেত্রী মমতা ব্যানার্জির হাতকে শক্ত করার কথা বলেন।

দুই সভায় উপস্থিত ছিলেন বারাসত-২ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি শম্ভু ঘোষ, বারাসত-২ ব্লক যুব তৃণমূলের সভাপতি ইফতিকার উদ্দিন, বারাসত-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোয়ারা বিবি, বারাসত দুই পঞ্চায়েত সমিতির পূর্তের কর্মাধ্যক্ষ আসের আলি, শাসন গ্রাম পঞ্চায়েত

হাড়োয়া

এর উপপ্রধান জিয়াউল ইসলাম, কীর্তিপুর দুই অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি সাহাবুদ্দিন আলি, সমাজসেবী শান্তি মল্লিক, বারাসত দুই ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি মাফুজার রহমান, সহ সভাপতি বাপ্পা আলি, কীর্তিপুর-২ অঞ্চল তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি শামীম মল্লিক প্রমুখ। এদিন প্রত্যেক বক্তাই তৃণমূল প্রার্থী রবিউল ইসলামকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান।

নওদা ব্লক তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনী

পুবের কলম প্রতিবেদক: নওদা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা মুর্শিদাবাদ জেলার শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ হাবিব মাস্টারের নির্দেশে বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হল আমতলা হরিস্কুল মাঠে। নওদা ব্লকের বেস্ট প্রতিমা, বেস্ট সিন ও বেস্ট প্যান্ডেল; তিনটি ক্যাটাগরিতে ১৭ হাজারের চেক বিতরণ, ১৫ জন ব্রাহ্মণ ও ১৫ জন ইমামকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এছাড়াও নতুন বস্ত্র প্রদান করা হয় সমস্ত বুথ সভাপতি, অঞ্চল সভাপতি ও পুরানো তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের। নওদা ব্লকে সোশ্যাল মিডিয়ায় যারা কাজ করে এমন ৪০ জন ছেলে ও মেয়েকে স্মার্ট ওয়াচ ও মোমেন্ট দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। এদিন কংগ্রেস, সিপিএম ও বিজেপি ছেড়ে ৩ হাজার কর্মী-সমর্থক তৃণমূলে যোগদান করে সাংসদ আবু তাহের খানের হাত ধরে। শফিউজ্জামান শেখের নেতৃত্বে তৃণমূলে যোগ দেয় তারা।

কয়েকশো বছরের পুরনো জামে মসজিদ

➤ তিনের পাতার পর

মসজিদের ভিতরে ইমাম সাহেব যেখানে ইমামতি করেন তার দেওয়ালে ফার্সি ভাষায় কিছু লেখা আছে। দাদাদের সময়ের তৎকালীন ইমাম সাহেবও সেই লেখা পড়ে বিষয়বস্তু উদ্ধার করতে পারেননি। বর্তমানে যিনি ইমাম আছেন তিনিও ওই লেখার সারমর্ম বুঝতে পারেননি। দেওয়ালে বহুবার রং করার পরে লেখার কিছু অংশ চাপা পড়েছে, তবে এখনও সামান্য কিছু লেখা বোঝা যায়।'

সম্পাদক খাইরুল মণ্ডল আরও বলেন, 'প্রাচীন এই মসজিদ নির্মাণে চুন-সুরকির গাঁথনিতে ব্যবহার করা হয়েছে চারকোণা ইট। পিলারে ব্যবহৃত হয় গোলাকার ইট। মসজিদটি পুনরায় সংস্কার করা হবে। গ্রামবাসীদের দানের অর্থে হবে সংস্কার কাজ।'

স্থানীয় বাসিন্দা সহিদুল মণ্ডল ওরফে গজল মণ্ডল বলেন, 'মসজিদে জুম্মাবারে শতাধিক মসুল্লি নামাযে শামিল হন।' তাঁর মতে, মসজিদের সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি করা যেতে পারে। প্রাচীন ঐতিহ্য রক্ষণাবেক্ষণে এক্ষেত্রে সরকারি সহায়তা পেলে সুবিধা হয়, কারণ গ্রামে প্রায় ১০০টি মুসলিম পরিবারের অধিকাংশই দরিদ্র।'

মসজিদের বর্তমান ইমাম বাগনার মধুপুর গ্রামের বাসিন্দা মাওলানা মোশারেফ মণ্ডল বলেন, 'তিনি ২০১৯ সাল থেকে এখানে ইমামতি করছেন। মসজিদটি সম্ভবত মুঘল আমলে তৈরি হয়েছিল। এটি ঐতিহাসিক প্রাচীন ঐতিহ্য। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নামাযিদের জন্য মসজিদ সংরক্ষণ জরুরি।' বাগনার সাবেক বিধায়ক দুলাল বর বাজিতপুরের প্রাচীন মসজিদটি কমপক্ষে ৫০০-৭০০ বছর আগের তৈরি বলে জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'মসজিদটি সম্ভবত মুঘল আমলে তৈরি। গোটা উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কোথাও এমন প্রাচীন মসজিদ আর নেই।' দুলাল বর জানান, 'নন্দদুলাল ভট্টাচার্য যখন জেলা পরিষদের সভাধিপতি ছিলেন, তখন আমি বাগনার পঞ্চায়েত প্রধান ছিলাম। সেই সময়ে আমার সঙ্গে তিনি ওই মসজিদ পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। প্রাচীন পুরাকীর্তির নিদর্শন হিসেবে সেখান থেকে কিছু নিদর্শন নিয়ে গিয়েছিলেন জেলার সংগ্রহশালায় রাখার জন্য। প্রাচীন এই মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ খুব প্রয়োজন।'

পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোটে মাওলানা সৈয়দ শাহ হাসান আলী আল কাদেরির ১১৭তম বাৎসরিক উরস মোবারক সাড়ম্বরে পালিত হয়। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে হাজার হাজার মুরিদ ও ভক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হজরত মাওলানা সৈয়দ শাহ ফাদিল। ছিলেন হযরত মাওলানা অধ্যাপক ড. সৈয়দ শাহ ওয়ামীকুল, মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, আইনজীবী আনসার মণ্ডল, সমাজকর্মী ফিরোজ হোসেন, বিধায়ক অভিজিৎ চৌধুরী প্রমুখ।

বিপাকে বাংলাদেশের ২২ পড়ুয়া

➤ তিনের পাতার পর

ইসলামিক স্টাডিজ-এর মুহাম্মদ ফাইজাল আহমেদ, পাঁচ বছরের ইন্টিগ্রেটেড এমবিএ মুহাম্মদ মারুফ হাসান, অরিত্র সাহা, বিএসসির অঙ্কে, মুহাম্মদ রাকিবুল হাসান, বিটেক- কম্পিউটার সায়েন্স মুহাম্মদ শাহিদ, শাহিদ বিনতে আবিদা আরপি এবং মুহাম্মদ আরিফ, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং মুহাম্মদ আনান তানজুম, মুহাম্মদ ওয়ালিউর রহমান এবং আল আমীন হোসেন, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মুহাম্মদ শাবদের কবীর, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জাবের হাসান এবং ত্রিদীপ কৃষ্ণ মৈত্র তামাল, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশনে মুহাম্মদ মারুফ খান রোহন, ইসলামিক থিওলজির তাওফিকুল ইসলাম এবং নূর-ই-জান্নাত।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে ওই পড়ুয়াদের ভর্তির জন্য অফার লেটার পাঠানো হয়েছে। ভর্তিও হয়েছে অনেকে। কিন্তু ভিসা না পাওয়ায় পড়ুয়ারা হতাশ। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যবস্থার জন্য আলিয়ার রেজিস্ট্রারকেও মেল করেছে আবেদনকারীরা। ভিসা অফিসে আবেদন করেও বার বার রিজেক্ট করা হচ্ছে।

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি বিভাগের চেয়ারম্যান কাজী আলফেত্ত বলেন, এই তালিকার মধ্যে চারজন ভর্তি হয়েছে। বাকিরা ভিসা পাচ্ছে না। ভর্তির তারিখ বাড়ানো হয়েছে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত। বাংলাদেশ ও ভারত সরকার এই পড়ুয়াদের ভর্তির ভিসা নিয়ে যৌথ উদ্যোগ নিলে আগ্রহী পড়ুয়াদের জন্য ভালো হয়।

আলিয়ার গবেষক মীরাজুল ইসলাম বলেন, ভারতের বহু ছাত্র বাংলাদেশে পড়তে যায়। এবং বাংলাদেশেরও বহু ছাত্র ভারতে পড়াশোনা করার প্রত্যাশা রাখে। সেই ক্ষেত্রে ভারতীয় হাইকমিশনকে ভিসা দিয়ে পড়ুয়াদের সহযোগিতা করা দরকার।

ভিসা সংক্রান্ত বিষয়ে আবেদনকারী বাংলাদেশের এক ছাত্রী হোয়াটসঅ্যাপে বলেন, কলকাতার আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার জন্য আবেদন করেছিলাম। তালিকাভুক্ত হয়েছি। কিন্তু ভিসার জন্য আবেদন করলেও বার বার রিজেক্ট করা হচ্ছে। খুবই হতাশাজনক বিষয়।

অন্যদিকে, কাজী নজরুল-সহ একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের একাংশের বক্তব্য, ২০২৩-২৪ সেশনের শিক্ষার্থী হয়েও ভিসা পাওয়া যাচ্ছে না। দ্রুত ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় এ দেশে আসতে সমস্যা হচ্ছে। ভিসা না পেয়ে অনেকে পরীক্ষা দিতে পারছে না। আবার পরীক্ষা দিতেও সমস্যা হচ্ছে অনেকের। এ বিষয়ে ইমেল করেও ভারতীয় হাইকমিশনের কাছ থেকে কোনও সদুত্তর মিলছে না। ভিসা আবেদনকারী পড়ুয়াদের আর্জি, ভিসা নীতি সহজ করা হোক। বাংলাদেশের পড়ুয়ারা এখন অসহায় হয়ে পড়ছে।

তবে এই বিষয়ে বাংলাদেশের ভারতীয় উপ হাই কমিশনারের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলেও এই বিষয়ে কিছু বলতে চাননি। সম্প্রতি কোটা সংস্কারের দাবিতে শুরু হওয়া আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অশান্ত হয়ে ওঠে ভারতের পড়শি দেশ। তার জেরে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে ভারত-বাংলাদেশের পড়ুয়াদের।

পুবের কলম
CLASSIFIED
বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন
☎: 033-3508 4574/3508 2963
: 6290174305
Call us between 12PM-8PM
e-mail us:
puberkalom.advt@gmail.com
BRIDE & GROOM | NAME CHANGE
TUTION | RENT | JOBS

e-Tender

Sealed e-tenders is hereby invited from the eligible bidders in connection with the execution of 29(Twenty nine) nos. of works. The details of the NIeT No.52/2024-25 58/2024-25 are available in the district website **https://murshidabad.gov.in/** also available in the website **http://wbtenders.gov.in** notice-inviting- tender-no-52/2024-25 & 58/2024-25.

Sd/-
Addl. Executive Officer
Murshidabad Zilla Parishad

Change of Name

I Mansur Shabbir Husain S/o. Shabbir Husain/Maleka Husain/ Residing at Home@36, 36, Gulam Jilani Khan Road, Topsia, Kolkata – 700039, have changed my name and shall henceforth be known as Mansur Husain as declared before the 1st Class Judicial Magistrate Sealdah court West Bengal vide affidavit no. 6249 Dated 29/08/24. Mansur Shabbir Husain and Mansur Husain both are same and identical person.

Change of Name

I Muneera Khujemabhai Deshodwala D/o. Khujema Taher Bhai/Fatema Khujema / W/o. Mansur Husain Residing at Home@36, 36, Gulam Jilani Khan Road, Topsia, Kolkata – 700039, have changed my name and shall henceforth be known as Muneera Mansur Husain as declared before the 1st Class Judicial Magistrate Sealdah court, West Bengal vide affidavit no. 6250 Dated 29/08/24. Muneera, Muneera K, Muneera Khujema and Muneera Mansur Husain are same and identical person.

WEST BENGAL MUNICIPAL SERVICE COMMISSION
149, A. J. C. Bose Road, Kolkata -700014

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

Schedule of Field Test for recruitment to the posts of Conservancy Mazdoor and Paribesh Bandhu under the Kolkata Municipal Corporation has been displayed at our website along with scheduled date & time as detailed below :-

Name of the Posts & Advt. No.	Date of Field Test Starts on & From	Date of Downloading Call letter for Field Test
Conservancy Mazdoor (Advt. No. 04 of 2022)	19.11.2024 (Tuesday)	14.11.2024 (Onwards)
Paribesh Bandhu (Advt. No. 05 of 2022)		

For details, all concerned are requested to follow our official website www.mscwb.org.

Secretary

কে.জি.এন মার্বেল হাউস
হেড অফিস : ১ ...
ব্রাঞ্চ অফিস : ২ ...
ব্রাঞ্চ অফিস : ৩ ...

৩১ অক্টোবর, ২০২৪ | বৃহস্পতিবার | ১৪ কার্তিক, ১৪৩১ | ২৭ রবিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি
পুবের কলম
Vol : 11, Issue : 295 • Puber Kalom • Kolkata • 31 October, 2024 • Thursday • RNI NO. WBBEN/2014/55316 • Phone No.: 033 3508 4574/3508 2693 • www.puberkalom.com
10 Pages | ₹ 5

আল-আমহার মিশন
কাশিমনগর-পাইকর-বীরভূম
পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত একটি আদর্শ আবাসিক ও অনাবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পরীক্ষার ফরম পূরণ চলছে
প্রবেশিকা পরীক্ষা :- ২৭ অক্টোবর, রবিবার, ২০২৪
বিস্তারিত জানতে ফোন/whats app করুন :- ৯৫৬৪১৬৩৬৩২/৯১৫৩৭২০৬৮৫
Online ফর্ম ফিলাপের জন্য Log on করুন :- alazharmission.in

সংক্ষেপে

খালেদার বিরুদ্ধে ১১ মামলা বাতিল

বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের ১টি, নাশকতার অভিযোগে করা ১০টি-সহ মোট ১১টি মামলার কার্যক্রম বাতিল ঘোষণা করেছে হাইকোর্ট। মামলার কার্যক্রম বাতিল চেয়ে খালেদা জিয়ার করা পৃথক ১১টি আবেদনের চূড়ান্ত শুনানি শেষে বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি সৈয়দ এনায়েত হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ বুধবার এ রায় দেন। ➤পৃঃ৫

মুসলিম যুবককে পিটিয়ে হত্যা

ফের এক ২২ বছর বয়সি মুসলিম যুবককে পিটিয়ে হত্যা। ঘটনাটি ঘটেছে রাজস্থানের ঝুনঝুনু জেলায়। নিহত যুবকের নাম জাহিদ। তিনি মুকুন্দগড়ের এক গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। গত রবিবার জয়পুরের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় জাহিদের মৃত্যু হয়। ➤পৃঃ৭

টেস্ট র‍্যাঙ্কিং ১-এ রাবাদা

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দুরন্ত পারফরম্যান্সের 'পুরস্কার' পেলেন দক্ষিণ আফ্রিকার কাগিসো রাবাদা। জসপ্রীত বুমরাহকে সরিয়ে টেস্ট বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে উঠে এলেন তিনি। রাবাদার সংগ্রহে রয়েছে ৮৬০ রেটিং পয়েন্ট। বুমরাহ নেমে গিয়েছেন তিন নম্বরে। তাঁর পয়েন্ট ৮৪৬। ➤পৃঃ১০

যোগ্যরা কেউ বাদ পড়বে না আবাস তালিকা থেকে: নবান্ন

সাংবাদিক সম্মেলন করে আশ্বাস আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পুবের কলম প্রতিবেদক

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশিকার পরেও রাজ্যজুড়ে জেলায় জেলায় আবাস যোজনার তালিকায় গরমিল নিয়ে বিশৃঙ্খলা। এই প্রেক্ষিতে বুধবার নবান্নের তরফে আরও এক বার আশ্বস্ত করা হল রাজ্যবাসীকে। মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তালিকা থেকে কারও নাম বাতিল করার আগে দ্বিগুণ নিশ্চিত করা হবে। জেলা প্রশাসনকে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আবাস যোজনা থেকে কেউ বঞ্চিত হবেন না। তালিকায় থাকা সকলেই পর্যায়ক্রমে বাড়ির জন্য টাকা পাবেন। সাংবাদিক সম্মেলন করে এদিন এ কথাই জানিয়ে দিলেন আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, এ দিনই আবাস নিয়ে নবান্নে বিভিন্ন জেলার জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। তারপর বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলন করেন মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। সে-সময় তাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সচিব উজ্জ্বলাথন এবং কৃষি দফতরের সচিব ওএস মিনা। সেখান থেকেই এই ঘোষণা করেছেন তিনি।

এ দিন এই সাংবাদিক সম্মেলনে আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কেন্দ্রীয় আবাস (গ্রামীণ) যোজনার প্রকল্পে টাকা পেয়ে বাড়ি করবেন বলে যাঁরা অপেক্ষায় রয়েছেন, এমন মানুষের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ রয়েছে। এদের নাম নথিভুক্ত হয়ে রয়েছে। এদের বাড়ি পাওয়া স্বীকৃত

এক নজরে...

- উপনির্বাচনের কারণে রাজ্যের পাঁচ জেলা বাদে বাকি সর্বত্র আবাস যোজনার চূড়ান্ত পর্যায়ের সমীক্ষা শুরু হয়েছে।
- নবান্নের তরফে জারি হয়েছে নতুন নির্দেশিকাও।
- আবাসের টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র, রাজ্য সরকার বাড়ি তৈরি করে দেবে।
- বাংলার বাড়ি প্রকল্পে ঘর তৈরির নির্ভুল তালিকা প্রস্তুত করছে রাজ্য।

অধিকার। এদের টাকা দিল্লি থেকে আসছে না বলে, এরা বাড়ি করতে পারছে না। কেন্দ্রীয় সরকার টাকা না দিলেও এই নথিভুক্ত এবং প্রতিশ্রুত মানুষগুলোর জন্য রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নেয় এদের বাড়ি করার টাকা রাজ্যই দিয়ে দেবে। সেই জন্যই শুরু হয়েছে নথিভুক্ত উপভোক্তাদের হাল-হকিকতের রি-সার্ভে। ইতিমধ্যে কেউ পাকা বাড়ি করে ফেলেছেন কি না বা অন্যত্র কেউ চলে গিয়েছেন কি না, তাই এখানে দেখা হচ্ছে। একইসঙ্গে সাম্প্রতিক বিভিন্ন বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের নামও তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। তিনি সাধারণ মানুষকে অনুরোধ করেছেন এই সার্ভে নিয়ে কেউ অকারণে বিচলিত হবেন না। উপযুক্ত তালিকাভুক্ত মানুষ সকলেই পর্যায়ক্রমে পাকা বাড়ি করার সুযোগ পাবেন। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে মাথাপিছু ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে বর্তমানে তৈরি থাকা তালিকার রি-সার্ভে নিয়ে উদ্বেগের কারণ নেই।

তিনি আরও জানিয়েছেন, একইভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে টাকা আসছে না বলে রাজ্য সরকার রূপায়ণ করছে কর্মশ্রী প্রকল্প। সেই কর্মশ্রী প্রকল্পে ৪৩ লক্ষ গ্রামীণ শ্রমিকের জন্য মোট ২৩ কোটি শ্রমদিবস এ বছর তৈরি করা হয়েছে। প্রত্যেক গ্রামীণ মজুর গড়পড়তা ৫৪ দিন করে কাজ পেয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামীণ রাস্তার টাকা দিচ্ছে না বলে, রাজ্য সরকার পথশ্রী প্রকল্প রূপায়ণ করছে। এই প্রকল্পে ২৫ হাজার কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হয়েছে। এক্ষেত্রেও ১০০ শতাংশ টাকাই রাজ্য সরকার দিচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

আগামী ডিসেম্বর মাসে আবাসের প্রথম কিস্তির টাকা পৌঁছে যাবে উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে।

প্রসঙ্গত, গতকালই পঞ্চায়েত এবং কৃষি দফতরের মন্ত্রী এবং সচিবের সঙ্গে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী আবাস ও ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষতিপূরণ নিয়ে শর্তের কড়াকড়ি ছেড়ে মানবিক হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রশাসনকে। তারপরই এদিন মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বিভিন্ন জেলার জেলাশাসককে নিয়ে বৈঠক করলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। ভার্চুয়াল মাধ্যমে এই বৈঠক হলেও এই বৈঠক থেকেই আবাস নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসনকে জানিয়েছেন তিনি। আবাস যোজনা নিয়ে যে বিক্ষোভ হচ্ছে বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে কেন তারা এই আবাস যোজনার তালিকা থেকে বঞ্চিত হলেন— এটাই ছিল আজকের আলোচনার মূল বিষয়।

এ দিন এই বৈঠকে মুখ্যসচিব নির্দেশ দিয়েছেন যাদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, তাদের যোগ্যতার বিষয়টি পুনরায় মূল্যায়ন করতে হবে। কীভাবে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা যায় সেই বিষয়টিও জেলাশাসকদের ভাবার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত, গত ২১ অক্টোবর থেকে রাজ্যজুড়ে আবাস যোজনা নিয়ে সমীক্ষা শুরু হয়েছে তারপর থেকেই বিভিন্ন জায়গায় এ ধরনের বিক্ষোভ দেখা যাচ্ছে। এবার সেই বিক্ষোভ সামলাতেই ময়দানে নামলেন মুখ্যসচিব।

ওয়াকফ: ১২ নভেম্বর কলকাতায় আসছে জেপিসি

পুবের কলম প্রতিবেদক: জেপিসি সূত্রে জানা গেছে, যৌথ সংসদীয় কমিটি ওয়াকফ বিল ২০২৪ সম্পর্কে স্টেক হোল্ডারদের মতামত শোনার জন্য ১২ নভেম্বর, ২০২৪ কলকাতায় আসছে। যৌথ সংসদীয় কমিটির কলকাতা সফরের সময় পশ্চিমবঙ্গের আগ্রহী ব্যক্তি এবং সংগঠনের বক্তব্য শুনবেন। এ ছাড়া ব্যক্তি বা সংগঠন লিখিতভাবেও ওই বিল সম্পর্কে তাঁদের অভিমত জানাতে পারবেন।

উল্লেখ্য, জেপিসি সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে, তাদের কলকাতা সফরের সময় যে সকল ব্যক্তি বা সংগঠন বক্তব্য রাখতে চান বা লিখিতভাবে নিজেদের অভিমত পেশ করতে চান, তাঁরা নিম্ন ইমেল আইডিতে সময় চেয়ে জেপিসি-র কাছে আবেদন করতে পারেন।

ই-মেল: jpcwaqf-lss@sansad.nic.in

খালিস্তানিদের উপর হামলা শাহের নির্দেশেই

অভিযোগ কানাডা সরকারের

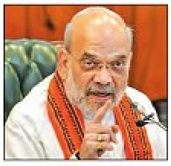

অমিত শাহ

ডেভিড মরিসন

নয়াদিল্লি ● ৩০ অক্টোবর

ভারত-কানাডা সম্পর্ক ক্রমশ শীতল হচ্ছে। কানাডায় সন্ত্রাসে মদদের অভিযোগকে কেন্দ্র করে প্রশ্নের মুখে পড়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ভূমিকা। 'ওয়াশিংটন পোস্ট'-এর তরফে দাবি করা হয়েছিল, ভারতের এক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির অনুমোদন নিয়েই সে দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলি কানাডায় তথ্য সংগ্রহ করছে। কানাডার নিরাপত্তা সংস্থার কাছে এ বিষয়ে তথ্য রয়েছে বলেও ওই সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হয়েছিল। এবার কানাডার ডেপুটি বিদেশমন্ত্রী ডেভিড মরিসন জানিয়েছেন, ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সম্পর্কে তথ্য তিনিই 'ওয়াশিংটন পোস্ট'কে দিয়েছিলেন। কার্যত কানাডার মাটিতে শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হত্যা বা হত্যাচেষ্টা চালানোর পেছনে অমিত শাহের হাত আছে— এই অভিযোগ আরও পাকাপোক্ত করল কানাডা সরকার। অমিত শাহ দেশের দুই নম্বর ব্যক্তি, নরেন্দ্র মোদির পরেই। তিনি প্রধানমন্ত্রীর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠও। তাঁর বিরুদ্ধে এমন অভিযোগে দুই দেশের সম্পর্কে চিড় ধরেছে।

➤ এরপর দু'য়ের পাতায়

ভারতীয় ভিসা না পাওয়ায় বিপাকে বাংলাদেশের ২২ পড়ুয়া

সেখ কুতুবউদ্দিন

শুধু ভিন রাজ্যের নয়, ইদানীং বিদেশ থেকেও পড়ুয়ারা পশ্চিমবঙ্গের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে। সেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়।

এ বছর বহু ছাত্রছাত্রী ভর্তির জন্য আলিয়ায় আবেদন করেছিল। তার মধ্যে শুধু বাংলাদেশ থেকে ২১ জন পড়ুয়া ভর্তি হওয়ার জন্য তালিকাভুক্ত হয়েছিলেন। এর মধ্যে জেনারেল ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্নাতক কোর্সের জন্য ১৬ জন। আর জেনারেল ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্নাতকোত্তরে ভর্তি হওয়ার জন্য তালিকাভুক্ত হয়েছে ৫ জন। এই ২১ জন পড়ুয়া ভর্তি হতে ইচ্ছুক হলেও ভিসা না পাওয়ার জন্য এ দেশে আসতে পারছেন না বলে পড়ুয়াদের কাছ থেকে জানা যায়।

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি পড়ুয়াদের ভর্তির শেষ তারিখ ছিল ২৮ অক্টোবর। কিন্তু ভিসা সংক্রান্ত সমস্যার কারণে সেই তারিখ বাড়িয়ে ২২ নভেম্বর করা হয়েছে।

তালিকায় থাকা বাংলাদেশের ২১ পড়ুয়াদের মধ্যে স্নাতকে আরবি বিষয়ে ভর্তি হতে ইচ্ছুক আবদুর রহমান, বাংলা বিভাগের স্নেহা মহলদার, ইংরেজিতে সাগিরা তাবাসসুম জেবা, শেখ তৌশিফুল আলম, বিএসসি মাইক্রোবায়োলজির মাসুম বিল্লাহ শিফাত, ➤ এরপর দু'য়ের পাতায়

এক নজরে...

- আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারছেন না বাংলাদেশের ২১ পড়ুয়া।
- ভিসা না পেয়ে পরীক্ষা দিতে পারছেন না কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশি পড়ুয়া।

নামাযের সময়সূচি

ফজর	৪.১৯
ফজর শেষ	৫.৪১
যোহর	১১.৪২
আসর	৩.২৪
মাগরিব	৫.০৫
এশা	৬.১৬

কলকাতা থেকে হজের ১ম সম্ভাব্য উড়ান ২৯ এপ্রিল

আবদুল ওদুদ

২০২৫-এর হজযাত্রার কাজ শুরু হবে দুই পর্যায়ে। কলকাতা থেকে প্রথম হজযাত্রীদের নিয়ে বিমান ছেড়ে যাবে ২৯ এপ্রিল। প্রথম পর্যায়ে হজযাত্রীরা মদিনায় যাবেন। শেষ বিমানটি যাবে ১৫ মে। এরপর

- হজের টাকা জমা করা যাবে ১১ নভেম্বর পর্যন্ত
- হজ প্রশিক্ষণ ২ ডিসেম্বর থেকে

দ্বিতীয় পর্যায়ের হজযাত্রার কাজ শুরু হবে ১৬ মে থেকে চলবে ৩০ মে পর্যন্ত। বুধবার রাজ্য হজ কমিটির এক বৈঠকে এ কথা জানালেন চেয়ারম্যান সাংসদ খলিলুর রহমান। তিনি বলেন, দুই পর্যায়ে হজযাত্রার কাজ শুরু হওয়ায় মক্কা এবং মদিনায় হজযাত্রীরা অবস্থান করবেন। মদিনায় প্রথম পর্যায়ে পাঠানো হবে তিন হাজার টাকা এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে মক্কায় যাবেন ৬২৮৮ জন হজযাত্রী।

পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও ঝাড়খণ্ড, বিহার, ওড়িশা, ত্রিপুরা,

➤ এরপর দু'য়ের পাতায়

রোগের পাশাপাশি সাইড এফেক্ট নিয়ে জর্জরিত দেশবাসী
আমাদের অভিযান, সুস্থ হিন্দুস্তান
সুরক্ষিত চিকিৎসা, এই সময়ের বিশেষ প্রয়োজন !!
আজকের দ্রুতগতিময় জীবনযাত্রায়, আমরা বরাবরই আমাদের স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করে থাকি। এমনকি অসুস্থ হয়ে পড়লে আমরা এও খেয়াল রাখতে পারিনা যে, আমাদের চিকিৎসা সঠিক হচ্ছে কি না। একজন যোগ্য চিকিৎসকের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হল, তিনি যেন রোগীকে চিকিৎসা করার সময় এ ব্যাপারে বিশেষ খেয়াল রাখেন যে, সে যেন অন্য কোনো রোগে আক্রান্ত না হয়ে পড়ে।
সুস্থ থাকতে এই সহজ নিয়মগুলি পালন করুন আর দেখুন কিভাবে বদলে যায় আপনার জীবন
✔ এক প্রাচীন ইংরেজী প্রবাদের বাংলা অনুবাদ হল "তাড়াতাড়ি শোওয়া ও ভোরে ঘুম থেকে ওঠা মানুষকে স্বাস্থ্যবান, ধনবান ও বুদ্ধিমান করে তোলে।" তাই রাতে তাড়াতাড়ি শোওয়ার অভ্যাস করুন ও ভোরে উঠে পড়ুন।
✔ প্রাতরাশ রাজার মতো, দুপুরের খাওয়া রাজকুমারের মতো ও রাতের খাবার গরীবের মতো হওয়া উচিত। অর্থাৎ দিন শুরু করুন ভারি প্রাতরাশ দিয়ে, কিন্তু বেলা বাড়ার সাথে সাথে খাবারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে আনুন ও রাতে একদম হাল্কা খাবার খান। খাবার ভালো করে চিবিয়ে খান। খাওয়ার অন্তত ৩০ মিনিট আগে থেকে এবং খাওয়ার পর ৩০ মিনিট পর্যন্ত জল পান করবেন না। এভাবে খাওয়া-দাওয়া করলে আপনি সারাদিন সক্রিয় থাকবেন এবং রাতে ভালো ঘুম হবে।
✔ হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়বেন না। জীবনে আসা সমস্ত প্রতিকূলতাকে দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা করুন। উদ্বেগ ও বিষণ্ণতা এড়াতে আপনার শখগুলি পূরণ করুন। এছাড়া
✔ রোজ অন্তত ৩০ মিনিট নিয়মিত যোগ-প্রাণায়াম এবং শরীরচর্চা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
✔ ধূমপান, মদ্যপান এবং তামাক সেবন করা পুরোপুরি ছেড়ে দিন। কেননা শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য এগুলি অত্যন্ত ক্ষতিকারক।
✔ হৃদরোগ, কিডনির সমস্যা এবং ক্যান্সারের মতো মারণ রোগ সমাজের কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিচ্ছে। এগুলির হাত থেকে বাঁচতে দিনে পাঁচ বার ফল ও সবজি গ্রহনের মাধ্যমে, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন (WHO) দ্বারা ঘোষিত চমৎকারী 5-a-day নিয়মের পালন করুন।
✔ কোনোরকম উপসর্গ বা রোগকে অবহেলা করা ঠিক নয়। নিজে থেকে ওষুধ নেওয়াটাও ভালো নয়। একজন যোগ্য চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।
— ডাঃ কে.এম. সইফুল্লাহ
প্রকৃতির কোলে রয়েছে চিকিৎসার অসীম সম্ভাবনা
#Naturoveda_Means_Health
Be Healthy Naturally
ন্যাচরোবেদায় যেসব রোগের চিকিৎসা হয়
সোরিয়াসিস | একজিমা | স্কিন অ্যালার্জি | শ্বেতী | ব্রণ-ফুস্কুড়ি | মেচেতা | চোখের নিচে কালি | পাইলস (অর্শ) | ফিশার | ফিস্চুলা | আর্থ্রাইটিস | স্পন্ডিলোসিস | সায়াটিকা | গাঁটের ব্যথা | ঘাড়ের ব্যথা | কোমরের ব্যথা | হাঁটুর ব্যথা | বহুদিনের সর্দিকাশি | সাইনুসাইটিস | হাঁপানি | পেটের সমস্যা | লিভারের সমস্যা | আইবিএস | শারীরিক দুর্বলতা (পুরুষ / স্ত্রী) | বন্ধ্যাত্ব | মূত্রনালীর সংক্রমণ | কিডনি স্টোন | প্রস্টেটের বৃদ্ধি | হাইপোথাইরয়েডিজম | টাইপ-2 ডায়াবেটিস | মহিলাদের সমস্যা | পিসিওএস / পিসিওডি | ওবেসিটি | আন্ডারওয়েট | টনসিলাইটিস | দুর্বল রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা | চুলের সমস্যা | মাইগ্রেন | মানসিক চাপ | অবসাদ | হতাশা | অনিদ্রা | স্মৃতিশক্তি হ্রাস | উচ্চ রক্তচাপ | অন্যান্য পুরানো রোগ
033-4040 1212 / 033-6607 6666
033-22571661 / 62 • 1800 258 6666 (Toll Free)
Follow Naturoveda on • হোয়াটসঅ্যাপ : 9674426666
✔ লেডি অ্যাসিস্ট্যান্টের উপস্থিতিতে মহিলা রোগীদের পরীক্ষা করা হয়
Naturoveda HEALTH WORLD
পার্ক সার্কাস • উল্টোডাঙা • হাওড়া • সেন্ট্রাল এভিনিউ • এলগিন রোড • তারাতলা

বাগদার কয়েকশো বছরের পুরনো জামে মসজিদ

৩ গম্বুজ ও কারুকার্য নজর কাড়ে মানুষের

এম এ হাকিম ● বনগাঁ

কেউ বলেন মুঘল আমলের, কেউ বলেন ব্রিটিশ আমলের, কিন্তু আসলে কেউ বলতে পারেন না কত বছর আগে তৈরি হয়েছিল বাজিতপুর গ্রামের ঐতিহাসিক জামে মসজিদ। বনগাঁ শহর থেকে ২৮ কিমি দূরে কুলুলিয়া বাজার, বনগাঁর মতিগঞ্জ থেকে বাসে যাওয়া যায়। সেখান থেকে প্রায় দেড় কিমি দূরে বাজিতপুর গ্রাম। এখানে রয়েছে কয়েকশো বছরের পুরনো মসজিদ। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটি কারুকার্য খচিত। ছোট ছোট মিনার দিয়ে ঘেরা ছাদের মাঝে রয়েছে বড় তিনটি গম্বুজ। মসজিদের ছাদের চারপাশে এবং গম্বুজের গায়ে রয়েছে সুন্দর নকশা। সামনের দিকের দেওয়ালেও রয়েছে সুদৃশ্য নির্মাণ কাজ।

তিন গম্বুজ বিশিষ্ট বাগদার বাজিতপুর জামে মসজিদ

মসজিদের বর্তমান সম্পাদক ৬৪ বছর বয়সি খাইরুল মণ্ডল বলেন, '১০ বছর বয়সে স্কুলে পড়ার সময় থেকে আমি নামায পড়ছি। আমার দাদা ওয়াজেদ আলি মণ্ডলের বয়স ছিল তখন ৯০ বছর। আমি দাদার কাছে শুনেছি তাঁর দাদাও বলতে পারেননি মসজিদটি কত বছর আগে তৈরি হয়েছিল।

➤ এরপর দু'য়ের পাতায়

কলম
বর্ষ ১১ । সংখ্যা ২১৫ । বৃহস্পতিবার । ১৪ কার্তিক, ১৪৩১ । ৩১ অক্টোবর, ২০২৪

ফরসা বনাম কালো

গ্রাম-বাংলার সংস্কৃতির একটি অন্যতম অঙ্গ কালীপুজো। শ্যামা দেখতে কালো। কালো ভালো। কিন্তু আমরা চুল পাকলে 'কাল্পি' কেন? এমন প্রশ্ন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বহু আগেই তুলেছেন। চুল কালো হবে, কিন্তু শরীর হবে ফর্সা। কলোনিয়াল হ্যাংওভারের দরুন ফর্সা রঙের প্রতি আমাদের দারুণ দুর্বলতা। এখন পাড়ায় পাড়ায় বিউটি পার্লার। পার্লারের সামনে উপচে পড়া ভিড়। কারও সময় লাগছে ১ ঘণ্টা, কারও আবার ঘণ্টা-তিনেকের কম নয়। কালীপুজো বলে কথা, একটু সাজগোজ হবে না! লাইনে দাঁড়ানো কিশোরী-তরুণী-যুবতীদের বেশির ভাগেরই চাই এমন কোনও ফেশিয়াল, যা ফর্সা দেখাবে। আসলে নারীর সৌন্দর্যের প্রচলিত সংজ্ঞায় কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এখনও রয়েছে, যার অন্যতম হল গৌরবর্ণ। মেয়ে যদি ফর্সা না হয় তা হলে লোকসমাজে যে সে কোনও এক সময় হাসি-ঠাট্টার পাত্রী হয়ে উঠবেই—এ কথা এখনও ভয় ধরায় অসংখ্য অভিভাবকের মনে। ভয় ধরায় এ বছর অন্ধ্রপ্রদেশের কারেমপুরীতে ঘটে যাওয়া নির্মম ঘটনার কথাও। জানা যায়, কন্যার গায়ের রং কালো হওয়ায় ১৮ মাসের শিশুটিকে প্রসাদের সঙ্গেই বিষ মিশিয়ে, খাইয়ে মেরে ফেলেছিল তার বাবা! ভাবিয়ে তোলে এই দুশ্চিন্তা যে, শ্যামবর্ণা মেয়েকে বন্ধুমহলে ও পরে শ্বশুরবাড়িতে কটূক্তি, লাঞ্ছনার শিকার হতে হবে। 'মেয়ে ভালো, তবে গায়ের রংটা চাপা'—এ কথা যে কত নারী মনকে প্রতিনিয়ত কুরে কুরে খায়, ঝাঁঝরা করে দেয় মনোবলকে, তার কোনও ইয়ত্তা নেই।

এই 'কটূক্তি'র শিকার যাতে না হতে হয়, তাই শয়ে শয়ে নারী প্রতিনিয়ত বেছে নিচ্ছেন রূপটান শিল্পকে। কোন সিরাম, ক্রিম, সাবান ত্বকের 'ময়লা রং' তুলে দিতে সব চেয়ে কার্যকর, সেই প্রসঙ্গ আলোচনার কেন্দ্রে আসতে বেশি সময় নেয় না। রোদপ্রবণ অঞ্চলে থাকার ফলে যে মেলানিন আমাদের ত্বকের সুরক্ষা আবরণের কাজ করে, সেই মেলানিনকে কমাতে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন শত-শত নারী। এই প্রসঙ্গে উঠে আসে কিছু এমন তথ্য, যা উদ্বিগ্ন করতে পারে চিকিৎসক মহলকে। ২০২৩ সালের একটি রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছে, মাত্র ছ' মাসের মধ্যে নেটমাধ্যমে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকার প্রসাধন সামগ্রী কিনেছেন ভারতীয়েরা। অপর একটি রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, ভারতে যে সংখ্যক ত্বক পরিচর্যার ক্রিম বিক্রি হয়েছে, তার ২৫ শতাংশ ফর্সা হওয়ার ক্রিমের আওতায় পড়ে। 'ফেয়ারনেস ক্রিম' বা ফর্সা করার ক্রিম—এই শব্দগুলি ব্যবহার না করেও কিন্তু প্রতিনিয়ত বহু প্রসাধন সামগ্রী বাজারে আসছে। এগুলির প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলির দাবি, এই ক্রিম, সিরাম, পাউডার ব্যবহার করলে ত্বক ভিতর থেকে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। যদিও অন্তর্নিহিত অর্থ হল এই সামগ্রী ব্যবহার করলে ফর্সা দেখাবে। এ ছাড়াও, ওষুধের দোকান থেকে কেনা কিছু স্টেরয়েড জাতীয় ক্রিম বা 'ঘরে তৈরি টোটকা'র সাহায্যে ফর্সা হওয়ার চেষ্টাও যে অবিরাম চলে, তা-ও কারও অজানা নয়। বহু ক্ষেত্রেই কিন্তু দেখা গিয়েছে, এই সকল পন্থার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও হয় মারাত্মক।

বর্ণবাদ যে কীভাবে আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গী হয়ে গেল, তার নানা ব্যাখ্যা রয়েছে ইতিহাসে। সচেতন, সংবেদনশীল মানুষজন এর নিন্দাও করে থাকেন। কিন্তু এই মানুষজনেরই দৈনন্দিনের কথোপকথনে, আচার-আচরণে সৌন্দর্যের সেই প্রচলিত সংজ্ঞার প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ পায়। নেটমাধ্যমে 'মিম', পোস্ট শেয়ার করে বা আড্ডার মাঝে যখন হালকা চালে কোনও এক জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বের গায়ের রং নিয়ে ঠাট্টা শুরু হয়, তখন সাধারণ কোনও মেয়ের পক্ষে সেই কটূক্তি থেকে নিস্তার পাওয়ার উপায় থাকে না।

বুলডোজার, পিপিপি মডেল ও কংগ্রেস

কংগ্রেসশাসিত রাজ্য তেলেঙ্গানার দু'টি প্রকল্প নিয়ে দেশব্যাপী প্রশ্ন উঠে গেল কংগ্রেসের আদর্শ নিয়ে। মুসি নদীর সৌন্দর্যায়ন ও পিপিপি মডেলে রাস্তা তৈরি নিয়ে বিতর্ক জমে উঠেছে। এই নিয়ে বিশ্লেষণ এই প্রতিবেদনে—

মুসি নদী প্রকল্প নিয়ে জোর বিতর্ক চলার মধ্যেই তেলেঙ্গানা কংগ্রেস আরও একটি কঠিন সিদ্ধান্ত নিল পিপিপি মডেলে রাস্তা তৈরির। এমনিতেই আদানিদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী রেভান্ত রেড্ডির মাখামাখি ভালো চোখে দেখছিল না দিল্লির বহু কংগ্রেস নেতা। তার উপর একটার পর একটা গণঅসন্তোষের প্রকল্প নিয়ে কংগ্রেসের ভাবমূর্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ করে দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই অভিযোগ উঠছে হাইকম্যান্ডেও। মুসি নদীর সৌন্দর্যায়ন ও সংস্কারের নামে ১০ হাজারের বেশি বাসগৃহ ভেঙে ফেলতে হচ্ছে। বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হলেও মানুষ পৈত্রিক ভিটে হারিয়ে অন্যত্র চলে যেতে চাইছেন না খুশি মনে। আর সেই গণরোষের সুযোগ নিতে পথে নেমেছে বিরোধী বিআরএস, বিজেপি ও আম আদমি পার্টি। তারা প্রশ্ন তুলেছেন, কংগ্রেস বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে ঘরহারা, জমিহারাদের পাশে থেকেছে, আর এখানে হাইড্রার বুলডোজারকে পুজো করতে হচ্ছে। মুসি নদী প্রকল্প ও হাইড্রা অথরিটি একের পর এক নোটিশ দিয়ে বুলডোজার চালিয়ে যাচ্ছে। মূলতঃ প্রাকৃতিক সম্পদ বাঁচানোর লক্ষ্যে গঠিত হয়েছে হায়দরাবাদ ডিজাস্টার রেসপন্স অ্যান্ড অ্যাসেটস এজেন্সি। হাইড্রার বুলডোজার ভাঙছে গরিব মানুষদের ঘরবাড়ি। স্বাভাবিকভাবেই ক্ষতিগ্রস্তদের অধিকাংশই সংখ্যালঘু ও দলিত পরিবারের। ভুক্তভোগীদের জন্য অন্যত্র টু বেড রুম, বাসস্থান, স্কুল-কলেজের কথা বলা হলেও বাজারে চালু হয়ে গেছে তাদের জমি থেকে উৎখাত করে সেখানে তৈরি হবে ধনীদের জন্য আবাসন, পার্ক, অ্যাম্পিথিয়েটার, রেস্টুরেন্ট ও প্রমোদকানন। দক্ষিণ কোরিয়ার হান নদীর পাশে প্রকল্পের মতো হায়দরাবাদেও তৈরি হবে বিশ্বমানের প্রমোদ পার্ক। আর সেগুলির দায়িত্ব পাবে কর্পোরেট বহুজাতিক সংস্থা। তেলেঙ্গানার মন্ত্রীরা দক্ষিণ কোরিয়া ঘুরে দেখে এসেছেন কীভাবে সেখানে কাজ হচ্ছে। হায়দরাবাদকে বন্যামুক্ত করা, প্রদূষণ কমানো এবং বস্তি বাঁচানোর কথা বলা হলেও আসল মকসদ রয়েছে মুসি নদীর পাশের মূল্যবান জমি কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়া। আর বিনিময়ে তৈরি হচ্ছে ১০ হাজার পরিবারের জন্য প্রত্যেকের একটি করে দুই বেডরুমের ফ্ল্যাট। প্রকল্পের নামে জমি কেড়ে নেওয়া নিয়ে যে ধরনের প্রতিবাদ এর আগের প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে হয়েছে, এখানে কিন্তু সে ধরনের দেখা যাচ্ছে না। এই কারণে যে এই অঞ্চলে বামপন্থী, কৃষক সংগঠন এবং দলিত ও মুসলিমদের সংগঠন অতটা মজবুত নয়। প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও প্রতিবাদ-বিক্ষোভ হচ্ছে। তবে প্রকল্পের কাজও চলছে পুরোদমে। আর এরই মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী রেভান্ত রেড্ডি পিপিপি মডেলে রাস্তা তৈরির ঘোষণা দিয়ে জনরোষের মাত্রা পরীক্ষা করে দেখতে চাইলেন। কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় সড়কগুলিতে এইভাবে পিপিপি মডেলে টোল ট্যাক্সের জুলুম সৃষ্টি করেছে, এই অভিযোগ বহু মানুষের। ট্যাক্সের ভয়ে সাধারণ মানুষ জাতীয় সড়কে গাড়ি নিয়ে বের হতে ভয় পায়। সেই অবস্থা তৈরি হচ্ছে এবার রাজ্য সড়কের ক্ষেত্রেও। তেলেঙ্গানা সরকার বিভিন্ন জেলা সদরের সঙ্গে সংযোগকারী রাস্তা এবার তুলে দিতে চাইছে কর্পোরেটদের হাতে। রাস্তা তৈরি, মেরামত ও সংস্কার করবে তারা বিনিময়ে টোলট্যাক্স আদায় করবে। তাই অভিযোগ ওঠা সংগত যে, সাধারণ মানুষের উপর অর্থনৈতিক জুলুমের আরও এক নতুন অধ্যায় শুরু করতে চলেছে কংগ্রেসশাসিত একটি রাজ্য সরকার। কোনও বিজেপি সরকার এই ধরনের প্রকল্প চালু করলে কংগ্রেস অবশ্যই বিরোধিতা করত। তাই অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, কংগ্রেস হাইকম্যান্ড কি তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীকে এইভাবে জনবিরোধী প্রকল্প গ্রহণে ছাড়পত্র দিয়ে রেখেছে। বিশেষ করে যেসব প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে তার সঙ্গে আদানি-যোগ জানা সত্ত্বেও কংগ্রেস হাইকম্যান্ড নীরব রয়েছে কেন?

বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুদান হিসেবে ১০০ কোটি টাকার চেক দিচ্ছেন আদানি। এই ছবিই এখন বিরোধীদের অস্ত্র।

জানা যাচ্ছে, পিপিপি মডেলের রাস্তার প্রকল্প ২৮ হাজার কোটি টাকার। এই টাকা বছরের পর বছর ধরে তোলা হবে টোল ট্যাক্সের মাধ্যমে সুদ-সহ। প্রাইভেট গাড়ি ছাড়াও ট্রাক, ভ্যান, সবজি ও ফসল পরিবহণ গাড়ি, প্যাসেঞ্জার গাড়ি, মোটর সাইকেল, অটোরিকশা ইত্যাদি এই প্রকল্পের আওতায়। গুজরাতে নর্মদা প্রকল্পে জমিহারাদের পাশে কংগ্রেস। ইউপিতে আকবর নগর ও লখনউতে গৃহহারাদের পাশে কংগ্রেস। হরিয়ানায় কংগ্রেস কৃষক আন্দোলনের পাশে, আর কংগ্রেসশাসিত তেলেঙ্গানায় কৃষকদের সর্বস্বান্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তেলেঙ্গানার বিরোধী দল বিআরএস তাই কটাক্ষ করে নাম দিয়েছে 'পয়সা ওসুল শুরু' হো গায়া। হাজার কিলোমিটার রাস্তা সংস্কার ছাড়াও ১৬ হাজার কিলোমিটার রাস্তা তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। তাই বোঝা যাচ্ছে, ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠবে টোলট্যাক্স প্লাজা, আর নাভিশ্বাস শুরু হয়ে যাবে সাধারণ মানুষের। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও কর্মকর্তারা সরকারকে পরামর্শ দিচ্ছে পিপিপি মডেল বাদ দিয়ে সরকার নিজেই রাস্তা সংস্কার ও তৈরি করুক। তেমনই মুসি নদীর চর দখল করা বস্তির মানুষদের বাদ দিয়ে প্রকৃত পৈত্রিক জমিতে বসবাসকারী মানুষদের জমি কেড়ে না নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বেপরোয়া তেলেঙ্গানা সরকার। মুসি নদীর জল শোধন করতে হায়দরাবাদ বাঁচাতে এবং জমির চর দখল বন্ধ করবে সরকার বদ্ধপরিকর, জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বার বার। তাই দাবি উঠছে, গণঅসন্তোষ বাড়তে না দিয়ে এই দু'টি সরকারি প্রকল্পের দিকে কংগ্রেস হাইকম্যান্ডের এখনই নজর দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। তাদের সামনে উজ্জ্বল উদাহরণ রয়েছে পশ্চিম বাংলার। এই রাজ্যেও আদানিরা বহু প্রকল্পে বিনিয়োগ করার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্যই কোনও জনবিরোধী নীতিতে সায় দেবেন না। ইতিমধ্যে তেলেঙ্গানায় প্রতিবাদের যে চেহারা দেখা যাচ্ছে, তাতে একটু হাওয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হলেই আখেরে এই রাজ্যটি খোয়াতে হবে কংগ্রেসকে। অন্ধ্রে ইতিপূর্বে চন্দ্রবাবু নাইডুকে একবার সাইবার সিটি বানানোর প্রকল্পের মূল্য চোকাতে হয়েছে। আর কংগ্রেস যদি মনে করে আদানি ছাড়া কোনও গতি নেই, শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষের দুর্দশা বাড়ার সম্ভাবনা থাকলেও কর্পোরেট হাউসদের নিয়েই চলতে হবে, তাহলে সেকথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে দিক। দেশবাসী জানতে পারুক কংগ্রেসেও পরিবর্তন এসেছে। পিপিপি বা প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপ প্রকল্পে সরকারের জমি ও পরিকাঠামোর উপর বিনিয়োগ করে পয়সা উশুল করার নীতি অনুমোদন করা হচ্ছে রাজ্যের কাছে বাজেট কম থাকলে বা গতি আনার জন্য। কিন্তু এর সুফল কতটা সাধারণ মানুষ ভোগ করবে, সেটা বিচার করা হচ্ছে না। বুলডোজার, পিপিপি, জমি ছিনতাই, আদানি সখ্যতা— এ সব কংগ্রেসের আদর্শের সঙ্গে কতটা খাপ খাচ্ছে, সেটা বিচার করার মতো নেতা কংগ্রেসে নেই এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত। তবুও তেলেঙ্গানা কংগ্রেস এভাবে আদর্শ বিরোধী হয়ে যাচ্ছে দেখেও নীরব কেন কংগ্রেসের হাইকম্যান্ড? কংগ্রেসের কপাল ভালো যে ইউপি, এমপি, হরিয়ানার মতো বুলডোজারের ছবি মিডিয়াতে সেভাবে আসছে না কোনও অজ্ঞাত কারণে। ওয়েনাড় ভোট নিয়ে ব্যস্ত প্রিয়াঙ্কা-রাহুল। ভোট মিটলে একটু তেলেঙ্গানা নিয়ে খোঁজ-খবর নেবেন কি, এই প্রশ্ন ঘুরছে কংগ্রেসি মহলেও।

সরকারি প্রকল্পে জমির প্রয়োজন রয়েছে, তেমনই রাজ্যবাসীকে সুন্দর সড়ক উপহার দেওয়ারও ইচ্ছা থাকতে পারে কিন্তু গরিবদের রুটি-রুজিতে আঘাত করে তাদের জীবন বিপন্ন করে প্রকল্পের কাজ অগ্রসর হচ্ছে কি, এটা বিবেচনা করার প্রয়োজন রয়েছে।

বইয়ের দুনিয়া

রাজনীতি ও সমাজভাবনার দলিল

মুর্শিদাবাদে আর.এস.পি-র গোড়াপত্তনের কথা
প্রমথেশ মুখার্জী
প্রকাশক: ইচ্ছে ফড়িং, মূল্য: ₹২৫০/-

২০২৪ সালের মে মাসে প্রকাশিত হয়েছে গ্রন্থটি। ২২টি পরিচ্ছেদে মুর্শিদাবাদে আর এস পি দলের গোড়াপত্তন ও সম্প্রসারণের বিষয় আলোচনা ছাড়াও গ্রন্থের গোড়াতেই ত্রিদিব চৌধুরীকে নিবেদিত বিশিষ্ট নেতা ননী ভট্টাচার্যের 'তবুও মানুষ আছে' শিরোনামে কবিতাটি পাঠকের দৃষ্টি কাড়বে অবশ্যই। লেখক কর্তৃক একটি ভূমিকা ছাড়াও সাধারণ সম্পাদক মনোজ ভট্টাচার্যের অবতরণিকা অংশে রয়েছে।

প্রাক্তন সাংসদ প্রমথেশ মুখার্জী এই গ্রন্থটির লেখক। বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে ১৯৯৪,১৯৯৬ এবং ১৯৯৮ সালের নির্বাচিত সাংসদ। কলেজে পড়াকালীন সময়ে আর এস পি দলের ছাত্র ইউনিয়ন পি এস ইউ করার মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনীতিতে হাতেখড়ি। গ্রামে থাকার সুবাদে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের সংস্পর্শে এসে তাঁদের সুখ, দুঃখ, কষ্টের সমভাগী হয়েছেন এবং একাত্মতা অনুভব করেছে। সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে আপন করে ভাবার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন পারিবারিক ঐতিহ্য থেকে। গ্রাম থেকে একসময় শহর বহরমপুরে থিতু হয়েছেন কাজের সুবাদে। মুর্শিদাবাদ জেলার আর এক ভূমিপুত্র, আর এস পি'র সর্বভারতীয় নেতা এবং দলটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ত্রিদিব চৌধুরীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে রাজনীতির অনেক কিছু শিখেছেন। উল্লেখ্য, জেলার সুসন্তান ত্রিদিব চৌধুরী ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ১৯৭৪ সালে যৌথ বিরোধী প্রার্থী হিসেবে লড়াইয়ে ফকরুদ্দিন আলী আহমেদের কাছে হেরে যান। দলটির ক্ষেত্রে এটিও একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে আর এস পি দলের হয়ে ১৯৫২ সাল থেকে তিনি পর পর সাত বারের বিজয়ী সাংসদ। উল্লেখ্য, তিনি ছিলেন গোয়া মুক্তি আন্দোলনের সৈনিক। এজন্য জওহরলাল নেহরু তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এজন্য প্রথম সাধারণ নির্বাচনে তাঁর বিরুদ্ধে কংগ্রেস কোন প্রার্থীও দেয়নি। দলটির সঙ্গে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের শেকড়ের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ভারত ভাগের আগে দলটি পূর্ব বাংলায়ও বিস্তার লাভ করেছিল। স্বাধীনতা পরবর্তীতে একসময় মুর্শিদাবাদের বেশ কয়েকটি বিধানসভা কেন্দ্রে আর এস পি দলটি প্রাধান্য বিস্তার লাভ করেছিল ব্যাপকভাবে। ননী ভট্টাচার্য, দেবব্রত বন্দোপাধ্যায়, জয়ন্ত বিশ্বাস, তিমির ভাদুড়ী প্রমুখ মুর্শিদাবাদের আর এস পি দলের একসময়ের বিখ্যাত নেতা। এখন দলটির সুদিন আর নেই।

ভূমিকায় লেখক লিখেছেন, প্রায় ৯/১০ মাসের আপ্রাণ চেষ্টায় এই বই লেখা।...সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়, 'যথার্থ নথির' অভাব। লেখক উল্লেখ করেছেন, 'সুভাষচন্দ্রের সমর্থকদের মধ্যে যারা মার্কস-এঙ্গেলস লেনিনের বিপ্লবী সমাজবাদের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁরা কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টির সংস্কারপন্থী সমাজবাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক কাটিয়ে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রীদল গড়ে তোলেন।' নতুন দলের উৎপত্তি সম্পর্কে তাঁর জবানিতে আরও জানা যায়, ১৯৪০ সালের ১৯ মার্চ রাঁচির কাছে ঢেউ খেলানো মালভূমিতে রামগড়ে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে ঝড়-ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ ছেঁড়া তাঁবুর নীচে সুভাষ চন্দ্রের আপস বিরোধী সম্মেলনে বামপন্থী ও বিপ্লবীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ওই সম্মেলন মঞ্চে অনুশীলন সমিতির মার্কসবাদী-লেলিনবাদী প্রত্যয়শীল বিপ্লবীদের উদ্যোগে সেই অগ্নিক্ষরা দিনগুলিতে গণবিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামের যথাযথ পরিণতি লাভের লক্ষেই এই নতুন দলটির উৎপত্তি। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে এই দলটির সুসম্পর্ক লক্ষ করা যায় প্রথমাবধি। লেখকের মতে, ব্রিটিশ শাসিত ভারতে এদেশের জনসাধারণকে রক্ষা করার মতো সে রকম কোনও দল ছিল না। সে সময়ে ভারতে দল বলতে ছিল একটাই—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। এই দলের গোড়াপত্তন হয় ১৮৮৫ সালে। তখনকার দিনে, বামপন্থা, দক্ষিণ পন্থা, গান্ধিপন্থা, সোশ্যালিস্ট, কমিউনিস্ট সকল দল এবং মতের লোকেরই স্থান ছিল কংগ্রেসের ভেতর। কংগ্রেসকে মেনে নিয়ে সকলেই কাজ করতেন। এই পরিবেশে স্বতন্ত্র বামপন্থী ও সমাজতন্ত্রী দল হিসেবে আর এস পি-র মতো স্বতন্ত্র ধারার একটি দল তৈরির প্রয়োজন ছিল বলে মনে করেছিলেন উদ্যোগী ব্যক্তিগণ। যুদ্ধের প্রশ্নে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে গান্ধিজি বা কংগ্রেসের অন্য নেতাদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল। এই প্রেক্ষিতে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল গড়ে ওঠে। মুর্শিদাবাদ জেলায়ও একই সঙ্গে এই দলের প্রতিষ্ঠা হয়।

জেলাবাসীর কাছে গর্বের বিষয়, দলটির প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তিত্ব ছিলেন ত্রিদিব চৌধুরী। অনুশীলন সমিতির কাজ ছিল জেলায় আগে থেকেই; ঢাকার অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। ঢাকার বিশিষ্ট বিপ্লবী পুলিন দাসের উদ্যোগে ঢাকা থেকে বিপ্লবী শচীন ব্যানার্জীকে মুর্শিদাবাদের সংগঠনকে মজবুত করার কাজে আনা হয়েছিল। পূর্ব বাংলা বিশেষত ঢাকা, চট্টগ্রামের সঙ্গে মুর্শিদাবাদের যোগাযোগ পরিলক্ষিত হয় সেই মুর্শিদকুলি খানের সময় থেকেই। পরবর্তীতে কৃষ্ণনাথ কলেজে পূর্ব বাংলা থেকে অনেকেই পড়াশোনা করতে আসতো। বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্য সেনও এখানকার ছাত্র ছিলেন। কৃষ্ণনাথ কলেজ একসময় বিপ্লবী দলের আখড়া হয়ে উঠেছিল। ত্রিদিব চৌধুরীর স্কুলশিক্ষা ধুলিয়ানের জে ডি ইন্সটিটিউশন ও জিয়াগঞ্জের বিজয় সিং বিদ্যামন্দিরে। এ কথা অনেকেরই জানা নেই।

জেলার বিভিন্ন প্রান্তে অল্প সময়ের মধ্যে কীভাবে এবং কার কার নেতৃত্বে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলটির বিস্তার লাভ ঘটেছিল-এ সম্পর্কে তথ্যসহ লেখক আলোচনা করেছেন গ্রন্থে। লেখক যেমন যেমন তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছেন সে ভাবেই লিপিবদ্ধ করেছেন। ক্রমানুসারে তথ্য সন্নিবেশিত হয়নি বলেই আমার মনে হয়েছে। পড়তে গিয়ে মাঝে মাঝেই পাতা উল্টিয়ে পিছনের দিকে ফিরতে হয়েছে। একই কথা তিনি বারংবার বলাতে পাঠকের মাঝে মাঝে বিরক্তি উদ্রেক স্বাভাবিক। তারপরও এই বই এক দীর্ঘ সময়ের রাজনীতি ও সমাজভাবনার দলিল হয়ে উঠেছে।

আলোচক-আলিমুজ্জমান

সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে জুড়ে আছে বিয়ের আচার-অনুষ্ঠান

বিবাহ হল একটি সামাজিক বন্ধন বা চুক্তি। ধর্ম বর্ণ সমাজ অঞ্চল জাতি ও গোত্রভেদে বিবাহের ভিন্ন ভিন্ন প্রথা, রীতি ও আনুষ্ঠানিকতার প্রচলন রয়েছে। সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই বিবাহ রীতির মধ্যে এসেছে নানা পরিবর্তন। মানব জীবনে বিবাহ নামক এই বিচিত্র ও ব্যাপক কর্মকাণ্ড বিস্তৃত পরিসরে ২৬টি প্রবন্ধ নিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে আশিস হীরা সম্পাদিত 'বিবাহ' গ্রন্থটি। প্রথমেই তমাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় আছে প্রাচীন ভারত ও মহাভারত কালের বিবাহ বৈচিত্র্যের বর্ণনা। দেশভাগের পরবর্তী সময়ে বৈবাহিক আইনের জটিলতা এবং তার ফলে দু-দেশের নারী পুরুষের হৃদয় বিদারক ছবি ফুটে উঠেছে বিষ্ণু সরকারের লেখায়।

ইসলামে সাড়ে ১৪০০ বছর আগে থেকে বিধবা বিবাহ সিদ্ধ এবং প্রচলিত হলেও হিন্দু সমাজে এমন বিয়ের সপক্ষে আইন তৈরি হয়েছে মাত্র দেড়শো বছর আগে। এখনো কাটেনি সামাজিক কটাক্ষ, মানসিক দৈন্যতা ও টানাপোড়েন। দু'খানি প্রবন্ধে আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে বিধবা বিবাহ নিয়ে আলোচনা করেছেন মৃত্যুঞ্জয় প্রামাণিক এবং অপরেশ মন্ডল। কব্জি ডুবিয়ে ভুরিভোজ ছাড়া বিয়ের অনুষ্ঠান ভাবা যায় না। রকমারি পদের আয়োজন হয় বিয়ের আগে পরের আরও কয়েকটি অনুষ্ঠানে। বিয়ের অনুষ্ঠানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে দেনাপাওনার বিষয়টিও। বিয়েতে লেনদেন কারো খুশির, কারোর পক্ষে যন্ত্রণার। অনুষ্ঠান স্থলে বা পরবর্তীতে বিয়ে ভাঙার একটা প্রধান কারণ এই পণ নিয়ে দর কষাকষি। সর্বাণী মুখোপাধ্যায় এবং রমেন্দ্রনাথ অধিকারী এ দুটি পৃথক বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করেছেন।

মুসলিম বিবাহে ঘাত প্রতিঘাত, নারী, তালাক এবং বিয়ের গান— এমনই ভিন্ন, ভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে তিনটি লেখা গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে। দেড় হাজার বছর আগে নবী সা. এবং মহান সৃষ্টিকর্তা বিবাহে, সম্পদের উত্তরাধিকারে এবং মাতা-স্ত্রী-কন্যা হিসেবে মুসলিম নারীকে উচ্চ মর্যাদা এবং কিছু ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে বেশি অধিকার দিয়েছেন। চারটি বিয়ে মুসলিম পুরুষের অধিকার নয়, ক্ষেত্র বিশেষে কঠিন শর্তসাপেক্ষে তা অনুমতি মাত্র। তালাকের অধিকার শুধু পুরুষের নয়, ইসলাম নারীকেও প্রয়োজনে এ অধিকার দিয়েছে। শরীয়তে সাবালিকা নারীকে অনুমতি ছাড়া বিয়ে দেওয়া যায় না। মুসলিম বিয়ের নানা কথা উঠে এসেছে আজিজুর রহমানের 'যেভাবে মুসলিম বিয়ে এবং তালাক' প্রবন্ধে। বাঙালি মুসলিম বিয়ের নানা আচার-অনুষ্ঠানে অবলুপ্ত হয়ে যাওয়া গানের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন জেসমিন খাতুন। ইন্টারনেট আর মুঠোফোনের এ দুনিয়ায় বিয়েতে ঘটকের আর বিশেষ কোনও ভূমিকা নেই। অথচ একটা সময় পর্যন্ত বাঙালির বিয়ের সঙ্গে ঘটকের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক ছিল। বাংলা সাহিত্যে ঘটক আর ঘটকালি নিয়ে অনেক মজাদার কাহিনীও আছে। সম্পাদক আশিস হীরা নিজেই শুনিয়েছেন ঘটক এবং ঘটকালির উৎস আর বিবর্তনের সেই ইতিহাস। হিন্দু বিবাহ রীতির উপকরণ নিয়ে শৈল্পিক প্রচ্ছদ এঁকেছেন সন্তোষ দত্ত। বইটির প্রকাশক-অনিমা বিশ্বাস, গাঙচিল।

আলোচক-মনিরুল ইসলাম তপন

গ্রাম-বালিকার সাতকাহন

বিলকিস আমেদের 'বিবর্ণ আকাশ' গ্রন্থে এক গ্রাম্য বালিকার জীবন চরিত্র ফুটে উঠেছে। যেখান লেখক দেখিয়েছেন সোহাগপুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা পরিবেশে নাজীবা দাদা, দাদী, চাচা চাচী, ফুফি সকলকে নিয়ে বেড়ে উঠেছে। গ্রাম্য পরিবেশের সবুজ প্রান্তর, গোলা ভরা ধান, পুকুরের নিস্তব্ধতা, রাঙা মাটির পথ আর প্রাণখোলা মুক্ত আকাশ। একবাক্যে নাজীবা যেন নিজেই নিজের মনের মালিক। পরিবারের সকলের পাশাপাশি বোন লাবীবাকে নিয়ে বেশ ভালোমতোই কেটে যাচ্ছিল গ্রাম্য বালিকার দিনগুলি। স্কুলের ছুটি পড়লেই বই খাতা ছেড়ে নানা নানীর কাছে ঘুরে আসা। জীবন যেন হাতের মুঠোয় পেয়েছিল নাজীবা।

আচমকা নাজীবা ও লাবীবার আব্বা রহিম বক্সের শহরে শিক্ষকতার কাজে বদলি হয়ে যাওয়া কোথাও

যেন নাজীবার মন ভারাক্রান্ত করে তোলে। গ্রাম ছেড়ে পরিবারের প্রিয় মানুষগুলোকে ছেড়ে শহরের পরিবেশ যেন নাজীবার কাছে একপ্রকার দমবন্ধ হয়ে উঠে। কিন্তু ধীরে ধীরে তা সহে যায় নাজীবার কাছে। সে বরাবরই পড়াশোনার প্রতি মনোযোগী। তাই জীবনে সে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। আব্বা-মা বিয়ের কথা বললে সে বিরক্তি প্রকাশ করে। বালিকা থেকে ধীরে ধীরে যৌবনের কাঠগড়ায় পা দেয় নাজীবা। বান্ধবী সুরভির বিয়েতে প্রথমে আলাপ। পরে তা প্রেমালাপে পরিণত হল নভোনীল মুখার্জির সঙ্গে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রেম গভীর থেকে গভীরতম হয়। আকিলা মেয়ে নাজীবার মনের কথা বুঝতে পারে। নভোনীলের বাবা না থাকলেও ডাক্তারি পড়ুয়ার মন সহজেই বুঝতে পারে মা মঞ্জুলা দেবী। দু-পক্ষের তরফে একপ্রকার বিয়ের কথাবার্তাও এগোতে থাকে। কিন্তু কোথাও যেন নাজীবার মনে হয় নভোনীলের বাড়িতে রাধামাধবের পুজো হয়। তাই সে নভোনীলের মাকে বলে, কাকিমা নীলকে বিয়ে করলেও আপনাদের পুজোতে আমি কোনও আচার অনুষ্ঠানই পালন করতে পারব না। ভয়াবহ বাস্তবতার সম্মুখীন হয়ে তাই নাজীবা এই প্রেমের কফিনে পেরেক পোঁতে। অধরা থেকে যায় নাজীবা ও নভোনীলের প্রেমকাহিনী। সুন্দর প্রচ্ছদ বিশিষ্ট সবুজ মলাটে ঘেরা মহুয়া পাবলিশার্সের দুশো টাকার বইটিতে এক মেয়ের সারল্যের ইতিকথা ফুটে উঠেছে।

আলোচক- অদিতি চট্টোপাধ্যায়

হামাসের যোদ্ধারা চান সম্মানজনক শর্ত।

সেনাদের নিহতের সংখ্যা গোপন করছেন নেতানিয়াহু

অভিযোগ লাপিদের

তেল আবিব, ৩০ অক্টোবর: ইসরাইল-হামাস চলমান যুদ্ধে ইসরাইলি সেনাদের নিহতের সংখ্যা গোপন করছেন প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। নিহতের সঠিক সংখ্যা সামনে আনা হচ্ছে না বলে অভিযোগ তুলল বিরোধীরা। সোমবার ইসরাইলের বিরোধী দলনেতা ইয়াইর লাপিদ বলেন, গতবছরের ৭ অক্টোবর যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ১২ হাজারের বেশি সেনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। লাপিদের দাবি, '১১ হাজার সেনা আহত হয়েছে এবং ৮৯০ জন নিহত হয়েছে।' যদিও ইসরাইলি সরকারের বলেছে, চলমান যুদ্ধে ৭৭২ জন সেনা নিহত হয়েছে এবং প্রায় ৫ হাজার ১০০ সেনা আহত হয়েছে। বিরোধী নেতা জোর দিয়ে বলেছে, সরকার সেনাদের নিহত ও আহতের সঠিক সংখ্যা গোপন করছে। তাঁর পরিসংখ্যানগুলিই 'সঠিক'। সতর্ক করে লাপিদ বলেছে, নেতানিয়াহুর সরকার 'কিছু না করলে' হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়বে।

এ দিকে মঙ্গলবার গাজার উত্তরাঞ্চলে সামরিক অভিযানে নিহত হয়েছেন আরও চার ইসরাইলি সেনা বলে ঘোষণা করেছে আইডিএফ। নিহতরা হলেন, ইহোনাতান জনি কেরেন (২২), স্টাফ সার্জেন্ট নিসিম মেইতাল (২০), স্টাফ সার্জেন্ট আভিভ গিলবোয়া (২১), স্টাফ সার্জেন্ট নাওর হাইমভ (২২)। ওই চার সেনা 'ঘোস্ট' ইউনিট বা অভিজাত মাল্টিডোমেইন ইউনিটের সঙ্গে লড়াই করছিল। ঠিক কীভাবে ওই চার সেনা নিহত হয়েছেন সে-বিষয়ে কিছুই জানায়নি আইডিএফ। রাষ্ট্রসংঘের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবের সত্ত্বেও গাজায় সামরিক অভিযান দ্বিগুণ করেছে ইসরাইল। হামাসের মতে, অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে এ পর্যন্ত ৪৩ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। গাজায় যুদ্ধবিরতিতে পৌঁছতে যুক্তরাষ্ট্র, মিশর ও কাতারের মধ্যস্থতার প্রচেষ্টা এখনও পর্যন্ত সফল হয়নি।

ইসরাইলের বিরোধী দলনেতা ইয়াইর লাপিদ

রণক্ষেত্র থেকে পালিয়েছে লক্ষাধিক ইউক্রেনীয় সেনা

কিয়েভ, ৩০ অক্টোবর: রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ অব্যাহত। আর এরই মধ্যে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়েছে ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনীর ১ লক্ষেরও বেশি সেনা। এমনটাই জানিয়েছেন ইউক্রেনের আইনপ্রণেতা আনা স্কোরোখদ। আনা স্কোরোখদ বলেছেন, সেনাবাহিনীতে ক্রমাগত অব্যবস্থাপনা ও শীর্ষ কর্মকর্তাদের দুর্বল সিদ্ধান্তের কারণে সেনাসদস্যদের নৈতিক মনোবল হারিয়ে গেছে। আর এ কারণেই তাঁরা সেনাবাহিনী ত্যাগ করছে। ইউক্রেনীয় আইনপ্রণেতা বলেন, 'আমি আপনাদের প্রকৃত সংখ্যা বলতে চাই না। তবে জেনে রাখুন, ১ লক্ষেরও অধিক সেনা হয় পালিয়ে গেছে, নয়তো বিনা ছুটিতে অনুপস্থিত রয়েছে।' আনা স্কোরোখদ জানান, তিনি সৈন্য ও তাদের পরিবারের কাছ থেকে শীর্ষ কর্মকর্তাদের আচরণ নিয়ে ব্যাপক অভিযোগ পাচ্ছেন। তিনি বলেন, 'মানুষ প্রশ্ন তুলছে, যার উত্তর আমি দিতে পারছি না।' তিনি আরও জানান, এক মাস আগে এক ব্যক্তি মেরামতকর্মী ছিলেন। সেনায় যোগ দেওয়ার পর পরই তাঁকে ট্রেঞ্চে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্কোরোখদ বলেন, 'ওই সেনা আমাকে আরও বলেছেন, শীর্ষ কর্মকর্তারা রণক্ষেত্রে সব সময়ই সামনের সারি থেকে দূরে থাকেন। কেবল ১০ থেকে ১৫ শতাংশ সেনাই কেন সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেবে? বাকিদের কাজ তাহলে কী? এটাই ছিল তার প্রশ্ন।' ইউক্রেনের পলাতক সেনাসদস্যদের যে সংখ্যা স্কোরোখদ অনুমান করেছেন, তা দেশটির সামরিক আইনজীবী রোমান লিখাচেভের হিসাবের সঙ্গে মিলে যায়। লিখাচেভ গত সপ্তাহে বলেছিলেন, 'নিশ্চিতভাবে ১ লক্ষেরও বেশি সৈন্য রণক্ষেত্রে তাদের অবস্থান ছেড়ে চলে গেছে।'

নৈতিক মনোবল হারিয়ে ফেলেছে ইউক্রেনের সেনারা।

খালেদার বিরুদ্ধে ১১ মামলা বাতিল

চিকিৎসা নিতে বিদেশে যাচ্ছেন

ঢাকা, ৩০ অক্টোবর: বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের ১টি, নাশকতার অভিযোগে করা ১০টি-সহ মোট ১১টি মামলার কার্যক্রম বাতিল ঘোষণা করেছে হাইকোর্ট। মামলার কার্যক্রম বাতিল চেয়ে খালেদা জিয়ার করা পৃথক ১১টি আবেদনের চূড়ান্ত শুনানি শেষে বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি সৈয়দ এনায়েত হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ বুধবার এ রায় দেন। আইনজীবীরা বলেছেন, ১১টি মামলার মধ্যে রাজধানীর দারুস সালাম থানার ৭টি, যাত্রাবাড়ী থানার ৩টি ও রাষ্ট্রদ্রোহের ১টি মামলা। জানা গেছে, ১১টি মামলার কার্যক্রমের বৈধতা নিয়ে ২০১৭ সালে পৃথক আবেদন করেন খালেদা জিয়া। প্রাথমিক শুনানি নিয়ে ২০১৭ সালের বিভিন্ন সময় হাইকোর্ট রুলসহ মামলার কার্যক্রমে স্থগিতাদেশ দেন। এই রুলের ওপর শুনানি শেষে আজ রায় দেওয়া হয়। আদালতে খালেদা জিয়ার পক্ষে শুনানিতে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জয়নুল আবেদীন ও এ এম মাহবুবউদ্দিন খোকন, আইনজীবী কায়সার কামাল, জাকির হোসেন ভূঁইয়া, এইচ এম সানজীদ সিদ্দিকী ও মাকসুদ উল্লাহ। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মুহাম্মদ জসিম সরকার। এ দিকে, চিকিৎসার জন্য বিদেশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে খালেদা জিয়াকে।

প্রতিরক্ষা বাজেট ২০০ শতাংশ বাড়াবে ইরান

তেহরান, ৩০ অক্টোবর: ইসরাইলের সঙ্গে উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই প্রতিরক্ষা বাজেট ২০০ শতাংশ বাড়ানোর ঘোষণা করল ইরান। মঙ্গলবার তেহরানে এক সংবাদ সম্মেলনে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের কার্যালয়ের মুখপাত্র ফাতেমি মোহাজেরানি এ তথ্য জানান। ইরান সরকারের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে দেশটির প্রতিরক্ষা বাজেট প্রায় তিন গুণ বাড়বে। তবে আর্থিক অঙ্কে বাজেটের পরিমাণ কত হতে পারে, তা জানাননি ফাতেমি মোহাজেরানি। সামরিক পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা সংস্থা স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস অ্যান্ড রিসার্চ ইন্সটিটিউট জানিয়েছে, গতবছর ইরান সরকার সামরিক খাতে ব্যয় করেছে প্রায় ১,১০০ কোটি ডলার। ইরানের আইনপ্রণেতারা আগামী মার্চে নতুন সামরিক বাজেট চূড়ান্ত করবেন। তার আগে বাজেটটি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক ও পর্যালোচনা চলবে। ফাতেমি মোহাজেরানি বলেন, দেশের প্রতিরক্ষা চাহিদা মেটাতে সব ধরনের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এ বিষয়ে এখন বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ২৭ সেপ্টেম্বর ইসরাইলি হামলায় হিজবুল্লাহর প্রধান হাসান নাসরুল্লাহ নিহত হলে তার জবাবে ১ অক্টোবর ইসরাইলে প্রায় ২০০টি ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে ইরান। সেই হামলার পালটায় গত শনিবার তেহরানে দুই দফায় বিমান হামলা চালায় ইসরাইল। এ হামলায় ইরানের চার সেনাসহ একজন অসামরিক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এরপর ইরান আবারও হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে, এ হামলার জবাব তারা ইসরাইলকে দেবে।

ইসরাইলের সঙ্গে অস্ত্র চুক্তি বাতিল স্পেনের

মাদ্রিদ, ৩০ অক্টোবর: ইসরাইলের সঙ্গে অস্ত্র চুক্তি বাতিল করল স্পেন। ইউরোপীয় দেশটির একটি কোম্পানির থেকে অস্ত্র কেনার চুক্তি করেছিল সানচেজ সরকার। এই চুক্তির আওতায় ইসরাইলি কোম্পানির থেকে স্পেনের সিভিল গার্ড পুলিশের জন্য গুলি কিনতে চেয়েছিল মাদ্রিদ। অবশেষে সেই চুক্তি বাতিল করল স্পেন সরকার।

স্পেনের সিভিল গার্ড পুলিশ ফোর্স ইসরাইলের গার্ডিয়ান লিমিটেড থেকে ৬০ লাখ ৮০ হাজার ডলার মূল্যের নয় মিলিমিটার সাইজের দেড় কোটি গুলি কেনার চুক্তি করেছিল। গত সপ্তাহে স্পেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ঘোষণা করেছে, তারা ইসরাইল থেকে অস্ত্র কেনা বন্ধ করেছে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর যুদ্ধ শুরুর পর ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশটি বলেছিল, তারা ইসরাইলের কাছে অস্ত্র বিক্রিও বন্ধ রাখবে।

গত সপ্তাহে কয়েকশো স্প্যানিশ বুদ্ধিজীবী এবং শিল্পী প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজকে একটি চিঠি লিখে ইসরাইলের ওপর অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপের আহ্বান জানিয়েছেন। মঙ্গলবার স্পেনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় চুক্তি বাতিলের কথা ঘোষণা করে জানিয়েছে, 'গাজা উপত্যকায় ইসরাইলের আগ্রাসন শুরুর পর থেকে স্পেন সরকার ইসরাইলের কাছে অস্ত্র বিক্রি না করার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে আসছে। যদিও এটা গোলাবারুদ কেনার চুক্তি। তারপরও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই চুক্তি বাতিলের জন্য প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করেছে।' একইসঙ্গে মন্ত্রণালয় বলেছে, ইসরাইলি সংস্থাগুলিকে দেওয়া অন্যান্য বরাতগুলিও বাতিল করা হবে।

গাজায় এবং সম্প্রতি দক্ষিণ লেবাননে ইসরাইলি অভিযানের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্যতম কঠোর সমালোচক স্পেন। দুই সপ্তাহ আগে, ইইউ সদস্যদের প্রতি স্পেন এবং আয়ারল্যান্ডের মত ইসরাইলের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্থগিত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ।

নয়া হিজবুল্লাহ প্রধানের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে

হুমকি ইসরাইলের

তেল আবিব, ৩০ অক্টোবর: ইসরাইলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ত বলেছেন, লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর নতুন প্রধান নাঈম কাসেমের মেয়াদ 'সাময়িক'। তিনি বেশি দিন টিকবেন না। কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। এক এক্স পোস্টে এসব লেখেন ইয়োভ গ্যালান্ত। পোস্টে তিনি হিজবুল্লাহর নতুন প্রধানের একটি ছবিও যুক্ত করেছেন। গ্যালান্ত লিখেছেন, 'সাময়িক নিয়োগ, দীর্ঘদিনের জন্য নয়।'

এ ছাড়া হিব্রু ভাষায় লেখা আরেক পোস্টে নাঈম কাসেমের ছবি শেয়ার করে তিনি লেখেন, 'কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে।' মূলত এ কথা বলে নতুন হিজবুল্লাহ-প্রধানকে হত্যার হুমকি দিলেন ইসরাইলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী। এর আগে গত সেপ্টেম্বরে হিজবুল্লাহর সাবেক প্রধান হাসান নাসরুল্লাহকে হত্যা করে ইসরাইল। অন্যদিকে, আরেক এক্স পোস্টে ইসরাইল সরকারের দাফতরিক আরবি ভাষার অ্যাকাউন্টে বলা হয়, তিনি (নাঈম) যদি তার পূর্বসূরি হাসান নাসরুল্লাহ ও হাশেম সাফিউদ্দিনের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তাহলে এই অবস্থানে (হিজবুল্লাহ-প্রধান) তার মেয়াদ সংগঠনটির ইতিহাসে সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত হতে পারে। একই পোস্টে সতর্ক করে আরও বলা হয়, লেবাননে হিজবুল্লাহর সামরিক সক্ষমতাকে ধ্বংস করা ছাড়া আর কোনও সমাধান নেই।

গতকাল মঙ্গলবার নতুন প্রধান হিসেবে ৭১ বছর বয়সি নাঈম কাসেমের নাম ঘোষণা করে হিজবুল্লাহ। এর আগে তিনি সংগঠনের উপ-প্রধান ছিলেন। এক বিবৃতিতে গোষ্ঠীটি বলেছে, হিজবুল্লাহর শুরা কাউন্সিল শেখ নাঈম কাসেমকে গোষ্ঠীটির সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে নির্বাচিত করতে সম্মত হয়েছে।

৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে হিজবুল্লাহর সঙ্গে জড়িত আছেন নাঈম কাসেম। ১৯৯১ সালে কাসেমকে সশস্ত্র গোষ্ঠীটির তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল আব্বাস আল-মুসাভি উপ-প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করেন। হাসান নাসরুল্লাহ হিজবুল্লাহর প্রধান হওয়ার পরও কাসেম এতদিন গোষ্ঠীটির উপ-প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। এর পাশাপাশি তিনি গোষ্ঠীটির মুখপাত্রও। ইসরাইলের সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালীন তিনি প্রায়ই বিদেশি গণমাধ্যমের সাক্ষাৎকারে উপস্থিত হতেন। হাসান নাসরুল্লাহর মৃত্যুর পরও তিনিই প্রথম টেলিভিশনে ভাষণ দেন।

হিজবুল্লাহর নতুন প্রধান নাঈম কাসেম

হিজবুল্লাহর ড্রোনের ভয়ে ছেলের বিয়ে স্থগিত নেতানিয়াহুর

তেল আবিব, ৩০ অক্টোবর: হিজবুল্লাহর ড্রোন হামলার ভয়। ছেলের বিয়ে স্থগিত করলেন রক্তপিপাসু নেতানিয়াহু। জানা গেছে, অনেক আগে থেকেই আভনার নেতানিয়াহুর বিয়ের কথা চলছিল। দিনক্ষণও ঠিক হয়ে আছে। তবে বিয়ের প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন ছেলের বাবা বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগের কারণে ছেলের বিয়েতে আপত্তি জানিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, আগামী ২৬ নভেম্বর উত্তর তেল আবিবের শ্যারন অঞ্চলের রনিত ফার্মে আভনার বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করা হয়েছে। তবে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ও সহযোগী আধিকারিকদের দাবি, নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠানটি করা হলে অংশগ্রহণকারীদের জন্য ঝুঁকির কারণ হতে পারে। সম্প্রতি নেতানিয়াহুর বাড়িতে ড্রোন হামলা চালিয়েছিল হিজবুল্লাহ।

আমেরিকার নির্বাচনে প্রধান ইস্যু 'অর্থনীতি'

বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগকারী ও ব্যবসায়ী মহলে উদ্বেগ

ওয়াশিংটন, ৩০ অক্টোবর: যুক্তরাষ্ট্রে ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রধান ইস্যু হল অর্থনীতি। ৫ নভেম্বর অনুষ্ঠেয় যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে যিনি জয়লাভ করবেন, তিনি শুধু নিজের দেশের অর্থনীতিরই ভাগ্য নির্ধারণ করবেন না, একইসঙ্গে তাঁর সিদ্ধান্তে আন্দোলিত হবে পুরো বিশ্বের অর্থনীতি। কারণ তাঁর হাতেই থাকবে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী অর্থনৈতিক শক্তির লাটাই। আমেরিকার নির্বাচনকে ঘিরে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগকারী ও ব্যবসায়ী মহলে। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সহযোগী বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক মহলও ভুগছে অনিশ্চয়তায়। বিশেষ করে তাদের চিন্তার বিষয় রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘোষিত রক্ষণশীল অর্থনৈতিক নীতি। পুনরায় প্রেসিডেন্টের কুর্সিতে বসলে আমেরিকাকে ফের মহান রাষ্ট্রে পরিণত করার অঙ্গীকার করেছেন তিনি। ব্যবসায়ীদের ধারণা, ক্ষমতায় এলে বৈরী দেশগুলোর সঙ্গে ফের একবার বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু করবেন ট্রাম্প। এ নিয়ে ট্রাম্প সতর্কতাও দিয়েছেন। বহুকাল ধরেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী চিন। আবারও নির্বাচিত হলে চিনের বিরুদ্ধে আরও বেশি আমদানি শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এ পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র ও চিন উভয় দেশের সঙ্গেই ব্যবসা করে এ রকম দেশগুলোকে চিনের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সতর্কতার নীতি প্রণয়ন করতে হবে বলে জানিয়েছেন গবেষকরা। দ্য জার্মান ইকোনমিক ইন্সটিটিউটের মতে, ট্রাম্প নির্বাচিত হলে নতুন করে যুক্তরাষ্ট্রে সব ধরনের আমদানি হওয়া পণ্যের ওপর ১০ শতাংশ আমদানি শুল্ক এবং চিন থেকে আমদানি হওয়া পণ্যের ওপর ৬০ শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এ দিকে নিজের নির্বাচনী প্রচারণায় এখনও নিজের বৈদেশিক বাণিজ্য নীতির ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে কিছু উল্লেখ করেননি কমলা হ্যারিস। কমলা হ্যারিস জানিয়েছেন, তিনি মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ফেডারেল রিজার্ভের ব্যাপারে বাইডেন সরকারের নীতির ধারাবাহিকতা রক্ষা করবেন। তবে প্রথম থেকেই ফেডারেল রিজার্ভের বিভিন্ন নীতির ব্যাপারে অসন্তোষ জানিয়ে আসছেন ট্রাম্প। এ দিকে তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র রাষ্ট্রগুলো ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর বাণিজ্যিক অগ্রগতির পথে ট্রাম্পের রক্ষণশীল বাণিজ্য নীতি বাধার সৃষ্টি করতে পারে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অর্থনৈতিক বিশ্লেষকরা।

বাংলাদেশে আওয়ামি লিগের কোনও স্থান নেই: ড. ইউনূস

ঢাকা, ৩০ অক্টোবর: বাংলাদেশে শেখ হাসিনা ও আওয়ামি লিগের কোনও স্থান নেই বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ইউনূস। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'তারা জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, তারা মেকানিজম তৈরি করেছে, তারা নিজ স্বার্থে দেশের প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবহার করেছে। নিশ্চিতভাবেই স্বল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে তার (শেখ হাসিনা) কোনও জায়গা হবে না, আওয়ামি লিগের কোনও জায়গা হবে না।' ড. ইউনূস বলেছেন, 'এখনই ভারত থেকে শেখ হাসিনাকে ফেরত চাইবে না সরকার। এই মুহূর্তে বাংলাদেশ তার বড় প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক উত্তেজনা এড়াতে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে। মামলার রায় ঘোষণার পর ভারতের সঙ্গে প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হবে। আমি মনে করি না যে, রায় হওয়ার আগে এটা করার দরকার আছে।' প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, আওয়ামি লিগ সম্ভবত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে পারে, তবে অন্তর্বর্তী সরকার দলটির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে না, কারণ এটি কোনও 'রাজনৈতিক সরকার নয়'। ভবিষ্যতে আওয়ামি লিগের নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক দলগুলোর সম্মতির ভিত্তিতেই নেওয়া হবে। ড. ইউনূস জানান, কোনও 'ফ্যাসিস্ট দল' গণতান্ত্রিক ধারায় স্থান পাবে না। প্রসঙ্গত, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী ও মানবাধিকার সংস্থাগুলো আওয়ামি লিগের বিরুদ্ধে নির্বাচনে কারচুপি, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং শেখ হাসিনার ১৫ বছরের বেশি সময়ের শাসনামলে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান দখলের অভিযোগ এনেছে।

হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার পর আওয়ামি লিগকে রাজনীতি থেকে সাময়িক নিষিদ্ধের আলোচনাও শুরু হয়েছে। অনেকে বলছেন, রাজনীতিতে ফিরতে হলে আওয়ামি লিগকে সংস্কারের মধ্য দিয়ে আসতে হবে। আবার অনেকের মতামত হল, দলটিকে চিরতরে নিষিদ্ধ করা উচিত।

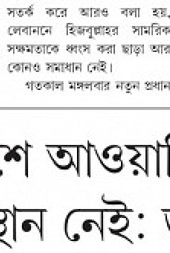

বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ইউনূস

কলম ৩১ অক্টোবর, ২০২৪ | বৃহস্পতিবার | ১৪ কার্তিক ১৪৩১

ছটপুজোয় থাকবে কৃত্রিম জলাধার, একাধিক ঘাটেও সুব্যবস্থা: ফিরহাদ

পূবের কলম প্রতিবেদক: আজ কালীপুজো। এর পরেই পালিত হবে ছটপুজো। তাই ছটকে সামনে রেখে প্রতি বছরের মতো এবারও একাধিক ঘাটের ব্যবস্থা করছে কলকাতা পুরনিগম। জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশমতো রবীন্দ্র সরোবর লেক বন্ধ রাখা হবে। কোনোভাবেই সেখানে ছটপুজোর কাজ হবে না। শুধু তাই নয়, কলকাতা পুরনিগমের তরফে একাধিক কৃত্রিম জলাধার তৈরি করা হয়েছে। বুধবার দুপুরে ছটপুজো নিয়ে কলকাতা পুরনিগমে জরুরি বৈঠক হয়। সেখানেই নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

কলকাতা পুরনিগমের বিশেষ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রেল, কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট, পিডব্লিউডি, দমকল, সিইএসসি, নেভি এবং কলকাতা পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা। কীভাবে ছটের সময় পারস্পরিক সমন্বয় রেখে কাজ করবে প্রশাসন তার রূপরেখা ঠিক করতেই এই বৈঠক হয়েছে। গঙ্গার ঘাট ছাড়াও বিভিন্ন ঝিল ও জলাশয়ে ঘাট সহ উপযুক্ত

পরিকাঠামো তৈরির ব্যাপারেও আলোচনা হয়েছে বলে কলকাতা পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে।

সামগ্রিক বিষয় নিয়ে মেয়র তথা রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানান, কেএমডিএ-র ৪০টি ঘাট রয়েছে। এ ছাড়া কলকাতা পুরনিগম অস্থায়ীভাবে ১৮টি ঘাট তৈরি করবে। পাশাপাশি স্থায়ীভাবে রয়েছে ২২টি ঘাট। অন্যদিকে, দই ঘাটেও অন্যান্য বছরের মতোই ব্যবস্থাপনা করবে কলকাতা পুরসভা। তবে তক্তা ঘাটে কাজের জন্য নেভির অনুমতি প্রয়োজন ছিল, তা নেওয়া হয়েছে বলেই জানান তিনি। কৃত্রিম জলাধার তৈরি করা হয়েছে ছ'টি।

এখানেই শেষ নয়, ছটপুজোতে যেন কোনও ঘাটে যাতে কারও কোনও সমস্যা না হয় বা কোনও দুর্ঘটনাজনক পরিস্থিতি তৈরি না হয়, তার জন্য আগে থেকে যেসব ঘাটে শ্যাওলা বা নোংরা জমে আছে সেগুলি পরিষ্কার করে দেওয়া হবে। মেয়র ফিরহাদ হাকিম আরও জানান, ঘাটগুলিতে পর্যাপ্ত আলো এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা হবে। রেলের তরফে খবর, যেসব ঘাটে ছটপুজোর কাজ হবে সেই চত্বরের রেল চলাচল বন্ধ থাকবে। বৃহস্পতিবার অর্থাৎ আগামী ৭ তারিখ বিকেল থেকে ৮ তারিখ, শুক্রবার সকালে পুজোর কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত রেল চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, কলকাতা পুরনিগম ও পুলিশের ব্যারিকেড উঠলেই রেল চলাচল স্বাভাবিক হবে।

আলু-সহ সবজির দাম বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে একগুচ্ছ নির্দেশ দিল রাজ্য সরকার

পূবের কলম প্রতিবেদক: সবজির দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে একগুচ্ছ নির্দেশ দিল নবান্ন। আলুর আকাশছোঁয়া দাম অবিলম্বে কমাতে উপযুক্ত পদক্ষেপ করতে ব্যবসায়ীদের নির্দেশ দিল রাজ্য সরকার। পাশাপাশি হিমঘরে আলু রাখার মেয়াদ বাড়ানো হবে না বলেও জানাল রাজ্য। নবান্নে খাদ্যের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে পর্যালোচনা করতে টাস্ক ফোর্সের বিশেষ বৈঠকও করে রাজ্য সরকার। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না এবং পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার-সহ নানা দফতরের অফিসার, পুলিশ কর্তা থেকে ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিরা। রাজ্যের জেলাগুলি থেকে ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে বৈঠকে যোগ দেন জেলাশাসকরা। এ দিনের বৈঠকেই সবজির দাম নিয়ন্ত্রণ নিয়ে একাধিক পদক্ষেপের নির্দেশ দেয় রাজ্য। দুর্গাপুজোর পর নানা ঘূর্ণিঝড়ের জেরে বাজারে শাক-সবজির দাম আবার বেড়েছে। তার

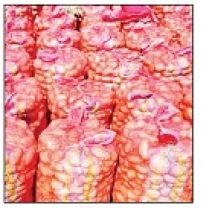

সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে আলুর দর। নবান্ন সূত্রে খবর, এই মাত্রাতিরিক্ত দর অবিলম্বে নিয়ন্ত্রণ করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব। কালীপুজো, ভাইফোঁটার সময় প্রত্যেক বাজারে গিয়ে নিয়ম করে টাস্ক ফোর্সকে অভিযান চালাতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন মনোজ পন্থ। ৩০ নভেম্বর তারিখের নির্ধারিত সময়ের পর হিমঘর চালু রাখার সময়সীমা আর বৃদ্ধি করা হবে না। তার মধ্যে সব আলু বের করে নিতে হবে বলে সকল ব্যবসায়ীদের বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে টমেটো, পেঁয়াজ সহ একাধিক সবজির দাম বৃদ্ধি হয়েছে। কারণ হিসেবে জানা যাচ্ছে, কোচবিহারের কোয়েম্বাটুর বাজারে বিভিন্ন জেলা ও রাজ্য থেকে সবজি বিক্রি হয়। সম্প্রতি কয়েক সপ্তাহ ধরে বৃষ্টির কারণে টমেটো ও পেঁয়াজের সরবরাহ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর ফলে টমেটোর দাম এক কেজি ১০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। পেঁয়াজের দামও ৭০ থেকে ৮০ টাকার মধ্যে পৌঁছেছে।

টমেটোর দাম বৃদ্ধি শুধুমাত্র কৃষকদের ওপর প্রভাব ফেলছে না, বরং এটি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকেও প্রভাবিত করছে। মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত পরিবারের জন্য টমেটো একটি অপরিহার্য উপাদান। রান্নার বিভিন্ন পদের জন্য টমেটো অপরিহার্য। যখন দাম বাড়ে, তখন পরিবারের বাজেটের ওপর চাপ পড়ে। এই অবস্থায় অনেকেই খাবার থেকে টমেটো বাদ দিতে বাধ্য হন, যা তাদের পুষ্টি গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে। এই পরিস্থিতিতে ভোক্তাদের কিছু পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। টমেটোর দাম বেড়ে গেলে বিকল্প উপকরণ যেমন শসা, গাজর, বা অন্যান্য সবজি ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া, টমেটো সংরক্ষণের উপায় সম্পর্কে জানলে বেশ কিছুটা সাশ্রয় করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, টমেটো সস, টমেটো পেস্ট, বা টমেটো চাটনি তৈরি করে রাখলে তা দীর্ঘদিন ব্যবহার করা যায়। সবজির দাম বৃদ্ধি রুখতে একাধিক পদক্ষেপ নিচ্ছে রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগ প্রসঙ্গে আলু ব্যবসায়ী ও স্টোর মালিকরা এদিন পূবের কলমকে জানান, আলুর দাম বৃদ্ধি কমাতে উদ্যোগ রাজ্য সরকারের। এতে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে। পাশাপাশি কৃষকদের বিষয়েও নজর দেওয়া জরুরি।

ওয়াকফ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় মিথ্যা প্রচার

বিহিত চেয়ে লালবাজারে অভিযোগ বেঙ্গল জাস্টিস ফোরামের

পূবের কলম প্রতিবেদক: ওয়াকফ নিয়ে নানামহলে মিথ্যা প্রচার ছড়ানো হচ্ছে। বিশেষ করে সমাজিকমাধ্যমে মিথ্যাচার চলছে। এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়ে লালবাজারের দ্বারস্থ হল বেঙ্গল জাস্টিস ফোরাম। বুধবার সংগঠনের তরফে সমাজকর্মী

ইমতিয়াজ আহমেদ মোল্লা, ড. শামসুল আলম ও আইনজীবী আশফাক আহমেদ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়ানো মিথ্যা তথ্য এবং ঘৃণাসূচক প্রচারণার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। ওয়াকফ বোর্ডের অধীনে থাকা সম্পত্তি সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি করবে এবং সাম্প্রদায়িক অশান্তির জন্ম দেবে এমন কাজ হচ্ছে বলে অভিযোগ। এ নিয়েই বেঙ্গল জাস্টিস ফোরাম লালবাজারে কলকাতা পুলিশের হেডকোয়ার্টারে একটি অভিযোগ দাখিল করেছে। জানা গিয়েছে, সম্প্রতি, ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত একটি ভিডিয়োতে ওয়াকফ সম্পত্তির বিষয়ে বিভ্রান্তিকর ও মিথ্যা তথ্য প্রচার করা হয়েছে। ভিডিওতে ওয়াকফ বোর্ডকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যেন এটি একটি স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রের মতো আচরণ করে এবং যে কোনও সম্পত্তিকে নিজের দাবি করতে পারে। বেঙ্গল জাস্টিস ফোরামের মতে, এই ধরনের ভিত্তিহীন ও ঘৃণাসূচক বক্তব্য শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বিঘ্ন ঘটায় না বরং ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে।

সংগঠনের তরফে দাবি করা হয়েছে, অবিলম্বে বিভ্রান্তিকর ও ঘৃণাসূচক ভিডিয়ো নেট-মাধ্যম থেকে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে। সংশ্লিষ্ট চ্যানেল এবং প্রেজেন্টারের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যারা মিথ্যা তথ্য প্রচারের মাধ্যমে সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ারও দাবি তোলা হয়েছে। যেহেতু ওয়াকফ সম্পত্তি মুসলিম ধর্মের জন্য উৎসর্গকৃত, যা ধর্মীয় এবং দাতব্য কাজে ব্যবহৃত হয়। এরকম সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপপ্রচার একটি সংবিধান-বিরোধী অপরাধ এবং দেশের শান্তি-শৃঙ্খলাকে বিঘ্নিত করার কুপ্রচেষ্টা বলে মনে করে বেঙ্গল জাস্টিস ফোরাম। সংগঠনের তরফে সচেতন নাগরিক সমাজকে মিথ্যা প্রচারণার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বানও জানানো হয়েছে।

সোনা ও রুপার দাম

পাকা সোনা (১০ গ্রা)	৮১,১৫০ টাকা
গয়নার সোনা (১০ গ্রা)	৭৪,৪০০ টাকা
রূপা (প্রতি কেজি)	১০০০০০ টাকা

শহরে পৃথক দুর্ঘটনা, হত ১

পূবের কলম প্রতিবেদক: নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্যাক্সির পিছনে সজোরে ধাক্কা মারল একটি গাড়ি। দুর্ঘটনার জেরে জখম হয়েছেন গাড়ির চালক। তাঁকে চিকিৎসার জন্য ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গাড়িটির সামনের অংশ। বুধবার সকালে সায়েন্স সিটির কাছে এই দুর্ঘটনার জেরে ব্যাহত হয় মা উড়ালপুলের যান চলাচল। এক প্রত্যক্ষদর্শীর কথায়, ওই গাড়ির চালক কোনওভাবে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক ট্যাক্সির পিছনে এসে ধাক্কা মারে। গাড়ির গতিবেগ এতটাই ছিল যে, গাড়িটির সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায়। এদিকে পুলিশি তৎপরতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘাতক গাড়িটিকে আটক করেছে ময়দান থানার পুলিশ। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অন্যদিকে, বাজি কিনে আর বাড়ি ফেরা হল না তাঁর। মহেশতলার সম্প্রীতি উড়ালপুলে একটি মালবোঝাই গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় মোটরবাইকটির। দুর্ঘটনার জেরে গুরুতর জখম হন দুই ভাই। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা বড় ভাই অভিজিতকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। গুরুতর আহত অভিজিতের ১০ বছরের ভাই সৌভিকও। অবস্থার অবনতি হওয়ায় সৌভিককে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

কবি জীবনের ৫০ বছরে সুবোধ সরকার

নুরুল ইসলাম খান

'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি। সুবোধ সরকার আধুনিক যুগের অন্যতম জনপ্রিয় কবি'— সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে কথাগুলো বললেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ। ওই অনুষ্ঠানে গৌতম ঘোষ বলেন, আসলে সুবোধ সরকার কবি জীবনের ৫০ বছরের মাইল ফলক পেরিয়ে গেছেন। সেই কঠিন পঞ্চাশ বছরের কবিতা জীবনের নানান দিক নিয়ে এ দিন রোটারি সদনে একটি মনোজ্ঞ আলোচনাসভার আয়োজন করে কলকাতার যিশু নামক সংস্থা। উপস্থিত হয়েছিলেন সাংস্কৃতিক জগতের প্রগাঢ় পণ্ডিতরা। নবীন ও প্রবীণদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতিতে রূপ নিয়েছিল কবিতার আঁতুড়ঘর। সম্প্রতি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম একজন রূপকার যে সুবোধ সরকার, সে-কথাগুলোও সংযোজন করেছে বিশিষ্টরা।' ৫৮ সালে কবির জন্ম কৃষ্ণনগরে। পেশায় ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হয়েও বাংলা সাহিত্যের এক অনামধন্য কবি হিসেবে পরিচিত। এখনও পর্যন্ত ৪০টির বেশি কাব্যগ্রন্থ তাঁর। 'একটি ডিনামাইট' ও 'একটি চুম্বন', 'মা' কাব্যগ্রন্থ, 'মণিপুরের মা'-সহ বহু বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ লিখে সাহিত্য জগৎকে সমৃদ্ধ করেছেন কবি সুবোধ সরকার। ভাষানগর পত্রিকার তিনি সম্পাদক। পুরস্কার পেয়েছেন সাহিত্য অকাদেমি, নজরুল অ্যাওয়ার্ড, গঙ্গাধর মেহের জাতীয় পুরস্কার-সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ সম্মান তাঁর মুকুটে। সেই সুবোধ সরকারকে কাছে পেয়ে সকলেই আপ্লুত। আবৃত্তি, কবিতা পাঠ ও সুস্থ সংস্কৃতির মনোরম এই পরিবেশ সকলের নজর কেড়েছিল।

ওই অনুষ্ঠানে কবি সুবোধ সরকার বলেন, ৫০ বছর কবিতা লিখে কী হল? প্রতিদিন সকালে চারঘণ্টা টেবিলে বসে থাকলাম যদি একটা কবিতা লিখতে পারি! অত সহজ না। কবি সুবোধ সরকার মনে করেন, ৫০ বছর লিখেও একটা লাইন লিখতে পারিনি।

তিনি জানিয়েছেন, অনুষ্ঠানের উপচে পড়া রোটারি সদনে তরুণ প্রজন্মের যে ভালোবাসা পেলাম সেটা এক বিরাট বোনাস। অধ্যাপনা করে কোনও বোনাস পাইনি। কবিতা লিখে পেলাম। কত ছেলেমেয়ের মুখ জীবনে প্রথম দেখলাম। কতদূর দূর থেকে তাঁরা এসেছেন। রাতের ট্রেনে তাঁরা ফিরে যাবেন। আবার যাঁরা 'ট্রোল' করেন তাঁদের দু'জনকেও দেখলাম। 'কলকাতার যিশু'-সহ অন্যান্য সবক'টি সংগঠনকে আমার কৃতজ্ঞতা।

আইএম-এর নির্বাচনে শান্তনু

পূবের কলম প্রতিবেদক: দু'মাসের মধ্যেই সিদ্ধান্ত বদল। আইএমএ রাজ্য শাখার সম্পাদক পদে মনোনয়ন পেশ করলেন ডা. শান্তনু সেন। দীর্ঘদিন ধরেই ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের বঙ্গীয় শাখার সম্পাদক পদে দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। তবে আর জি কর-কাণ্ডের পর ২২ সেপ্টেম্বর তিনি জানিয়েছিলেন, ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্যর শাখার নির্বাচনে তিনি আর লড়বেন না। চিকিৎসকদের সংগঠনে রাজনৈতিক নেতাদের থাকা উচিত নয় বলেও মন্তব্য করেছিলেন তৃণমূলের চিকিৎসক সংগঠনের নেতা। এরপর থেকেই জল্পনা ছড়িয়েছিল তিনি ফের এই পদে লড়াই করবেন কি না। অবশেষে জল্পনার অবসান ঘটিয়ে মনোনয়ন দিলেন ডা. শান্তনু সেন। তিনি বলেন, 'আগে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনে আমি দাঁড়াব না।

১৫ বছরের পুরনো বাস বাতিলের বিরুদ্ধে এবার হাইকোর্টের পথে সিন্ডিকেট

পূবের কলম প্রতিবেদক: ১৫ বছরের পুরনো বাস বাতিলের বিরুদ্ধে এবার আদালতে যাচ্ছে বাস সিন্ডিকেট। তার জন্য শুরু হয়েছে প্রস্তুতি। উপলক্ষে মঙ্গলবার সিটি সুবার্বান বাস সার্ভিসেস-এর উদ্যোগে বিভিন্ন বাস রুটের মালিকদের নিয়ে একটি সভা হয়। সেই সভা থেকেই সর্বসম্মতিক্রমে আদালতে যাওয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছে। এই সংগঠনের দাবি, ১৫ বছরের পুরনো বাস কলকাতা মেট্রোপলিটন এলাকায় চালানো যাবে না বলে জানিয়েছিল পরিবেশ আদালত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে জেলায় জেলায় পুরনো বাস চলছে। ফলে নিয়মের প্যাঁচে বাতিলের পর সেই বাস অন্য কোথাও বিক্রি করার কোনও সুযোগ পাচ্ছেন না কলকাতা শহর বা শহরতলির বাস মালিকরা। বাধ্য হয়ে সরকারি নিয়মে বাস তুলে দিতে হচ্ছে। আর এখানেই তাদের আপত্তি। জেলার বাস যেখানে ২০-৩০ বছর ধরে চলে, সেখানে শুধু কলকাতার বাসকে একটা বয়সের সীমারেখায় কেন বেঁধে রাখা হবে, আর দূষণের নিরিখে এভাবে বাস তুলে দেওয়া যায় না, বলেও দাবি করছে বাস সিন্ডিকেট। তাদের দাবি, রাজ্য সরকার বাসের নির্দিষ্ট বয়সসীমা বেঁধে দিতে পারে না। আরও দাবি করা হয়েছে, ১৫ বছরের পুরনো বাস বাতিল করতে হবে এমন কোনও সরকারি নির্দেশনামা জারি হয়নি। আদালতের তরফে সুনির্দিষ্ট কোনও অর্ডারও ছিল না। তবে রাজ্য সরকারের তরফে ১৫ বছরের পুরনো বাস বাতিলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতে মামলা করার প্রস্তুতি চলছে বলে জানা গিয়েছে। রাজ্যের পরিবহণ দফতর সূত্রে আরও খবর, প্রখ্যাত আইনজীবী অভিষেক মনু সিংঘীকে দিয়ে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে মামলাটি লড়বে।

অন্যদিকে, স্ক্র্যাপ বা বাতিল গাড়ি কাটিয়ে নতুন গাড়ি নেওয়ার জন্য সরকারি নিয়মে নির্দিষ্ট নির্দেশিকা দাবি করেছে সিটি সুবার্বান বাস সার্ভিসেস। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক টিটো সাহার দাবি, সরকার নির্ধারিত জায়গায় গাড়ি কাটালে এক থেকে দেড় লাখ টাকা পাওয়া যায়। অন্যদিকে, বাইরে পুরনো গাড়ি দিয়ে দিলে তিন লাখ টাকা পাওয়া যেতে পারে। সরকারিভাবে বাইরে গাড়ি কাটাতে বাধা না থাকলেও অনেক সময় অফিসাররা অনুমতি দিচ্ছেন না বলে অভিযোগ। এই সমস্যা সমাধান ও ১৫ বছরের গাড়ি জেলায় বিক্রির নির্দেশনামাও দাবি করেছেন বাস মালিকরা।

অস্থায়ী শিক্ষকদের স্মারকলিপি প্রদান

পূবের কলম প্রতিবেদক : ন্যাশনাল স্কিলস কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক প্রকল্পের শিক্ষকদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দপ্তরের অধিকর্তা এবং কারিগরি শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিবকে বুধবার স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। বিভিন্ন সরকারী উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মূলত নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বিভিন্ন বৃত্তিমূলক ইনফরমেশন টেকনোলজি, রিটেল, হেলথ কেয়ার, সিকিউরিটি প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদানে নিযুক্ত এই শিক্ষকরা দীর্ঘ ১১ বছর ধরে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত। শিক্ষকদের মাসের বেতন নিয়মিত করে বেতন বৃদ্ধি সহ বেতন কাঠামো গড়ে তোলা এবং স্থায়ীকরণ সহ প্রতিটি শিক্ষক,শিক্ষিকাদের নির্দিষ্ট ক্যাসুয়াল লিভ, মেডিকাল লিভ ও শিক্ষিকাদের মাতৃত্বকালীন সুযোগ, সুবিধা নিয়ে আর্জি জানানো হয়। স্মারকলিপি প্রদানে উপস্থিত ছিলেন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য, শ্রীবাস তিওয়ারি, অর্জুন সেনগুপ্ত, অভিজিৎ রায়, চন্দন গড়াই প্রমুখ।

সংশোধনী-সহ নতুন সচিত্র ভোটার তালিকা প্রকাশ ৬ জানুয়ারি

পূবের কলম প্রতিবেদক: সংশোধিত এবং নতুন সচিত্র ভোটার তালিকার খসড়া সরকারিভাবে প্রকাশ করা হবে আগামী ৬ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে। এরপর সংশোধিত সেই তালিকার পাশাপাশি নতুন অর্থাৎ ১৮-১৯ বছর বয়সি প্রথম ভোটারদের তালিকা প্রকাশের খবর সরকারিভাবে ঘোষণা করা হবে বলে জাতীয় নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর। ভোটার তালিকা প্রকাশের ওই সিদ্ধান্তের কথা ইতিমধ্যেই জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে দেওয়া জরুরি নির্দেশিকা দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিস্তারিতভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও জাতীয় নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জারি করা নির্দেশিকায় হরিয়ানা, ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র রাজ্য ছাড়াও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীরকে ওই নির্দেশের বাইরে রাখা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের প্রধান সচিব অজয় কুমার স্বাক্ষরিত ১৭ পাতার নির্দেশনামা অনুযায়ী তা রূপায়ণের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে নতুন ও খসড়া ভোটার তালিকা তৈরির কাজ চলছে দ্রুতগতিতে। আগামী ২৮ নভেম্বরের মধ্যে নাম নথিভুক্তি বা আপডেটের কাজ চলাকালীন তথ্য বিয়োজনের কাজও চলবে। অন্যদিকে, ভোটার তালিকা সংক্রান্ত যেকোনওরকম অভিযোগ লিপিবদ্ধ করার মেয়াদ শেষ হবে আগামী ২৪ ডিসেম্বর। সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর চূড়ান্ত খসড়া এবং নতুন ভোটার তালিকা আগামী ৬ জানুয়ারি প্রকাশিত হবে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর।

স্ট্রোকের চিকিৎসায় স্পিচ-থেরাপিস্ট জরুরি: ডা. আরেফিন

ইস্তেখার আলম

প্রতি বছর বিশ্বে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয় স্ট্রোকের কারণে। এমনকী স্ট্রোকের পরে সাময়িক সুস্থ হলেও বহু মানুষ স্থায়ী প্রতিবন্ধকতায় ভোগেন সারাজীবন। তাই ২৯ অক্টোবর দিনটিকে বিশ্বজুড়ে 'ওয়ার্ল্ড স্ট্রোক ডে' হিসেবে পালন করা হয়। ল্যান্সেট নিউরোলজির (২০১৯) রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতি বছর বিশ্বজুড়ে অন্তত দেড় কোটি মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হন। অন্যদিকে, শুধুমাত্র ভারতেই প্রায় ১৮ লক্ষ মানুষ প্রতি বছর স্ট্রোকের শিকার হন। কিন্তু, স্ট্রোকের পরেও উপযুক্ত সময়ে বাক চিকিৎসা স্পিচ থেরাপির মাধ্যমে রোগীর ঝুঁকি অনেকটাই কমানো সম্ভব। পৃথিবীজুড়ে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে স্ট্রোক হওয়া রোগীর হাসপাতালে ভর্তির প্রথম দিন থেকে বাক্ চিকিৎসক বা স্পিচ প্যাথলজিস্ট স্ট্রোক কেয়ার টিমে থাকলে স্থায়ী কথা বলার সমস্যা ৭০ শতাংশে কম হয়।

এ নিয়ে এসএসকেএম হাসপাতালের বাক্ ও মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. মুহাম্মদ শাহিনুল আরেফিন বলেন, 'চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, যত মানুষ স্ট্রোকে আক্রান্ত হন, তার প্রায় ৫০ শতাংশ মানুষের ভাষা ও বাক্-জনিত সমস্যা হয়।' তিনি আরও বলেন, ক্রিটিকাল কেয়ার

অখিল ভারতীয় বাক্ ও শ্রবণ সংস্থার চিঠি স্বাস্থ্য ও মুখ্যসচিবকে

মেডিসিনের একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, ক্রিটিকাল কেয়ার-এ চিকিৎসাধীন প্রায় ৬০ শতাংশ রোগীর ক্ষেত্রেই 'ডিসফ্যাজিয়া' (গেলার সমস্যা) সমস্যার জন্য এসপিরেটেড নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে রোগীর মৃত্যু হয়। যদিও স্পিচ প্যাথলজিস্টদের পরামর্শের পাশাপাশি ডিসফ্যাজিয়ার বিষয়ে বিশেষ নজরদারির ফলে রোগী দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন। সেক্ষেত্রে সেরিব্রাল অ্যাটাক পরবর্তী সময়ে হওয়া শ্বাসযন্ত্রে নিউমোনিয়ার ঝুঁকি ৪৫ শতাংশ পর্যন্ত কম হতে পারে বলেও জানান ডাক্তার মুহাম্মদ শাহিনুল আরেফিন।

উল্লেখ্য, উন্নতবিশ্বে স্পিচ প্যাথলজিস্টদের পরামর্শ নেওয়া হয়। যদিও স্ট্রোক পরবর্তী চিকিৎসায় ভারত অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। ভারতে ২৫ শতাংশ হাসপাতালে স্থায়ী স্পিচ প্যাথলজিস্ট আইসিইউতে বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করেন বলে তিনি জানান।

ওয়ার্ল্ড স্ট্রোক ডে উপলক্ষে স্ট্রোক হওয়ার পর আইসিইউ-এ ভর্তি থাকা রোগীর চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে চিকিৎসক টিমে একজন বাক্ ও মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তার রাখার আবেদন জানিয়েছে অখিল ভারতীয় বাক্ ও শ্রবণ সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ শাখা। সংগঠনের তরফে রাজ্যের স্বাস্থ্য ও মুখ্যসচিবকে চিঠি পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক অরুণনন্দন দাস অধিকারী। ডা. মুহাম্মদ শাহিনুল আরেফিন বলেন, স্ট্রোক হওয়া রোগীর আইসিইউতে চিকিৎসা চলাকালীন এবং তার পরে পরেই এই চিকিৎসা শুরু হলে রোগীর ঝুঁকি অনেকটাই কমে। এজন্য সাধারণ মানুষের কথা ভেবে রাজ্যেও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি মানার আবেদন করছি। —প্রতীকী চিত্র

১ নভেম্বর — ইতিহাসে আগামী কাল

- ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ: সাহিত্যিক মুহাম্মদ আজরফের ইন্তেকাল।
- ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দ: ভারতে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে মানি অর্ডার পদ্ধতি চালু।

স্বাস্থ্য শিবির ও কৃতিদের সংবর্ধনা মানিকতলায়

পূবের কলম প্রতিবেদক: আগামী ৫ এবং ৬ ডিসেম্বর কলকাতার মানিকতলা সুফি ফতেহ আলী ওয়সী (রহ.) দরবারে ঈসালে সওয়াব এবং রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হবে। হাজী রহিম বক্স ওয়াকফ এস্টেট কমিটির সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দিন তরফদার জানিয়েছেন, ৫ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার রক্তদান শিবির, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, চক্ষু অপারেশন শিবির এবং কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দেয়া হবে।

দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ৬ ডিসেম্বর ঈসালে সওয়াব অনুষ্ঠিত হবে। এখানে দেশ ও বিদেশের বহু ইসলাম দরদী এই ঈসালে সওয়াবে অংশগ্রহণ করবেন। তার প্রস্তুতি পর্ব সম্পন্ন করতে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম যথাযথ ব্যবস্থা নিতে বলেছেন বলে কুতুব উদ্দিন তরফদার জানিয়েছেন। এখানে কয়েক হাজার মানুষের সমাগম হয়। তাদের থাকা খাওয়ার আয়োজন করে হাজী রহিম বক্স ওয়াকফ এস্টেট কমিটি। প্রতিবছরই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় রাজ্যের বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত থাকবেন।

নলিনী গুহ সভাঘরে আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন

পূবের কলম প্রতিবেদক: সম্প্রতি কলকাতার নলিনী গুহ সভাঘরে 'আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন'-এ 'সাহিত্যপার্বণ' পত্রিকার পক্ষ থেকে কবি তাজিমুর রহমানকে 'প্রফুল্ল-যমুনা স্মৃতি পুরস্কার' দেওয়া হয়। পুরস্কার তুলে দেন অনুষ্ঠানের উদ্বোধক প্রাক্তন উপাচার্য ও ভাষাবিদ ড. পবিত্র সরকার। পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে সম্মাননা স্মারক, মানপত্র ও সাম্মানিক প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক অজিতেশ নাগ, অধ্যাপক ড. বাসুদেব মণ্ডল, অধ্যাপক ড. সুব্রত জানা, কবি সপ্তর্ষি রায়, দেবাশিস প্রধান, নিমাই মাইতি, সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, এমদাদ হোসেন, অভিজিৎ বেরা, রমজান বিন মোয়াজ্জেম (বাংলাদেশ), শিক্ষিকা কল্যাণী দাস প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন কবি ও নাট্যকার অরু চট্টোপাধ্যায়। প্রদীপ জ্বালিয়ে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন প্রাক্তন উপাচার্য ও ভাষাবিদ ড. পবিত্র সরকার। 'উমা-নিরঞ্জন স্মৃতি পুরস্কার', 'কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার' ও 'কবি বঙ্কিম চক্রবর্তী স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান করা হয় বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিকদের। উপন্যাসের জন্য সোমা বিশ্বাস ও শ্রেষ্ঠ সম্পাদক হিসেবে বিরূপাক্ষ পাণ্ডা বিশেষ সম্মাননা পান। আয়োজকদের পক্ষে সীমা সোম বিশ্বাস ও শোভা চন্দ জানান, এ বছর যে চারটি পুরস্কার দেওয়া হল তার মধ্যে দু'টি পারিবারিক বিশিষ্টজনদের স্মৃতিতে এবং অন্য দু'টি প্রিয় দু'জন বিশিষ্ট কবির স্মৃতিকে শ্রদ্ধা জানাতে। অনুষ্ঠানে বেশ কিছু বই প্রকাশিত হয়।

থানাকে স্টুডিয়ো বানানো হয়েছিল!

আসামি বিষ্ণোই-এর টিভি ইন্টারভিউ নিয়ে পঞ্জাব-হরিয়ানা হাইকোর্ট

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর: পাঞ্জাবি জনপ্রিয় গায়ক সিধু মুসাওয়ালা হত্যার প্রধান অভিযুক্ত গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোই জেলে বন্দি রয়েছে। টিভি চ্যানেলে তার সাক্ষাৎকার প্রকাশ করা হয়। সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য সেদিন পুলিশ থানাকে স্টুডিয়োর মতো সাজানো হয়। ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সির ওয়াইফাই ব্যবহার করা হয়। একবার ইন্টারভিউ নেওয়া হয় থানায় আর একবার জেলে। তাহলে খুনের অপরাধীকে এভাবে গৌরবান্বিত করার উদ্দেশ্যে কি জড়িয়ে রয়েছেন পুলিশ অফিসাররা? কার নির্দেশে এবং কোন বিবেচনায় এই ইন্টারভিউয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সেটা অবশ্যই জানতে হবে। স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করে পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট। বিচারপতি অনুপিন্দার সিং গ্রেয়াল এবং বিচারপতি লপিতা ব্যানার্জি বলেন, পুলিশ অনুমতি দিয়েছিল একজন ক্রিমিনালকে মোবাইল ও ইলেকট্রনিক যন্ত্র ব্যবহার করার জন্য আর থানাকে স্টুডিয়োর মতো করে সাজানো হয়। এটা অপরাধকে গৌরবান্বিত করা হয়? অন্য অপরাধীরা এতে উৎসাহিত হবে। তাহলে পুলিশের সঙ্গে ক্রিমিনালদের যোগসাজশ রয়েছে এটা পরিষ্কার। সেই জন্য এই বিষয়টি নতুন করে তদন্ত করা দরকার।

হাইকোর্ট একটি সিট গঠন করে দিয়েছে এবং ছয় সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এ ছাড়া ক্রিমিনাল বিষ্ণোই-এর ইন্টারভিউ টিভি চ্যানেল থেকে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোই ভাড়াটে খুনি হিসেবে পরিচিত। সিনেমা অভিনেতা সালমান খানকে খুনের হুমকি দেওয়ার খবরে বার বার বিষ্ণোই-এর নাম আসছে। এমনকী কানাডার নিজ্জর হত্যা ও খালিস্তানি নেতা পান্নুন হত্যার চেষ্টাতেও তার নাম জড়িয়েছে। কানাডার ডেপুটি বিদেশমন্ত্রী সাংবাদিকদের সামনে তাদের দেশে তিন হত্যার পিছনে বিষ্ণোই-এর যোগ রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। ভারতের বিজেপি সরকারের উচ্চপদস্থ অফিসারের সঙ্গে বিষ্ণোই-এর সম্পর্কের কথা জানিয়েছে কানাডা। ইতিমধ্যে তাকে অন্য জেলে স্থানান্তরিত করার দাবি ওঠে কিন্তু একই জেলের মধ্যে রাখা হয় তাকে কোনও কারণে এমনকী যে পুলিশ অফিসার তার ইন্টারভিউয়ের ব্যবস্থা করে ছিলেন তাকেও এক্সটেনশান দেওয়া হয়। এখন হাইকোর্ট জানতে চায় নীচুতলার কয়েকজন পুলিশ অফিসার ও প্রশাসনের কর্তারা জড়িত রয়েছে এই গ্যাংস্টারের সঙ্গে নাকি অন্য কোনও বড় মাথা রয়েছে। নতুন করে তদন্ত করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সিটকে।

পাঞ্জাব-হরিয়ানা হাইকোর্ট

জাতিগণনা শুরু হচ্ছে তেলেঙ্গানায়

হায়দরাবাদ, ৩০ অক্টোবর: কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি ছিল সারা দেশে জাত শুমারি শুরু করা হবে। যে সব রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতায় সেখানে কাস্ট সেনসাস বা জাতি ভিত্তিক জনগণনা শুরুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে গেরুয়া শিবিরের বিরোধিতা সত্ত্বেও। তবে তেলেঙ্গানায় সর্বসম্মতক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আগামী ৬ নভেম্বর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে গণনার কাজ শুরু হবে। সমস্ত বিধায়ক সাংসদ এমএলসি সহ কংগ্রেস নেতাদের জানানো হয়েছে তারা যেন এই কাজে সাধ্যমতো সহযোগিতা করেন। প্রতিটি জেলায় কো-অর্ডিনেটর নিয়োগ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই এই জাত শুমারি শেষ হতে পারে। উল্লেখ্য, জাতশুমারির উদ্দেশ্য এই রাজ্যে উচ্চবর্ণের কত মানুষ রয়েছেন সেটা জানা, সেই সঙ্গে নিম্ন বর্ণের মানুষের মধ্যে এসসি, এসটি, ওবিসি, ইবিসি ছাড়াও আরও কোনও জাতি আছে কিনা তার সংখ্যা নিরুপন করা। প্রথমে বিহারে জাতি গণনা শুরু করেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। রাজ্যের কট্টর গেরুয়াবাদী উচ্চবর্ণের মানুষরা এর বিরোধিতা করেন। বিষয়টি আদালত পর্যন্ত পৌঁছায়। উচ্চবর্ণের মানুষ চাইছেন না তাদের সংখ্যা সরকারি ভাবে প্রকাশ পেয়ে যাক। প্রথমে বিহারে লালু প্রসাদ যাদব, রাম বিলাস পাশোয়ান, মায়াবতি, কাঁসি রামের মতো নেতারা বলতেন 'রাজ করেগা বহুজন' অর্থাৎ দেশে ৮৫ শতাংশ নিম্নবর্ণের মানুষ রয়েছেন। অথচ তারা কোণঠাসা উচ্চবর্ণের কাছে। কিন্তু সেই সময় কংগ্রেসের ভূমিকা ভালো ছিল না। কিন্তু এখন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি জাত শুমারির সবচেয়ে বড় দাবিদার। সেই সঙ্গে তিনি দাবি করে আসছেন সংরক্ষণ হতে হবে সংখ্যার বিচারে। সুপ্রিম কোর্টের ৫০ শতাংশ সংরক্ষণে বদল আনতে হবে। তেলেঙ্গানায় জাতশুমারির সিদ্ধান্ত উৎসাহিত করবে নিম্নবর্ণের মানুষদের, তেমনি দুশ্চিন্তা বাড়বে রাজ্যের উচ্চবর্ণ মহলে। দাবি উঠবে সরকারি চাকুরিতে আনুপাতিক সংরক্ষণের। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের চাকরিতে উচ্চবর্ণের সংখ্যাই বেশি। কিন্তু এতদিন হাতে সরকারি তথ্য না থাকায় জোরালো দাবি করা যাচ্ছিল না।

ভিডিয়ো ভাইরাল

'জয় শ্রীরাম' বলতে রাজি না হওয়ায় হিজাব-পরিহিতা পেলেন না ফ্রি খাবার

মুম্বই, ৩০ অক্টোবর: ঘটনাটি ঘটেছে মুম্বাইয়ের টাটা হাসপাতালের বাইরে। এটি ভিডিয়োতে ধারণ করা হয়েছিল। তারপর সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। বিনামূল্যের খাবার বণ্টনকারীদের প্রতি তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন নেটিজেনেরা।

টাটা হাসপাতালের কাছে জেরবাই ওয়াদিয়া রোডে একটি বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) পরিচালিত খাবার বিতরণের লক্ষ্য ছিল রোগী এবং তাদের পরিবারকে খাবার সরবরাহ করা। হিজাব পরিহিতা মহিলা যখন লাইনে অপেক্ষা করছিলেন, বিতরণকারীরা দাবি করেন যে তাকে বলেন, 'লাত মারুঙ্গা' (আমি তোমাকে লাথি মারব)। নেটিজেনদের প্রতিক্রিয়া এই ঘটনাটি অনলাইনে উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা বিতরণকারীদের আচরণে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। অনেকেই এনজিও-র এই কাজকে বৈষম্যমূলক আখ্যা দিয়েছেন। জোর দিয়ে বলেছেন যে এই ধরনের আচরণ দাতব্য এবং সহানুভূতির নীতির বিরোধী।

একজন ব্যবহারকারী মন্তব্য করেছেন, 'শিখ, মুসলমান এবং খ্রিস্টানরা খাবার দেওয়ার জন্য ধর্মীয়

হিজাব-পরিহিতা মহিলা (পাশে) খাবার বিতরণকারী মুসলিম বিদ্বেষী ব্যক্তি।

খাবার নিতে গেলে জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিতে হবে। ওই হিজাব পরিহিতা মহিলা 'জয় শ্রীরাম' উচ্চারণ করতে অস্বীকার করেন তখন আয়োজকরা তাকে লাইন ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তারা জোর দিয়ে বলেন যে, তিনি স্লোগানটি না বললে তাকে বিনামূল্যের ওই খাবার দেওয়া হবে না।

সোশ্যাল মিডিয়ায় একজন নেটিজেন লিখেছেন, মুম্বইতে, একজন মুসলিম মহিলা, যিনি খাবারের জন্য লাইনে ছিলেন, তিনি খাবার চাইলে খাদ্য বিতরণকারীরা তাকে 'জয় শ্রীরাম' বলতে বলেছিল। যখন তিনি এটি বলেননি, তাকে লাইন থেকে দূরে যেতে বলা হয়। খাবারটি টাটা হাসপাতালের কাছে এনজিও দ্বারা বিতরণ করা হচ্ছিল। একজন পরিবেশক তাকে হুমকি দিয়ে স্লোগানের শর্ত রাখে না। এই ধরনের শর্ত-সহ দান করা কোনও দাতব্য নয়।' অপর এক নেটিজেন মন্তব্য করেছেন, জয় শ্রীরাম বোলেগা তো খানা মিলেগা। এ কেমন কথা। তারা দরিদ্র ও ক্ষুধার্তদের খাওয়ায় না। তারা ঘৃণা, ধর্মান্ধতা এবং সাম্প্রদায়িকতা খাওয়ায়। এরকম কিছু কখনও শুনিনি। এটি সস্তা, কদর্য, নিকৃষ্ট, নির্দয়, নোংরা, অভদ্র এবং ভয়ংকর আচরণ। জনগণকে বাধ্য করা ভুল। অনেক নেটিজেন জবাবদিহিতা চেয়েছেন। জানিয়েছেন, এই এনজিওকে চিহ্নিত করতে হবে।

এই বিতরণকারীদের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত, কোনও আনুষ্ঠানিক পুলিশি অভিযোগ নেই। মামলা করাও হয়নি। পরিবেশকের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া তো দূরের কথা।

বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে হত্যা জাহিদকে, উত্তেজনা

জয়পুর, ৩০ অক্টোবর: ফের এক বাইশ বছর বয়সি মুসলিম যুবককে পিটিয়ে হত্যা। ঘটনাটি ঘটেছে রাজস্থানের ঝুনঝুনু জেলায়। নিহত যুবকের নাম জাহিদ। তিনি মুকুন্দগড়ের ধনি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, গুরুতর আহত অবস্থায় গত রবিবার জয়পুরের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় জাহিদের মৃত্যু হয়। অভিযুক্তদের গ্রেফতার না করা পর্যন্ত লাশ নিতে অস্বীকার করে তাঁর পরিবারের সদস্যরা। যা ঘিরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়।

জানা গেছে, চাকরির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন জাহিদ। গত ২৫ অক্টোবর মৃত জাহিদের ভাই তৌফিক স্থানীয় থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। অভিযোগ থেকে জানা যায়, গত ২১ অক্টোবর জাহিদকে ক্যাম্পার ভ্যানে করে তুলে নিয়ে যায় কয়েকজন দুষ্কৃতকারী। দু'ঘণ্টা পর মৃতের বাবা জামিলের কাছে একটি ফোন আসে।

দুষ্কৃতকারীদের ঠিক করে একটি স্থান থেকে ছেলেকে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় সেই ফোনে। জামিল সেই স্থানে পৌঁছতেই আহত জাহিদকে ভ্যান

রাজস্থান

থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে পালিয়ে যায় অপহরণকারীরা। জামিলের বয়ান অনুযায়ী, ভ্যানে তিনজন ছিল। তাদের মধ্যে দু'জনকে শনাক্ত করে জামিল। এরপর আহত জাহিদকে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় নবলগড় হাসপাতালে। সেখান থেকে তাকে প্রথমে সিকার ও পরে জয়পুরের স্থানান্তরিত করা হয়। জয়পুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় জাহিদের। নবলগড়ের ডিএসপি রাজবীর সিং সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, তাঁরা অভিযোগ পেয়েছেন। সমস্ত দিকে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। পুলিশ আরও জানিয়েছে, গত ২৪ অক্টোবর একজন মহিলা অভিযোগ দায়ের করেন। যিনি অভিযুক্ত এক ব্যক্তির বোন। অভিযোগকারী মহিলার দাবি, গত ২১ অক্টোবর নিহত জাহিদ তাদের বাড়িতে ঢুকে তাকে মারধর করে। এই ঘটনার পর জাহিদকে একটি দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। পরে জাহিদের বাবা এসে তাকে বাড়ি নিয়ে যায়। মৃত জাহিদের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন রাজস্থান সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী রাজেন্দ্র সিং গুধা। তিনি বলেন, জাহিদকে হত্যা করা হয়েছে শুধুমাত্র তার মুসলিম পরিচয়ের কারণে। তার একমাত্র অপরাধ, সে একজন মুসলিম।

বায়ুদূষণ: উৎসবের আগে চিন্তায় দিল্লি

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর: উৎসবের আগে চিন্তা বাড়ল নয়াদিল্লির। জাতীয় রাজধানীতে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বায়ুদূষণ। বুধবার নয়াদিল্লিতে আটটি পর্যবেক্ষণ স্টেশন 'খুব খারাপ' মানের বায়ু রেকর্ড করেছে। সকাল ৯টায় সামগ্রিক এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) ২৭৮ রেকর্ড করা হয়েছে। যা একদিন আগে ছিল ২৬৮। এ ছাড়াও সোমবার দিল্লিতে একিউআই ছিল ৩০৪ ও রবিবার ছিল ৩৫৯। সামগ্রিকভাবে রাজধানীর একিউআই অত্যন্ত 'খারাপ' অবস্থানে রয়েছে। ফলে পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলেই মনে করছে বিশেষজ্ঞরা।

প্রসঙ্গত, শূন্য থেকে ৫০-এর মধ্যে একিউআইকে 'ভালো' হিসেবে ধরা হয়। ৫১ থেকে ১০০ 'সন্তোষজনক', ১০১ থেকে ২০০ 'মাঝারি', ২০১ থেকে ৩০০ 'খারাপ', ৩০১ থেকে ৪০০ 'খুব খারাপ' এবং ৪০১ থেকে ৫০০ 'গুরুতর' বলে বিবেচিত হয়। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য অনুযায়ী, যে ৩৬টি পর্যবেক্ষণ স্টেশনের তথ্য দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে আনন্দ বিহার, অশোক বিহার, আয়া নগর, বাওয়ানা, জাহাঙ্গিরপুরী, মুন্ডকা, বিবেক বিহার এবং ওয়াজিরপুরে সকালে একিউআই 'খুব খারাপ' হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছে। এ দিকে তাপমাত্রা এখনও কমতে শুরু করেনি। দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৪ ডিগ্রি বেশি।

নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর ৮ সদস্য গ্রেফতার মণিপুরে

ইম্ফল, ৩০ অক্টোবর: সাধারণ মানুষকে হুমকি দেওয়া এবং জমির সীমানা নির্ধারণে বাধা দেওয়ার দায়ে নিষিদ্ধ ইউনাইটেড ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অফ মণিপুর সংক্ষেপে ইউএনএলএফ-এর আট সদস্যকে গ্রেফতার করল মণিপুর পুলিশ। রাজ্যে হিংসা ছড়িয়ে পড়ার পর এই প্রথম হিংসায় জড়িত কোনও নিষিদ্ধ সংগঠনের একটি গ্রুপকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হল রাজ্য পুলিশ। উগ্রপন্থী গোষ্ঠীটির কাছ থেকে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র, ১৬টি মোবাইল এবং একটি নম্বর বিহীন গাড়িও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রের মধ্যে রয়েছে, তিনটি একে ৪৭ রাইফেলস, দুটি এক৫৬ রাইফেলস, একটি ৯ এমএম পিস্তল এবং সঙ্গে প্রচুর গোলাবারুদ। থাওবাল জেলার জঙ্গল থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। প্রসঙ্গত, ইউএনএলএফ রাজ্যের সমাতল উপত্যকার প্রথম মেইতেই উগ্রপন্থী সংগঠন। এই সংগঠনটির সঙ্গে উত্তর-পূর্বের সবচাইতে বড় উগ্রপন্থী সংগঠন আলফার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এই সংগঠনটির সঙ্গে মণিপুর সরকারের সংঘর্ষ বিরোতি চলছে। যদিও মণিপুরে জাতীয় দাঙ্গায় ইউএনএফ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বলে মনে করা হয়। রাজধানী ইম্ফল শহরে কুকি বসতি এলাকায় আক্রমণ করা, কুকিদের গাড়ি লক্ষ করে বোমা নিক্ষেপ করা, নৃশংসভাবে কুকিদের হত্যা করার সঙ্গে ইউএনএলএফ সদস্যরা জড়িত।

৩০ হাজারে বিক্রি সদ্যোজাত

দিসপুর, ৩০ অক্টোবর: অভাবের তাড়নায় সদ্যোজাত সন্তানকে বিক্রি করার ঘটনা ঘটল বিকাশমান রাজ্য অসমে। দারিদ্র্যের জাঁতাকলে পিষ্ট, স্বামী-স্ত্রী বিক্রি করে ছিলেন তাদের ফুটফুটে সদ্যোজাতকে। বিনিময়ে মিলল ৩০ হাজার টাকা। দারিদ্র্য এতটাই নির্মম যে, ঘটনার কথা বলতে গিয়ে একটিবারও গলা কাঁপল না নবজাতকের বাবা বুদ্ধিমান বরার। ভাবলেশহীন কণ্ঠে তিনি স্বীকার করেছেন, ঘরে তাঁর চার চারটি ছেলে মেয়ে। ছ'জনের সংসারে কেউই দু'বেলা ভালো করে খেতে পারে না। এর মধ্যে এলো পঞ্চম সন্তান। তার খাবার জুটবে কী করে? তাই বিক্রি করে দিয়েছেন।

ধেমাজি জেলার দিলখ সুন্দরপুর গ্রামের বুদ্ধিমান বরা ও তাঁর স্ত্রী সবিতা বরার বিরুদ্ধে নবজাতককে বিক্রি করার অভিযোগ এনে এফআইআর করেছে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি। সেই আবার চারজনের নামে অভিযোগ রুজু করা হয়েছে। কী করে সদ্যোজাতকে বিক্রি করা হল? এ কথা জানতে গিয়ে বুদ্ধিমান বরা বলেন, ডিব্রুগড়ের অসম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তাদের কন্যাসন্তানের জন্ম হয়েছিল ২০ অক্টোবর।

এমপি: বান্ধবগড় অভয়ারণ্যে মৃত ৭ হাতি, অসুস্থ ২

ভোপাল, ৩০ অক্টোবর: মধ্যপ্রদেশের বান্ধবগড় অভয়ারণ্যে মৃত ৭ হাতি। গুরুতর অসুস্থ আরও ২। ভর্তি হাসপাতালে। অসুস্থ হাতিগুলির চিকিৎসা চালানো হলেও তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। যাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে। জানা গেছে, মঙ্গলবার বিকেলে বান্ধবগড় ব্যাঘ্র সংরক্ষণ অভয়ারণ্যের খিতাউলি এলাকায় প্রথমে দুটি হাতির দেহ পড়ে থাকতে দেখেন বনকর্মীরা। পরে তল্লাশি আরও দু'টোকে মৃত অবস্থায় পান তারা। একটু এগিয়ে আরও পাঁচটি হাতিকে অসুস্থ অবস্থায় দেখেন। চিকিৎসা চলাকালীন তার মধ্যে আরও ৩টি হাতির মৃত্যু হয়। সবমিলিয়ে ৭টি হাতির মৃত্যু হয়েছে। প্রাথমিক অনুমান, বিষক্রিয়ার কারণে এই মৃত্যু হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন বনকর্মীরা।

রাজ্য বনদফতর সূত্রে খবর, মঙ্গলবার জঙ্গলে রুটিন টহলদারি করতে গিয়ে দুই হাতিকে মৃত অবস্থায় পান তারা। পরে সন্দেহ হলে বাকিদের খোঁজ মেলে।

ইউপি: মাদ্রাসার পর এটিএস তল্লাশি শুরু হল অস্বীকৃত স্কুল-মক্তবেও

সাহারানপুর, ৩০ অক্টোবর: উত্তরপ্রদেশের সন্ত্রাসবিরোধী স্কোয়াড (এটিএস) মাদ্রাসার পর এবার মুসলিম পরিচালিত বেসরকারি স্কুল, বিশেষ করে মক্তব (নার্সারি এবং প্রাক-নার্সারি স্কুল) এর দিকে নজর দিয়েছে। গোয়েন্দা তথ্যের পর, এটিএস সাহারানপুরের ১১৮ টি, শামলিতে ১৯০ টি এবং মুজাফফরনগরের ১৬৫ টি স্কুলের একটি তালিকা তৈরি করেছে। এটিএস সাহারানপুর বিভাগের ৪৭৩ টি বেসরকারি স্কুল নিয়ে তদন্ত করার পরিকল্পনা করেছে বলে জানানো হয়েছে। এটিএস-এর তদন্ত এই অস্বীকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তহবিল এবং অপারেশনাল অবস্থা যাচাই করার একটি অংশ। দেওবন্দে ১১৮টি চিহ্নিত স্কুল রয়েছে, তাদের কার্যক্রমের জন্য তহবিলের উৎস এবং তাদের কাজের সময়কাল সহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তারা পরীক্ষা করবে।

জেলা সংখ্যালঘু আধিকারিক সুমন গৌতম জানিয়েছেন যে এটিএস এই স্কুলগুলির একটি বিস্তৃত তালিকা চেয়েছিল যা দেওয়া হয়েছে। সরকারকে রিপোর্ট করা বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের তদন্ত ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

এটিএস-এর অচেনা স্কুলগুলি যাচাই-বাছাই করার সিদ্ধান্ত নিয়ে এই অঞ্চলে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। তবে প্রশাসন বলছে, এই সব প্রতিষ্ঠান যাতে আইনি কাঠামোর বাইরে কাজ না করে তা নিশ্চিত করতে কর্তৃপক্ষ আগ্রহী। এর আগে উত্তরপ্রদেশে ২০০৪ সালে চালু হওয়া মাদ্রাসা শিক্ষা আইনকে 'অসাংবিধানিক এবং ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের পরিপন্থী' বলে নির্দেশ দিয়েছিল ইলাহাবাদ হাই কোর্ট। সম্প্রতি সেই নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ দেয় শীর্ষ আদালত সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ এ বিষয়ে মতামত জানতে চেয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং উত্তরপ্রদেশ সরকারকে নোটিস পাঠিয়েছে। নির্দেশে বলা হয়েছে, "মাদ্রাসা বোর্ডের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ লঙ্ঘন করছে বলে ইলাহাবাদ হাই কোর্ট যে নির্দেশ দিয়েছে, প্রাথমিক ভাবে তা সঠিক নয়।"

নবাব মালিকের প্রচার অস্বস্তিতে বিজেপি শরিক

মুম্বই, ৩০ অক্টোবর: নবাব মালিকের হয়ে প্রচার করবে না গেরুয়া শিবির। মঙ্গলবার রাতে বিবৃতি জারি করে স্পষ্ট জানালেন বিজেপির মুম্বই ইউনিটের প্রধান আশিস শেলার। বলাবাহুল্য, বিজেপির চক্ষুশূল তিনি। বরাবরই তাঁর কণ্ঠে উঠে এসেছে গেরুয়া শিবির বিরোধী স্বর। বহুকাল যাবৎ মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছেন তিনি। শুধু তাই নয়, যখন শাহরুখ পুত্র আরিয়ান খান মাদক মামলায় অভিযুক্ত হন তখন অভিনেতার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এই নবাব মালিকই। ফাঁস করে দিয়েছিল সমীর ওয়াংখেড়ের কারসাজি। ফলে গেরুয়া শিবিরের রোষানলে পড়েন তিনি। শুরু হয়ে যায় নবাবের বিরুদ্ধে তদন্ত। তারপর দীর্ঘদিন বিনা বিচারে জেল খাটতে হয় তাঁকে। সেই নবাব এখন বিজেপিরই জোট সঙ্গী এনসিপির প্রার্থী। নানা অপবাদ, 'দাউদ ঘনিষ্ঠ' ট্যাগ লাগিয়েও রাজনৈতিক দিক থেকে কোণঠাসা করতে অসফল হয় পদ্ম শিবির। মঙ্গলবার বিস্তর জল্পনা, টানাপোড়েনের পর এনসিপি (অজিত পাওয়ার) দলের টিকিট পেয়েছেন তিনি। যাতে বেজায় চটে যায় পদ্মফুল। সরাসরি জারি করে বিবৃতি। তবে মেয়ে সানা মালিকের প্রার্থী হওয়াতে কোনও আপত্তি নেই বলেই জানিয়েছে বিজেপি শিবির। জানা গেছে, মুম্বইয়ের মানখুর্দ শিবাজী নগর কেন্দ্র থেকে নবাব মালিক দুটি মনোনয়ন দাখিল করেছেন। যার একটি নির্দল প্রার্থী হিসেবে এবং অন্যটি এনসিপি (অজিত পাওয়ার) দলের পক্ষে। এতদিন তিনি যে অনুশক্তিনগর কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন, সেই কেন্দ্র

থেকে নবাব কন্যা সানাকে টিকিট দিয়েছে অজিত গোষ্ঠী। জানা গেছে, সমাজবাদী পার্টির প্রার্থী এবং তিনবারের বিধায়ক আবু আসিম আজমির বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন নবাব মালিক। অন্যদিকে মেয়ে সানার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে লড়াইয়ের ময়দানে আছেন এনসিপি (শারদ পাওয়ার) গোষ্ঠীর প্রার্থী ফাহাদ আহমেদ। সম্প্রতি স্বরা ভাস্করের স্বামী ফাহাদ সমাজবাদী পার্টি ছেড়ে এনসিপি (শারদ পাওয়ার) গোষ্ঠীতে যোগ দেন। এদিন মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর নিজের সমর্থকদের নিয়ে এক বড়ো সমাবেশ করে শক্তি প্রদর্শন করেন নবাব মালিক।

উল্লেখ্য, বিজেপি শুরু থেকেই নবাব মালিককে প্রার্থী করার বিরোধিতা করে আসছে। এমনকি এনসিপির অজিত গোষ্ঠীর উপর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চাপও সৃষ্টি করা হয়েছিল বিজেপির তরফে বলে খবর। প্রাথমিকভাবে নবাবকে টিকিট দেওয়া নিয়ে দোটানায় ছিলেন অজিত। তবে নবাব স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, দল টিকিট দিক বা না দিক, নির্বাচনে তিনি লড়বেন। দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর অবশেষে মঙ্গলবার টিকিট পান তিনি।

ঝাড়খণ্ডেও পরিবারবাদ, পৃষ্ঠপোষকতায় শীর্ষে বিজেপি

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর: ভারতীয় রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্র নতুন কিছু নয়। সেই পরিবারবাদের বিরুদ্ধে সবথেকে সোচ্চার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নির্বাচন এলেই তিনি বিশেষ করে কংগ্রেসকে পাকে-চক্রে পরিবারবাদ নিয়ে ঠোকা দিতে ছাড়েন না। তাঁর মত, পরিবারবাদের রাজনীতি নয়া প্রতিভাদের উঠে আসার পথে অন্যতম বাধা। বিরোধীরাও অবশ্য তাঁকে কটাক্ষ করে বলেন, পরিবারবাদ না থাকলে বিজেপি দলটাই উঠে যাবে! পাল্টা হিসেবে পীযূষ গোয়েল, জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, বরুণ গান্ধি, সুষমা স্বরাজের কন্যা বাঁসুরী স্বরাজের উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরে বিরোধীরা। বিরোধী দলগুলোর বিরুদ্ধে পরিবারবাদের অভিযোগ তুললেও সবার শীর্ষে বিজেপি। ঝাড়খণ্ডে ১৩ এবং ২০ নভেম্বর ভোটগ্রহণ।

ঝাড়খণ্ডে বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থীতালিকা থেকে স্পষ্ট পরিবারবাদ আজও স্বমহিমায় বিরাজ

করছে। প্রায় সব রাজ্যেই বর্ষীয়ান নেতারা তাঁদের ক্ষমতার অলিন্দে প্রাসঙ্গিক রাখতে তাঁদের পুত্র,পুত্রবধূ, কন্যাদের রাজনৈতিক উত্তরাধিকার তুলে দিচ্ছেন। ঝাড়খণ্ডে ঠিক তেমনই ঘটেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও তিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর আপনজনেরা এবার নির্বাচনী ময়দানে ভাগ্যান্বেষণে নেমেছেন। রাজ্যে বিভিন্ন নামি রাজনৈতিক পরিবার থেকে ৮ জন সদস্য ঝাড়খণ্ড নির্বাচনে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। ৮ জনের মধ্যে ৫ জনই বিজেপির প্রার্থী। এখানেই বড় প্রশ্ন চিহ্ন। প্রধানমন্ত্রীর তোলা প্রশ্ন 'কানাগলি'-তে উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছে। বিজেপির রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, এক্ষেত্রে কীভাবে সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা ব্যক্তি রাজনীতিতে এগোবেন?

হেমন্ত সোরেনের স্ত্রী কল্পনা সোরেন গান্ডে বিধানসভা আসন থেকে প্রার্থী। কয়েক মাস আগে উপনির্বাচনেও তিনি এখান থেকে জয়ী হয়েছিলেন। এরপরই রয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চম্পাই সোরেনের ছেলে বাবুলাল সোরেন ঘাটশিলা আসনে টিকিট পেয়েছেন। তবে বাবুলাল সোরেনকে প্রার্থী করায় বিজেপির কর্মীরাই অখুশি। আরও এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির রঘুবর দাসের পুত্রবধূ পূর্ণিমা দাস সাহুকে জামশেদপুর পূর্ব আসনে প্রার্থী করা হয়েছে। রঘুবর দাস বর্তমানে ওড়িশার রাজ্যপাল। বিরোধী দলগুলো অবশ্য অভিযোগ করেছে একজন রাজ্যপাল হিসেবে তিনি কীভাবে পুত্রবধূর জন্য নির্বাচনী প্রচার করেন। এটা সাংবিধানিক পদের মর্যাদার সম্পূর্ণপরিপন্থী। তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন মুণ্ডার স্ত্রী মীরা মুণ্ডাকেও প্রার্থী করেছে বিজেপি। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনে হারার পর অর্জুন স্ত্রীকে ভোট ময়দানে নামাতে চাইছিলেন। দলও পটকা আসনে মীরা মুণ্ডাকে প্রার্থী করে অর্জুনের আনুগত্যের পুরস্কার দিয়েছে।

মীরা মুণ্ডা ঝাড়খণ্ডের তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন মুণ্ডার স্ত্রী। এবার লোকসভা নির্বাচনে হেরে গিয়েছিলেন অর্জুন মুণ্ডা। শত্রুঘ্ন মাহাতো বাঘমারা আসনের বিধায়ক ধুল্লু মাহাতোর বড় ভাই। এবার ধুল্লু বিজেপির টিকিটে ধানবাদ থেকে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন, অন্যদিকে দল তার ভাইকে বাঘমারা আসন থেকে প্রার্থী করেছে। অলোক সোরেন দুমকা লোকসভা আসনের জেএমএম সাংসদ নলিন সোরেনের ছেলে। অলোক সোরেন শিকারিপদ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

জোবা মাঝি ঝাড়খণ্ড সরকারের মন্ত্রী ছিলেন, এবার সিংভূম আসন থেকে লোকসভা নির্বাচনে জিতেছেন, জেএমএম তাঁর ছেলে জগৎ মাঝিকে মনোহরপুর বিধানসভার টিকিট দিয়েছে।

প্রার্থীতালিকায় স্পষ্ট পরিবারবাদ প্রতিষ্ঠায় সকলেই সচেষ্ট। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিরোধীদেরই দোষী করেন। বাংলায় প্রবাদবাক্য আছে, 'সব পাখিই মাছ খায়, দোষ হয় মাছরাঙার'।

দত্তপুকুরে তেল শোধনাগারে বিধ্বংসী আগুন, হত ১, দগ্ধ ২

জাহির হোসেন, বারাসত

দাউ দাউ করে জ্বলছে শোধনাগারের মেশিনারি।

রাত পোহালে কালীপুজো, তার আগে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড দত্তপুকুর থানার চণ্ডীগড়ি গ্রামে। পেট্রোল এবং ডিজেল শোধনের কারখানায় বিধ্বংসী আগুনে একজন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। অগ্নিদগ্ধ কারখানার মালিক পক্ষের একজন-সহ আরও দু'জন শ্রমিক। পুলিশ এবং দমকল সূত্রে জানা গেছে, মৃত শ্রমিকের নাম বিশ্বনাথ বোস। জখম দুই শ্রমিক জয়দেব কর্মকার (৬২), শের আলি (৬৫)। তাদের বারাসত হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। অগ্নিদগ্ধ হয়ে কলকাতার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন মালিকের জামাই কুলদীপ সিং। দীপাবলির আলোর উৎসবের মধ্যে যেন অন্ধকার নেমে এল মৃত এবং আহতদের পরিবারে।

দেগঙ্গা বিধানসভার অধীনে দত্তপুকুর থানার কদম্বগাছি পঞ্চায়েতের চণ্ডীগড়ি গ্রামের ভিতরে রয়েছে বসুজ ইন্ডাস্ট্রিয়াল অয়েল অ্যান্ড কেমিক্যাল নামের একটি কারখানা। এখানে পেট্রোল এবং ডিজেল শোধন হয়। ২০০৩ সাল থেকে রয়েছে কারখানাটি। কারখানায় কাজ করতেন ১২ জন শ্রমিক। এদিন কাজ করছিলেন তিনজন শ্রমিক। তাদের সঙ্গে কারখানায় ছিলেন মালিক সুশান্ত বোসের জামাই কুলদীপ সিংও। দুপুর দেড়টার সময় তেল শোধনের জায়গা থেকে প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ হয়। সঙ্গে সঙ্গেই আগুন লেগে যায়। তেল শোধনাগার হওয়ায় কারখানার ভিতরে বেশ কিছু ড্রামে তেল মজুত ছিল। দাহ্য সামগ্রী মজুত থাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে দ্রুত।

অগ্নিকাণ্ডের জেরে কারখানার ভিতরে আটকে পড়েন শ্রমিক জয়দেব কর্মকার, শের আলি ও বিশ্বনাথ বোস। বিস্ফোরণের শব্দে আতঙ্কে গেট খুলে বেরিয়ে আসেন কারখানার নিরাপত্তারক্ষী মদন রজক। স্থানীয়রা প্রথমে আগুন নেভানোর কাজ হাত লাগান, কিন্তু দাহ্য সামগ্রী থাকায় আগুন ভয়ঙ্কর রূপ নেয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে আসে দত্তপুকুর থানার পুলিশ এবং দমকলের ইঞ্জিন। দমকলের ৫টি ইঞ্জিন এসে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। পাশাপাশি কারখানার ভিতর থেকে অগ্নিদগ্ধ চারজনকে উদ্ধার করা হয়।

কারখানা সূত্রে জানা গেছে, তেল শোধনের মেশিনের কাজ করতেন মধ্যমগ্রামের দিকবেড়িয়ার বাসিন্দা ৬৫ বছরের শের আলি। মেশিনের খুব কাছে কাজ করছিলেন জয়দেব কর্মকার ও বনগাঁর বাসিন্দা বিশ্বনাথ বোস। মালিকের জামাই কুলদীপও ছিলেন সেখানে। অগ্নিদগ্ধ জয়দেব, শের আলি ও বিশ্বনাথকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে বারাসত হাসপাতালে। সেখানে বিশ্বনাথ বোসকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। হাসপাতালের সুপার সুব্রত মণ্ডল বলেন, 'বাকি দু'জন ৮০ শতাংশ অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় চিকিৎসাধীন আছেন।'

হাড়োয়ায় বিরোধী শিবিরে ভাঙন প্রার্থীর হাত ধরে তৃণমূলে ২,০০০

ইনামুল হক, বসিরহাট

নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিচ্ছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

রাজ্যে ৬ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন যত এগিয়ে আসছে তত বিরোধী শিবিরে ভাঙন বাড়ছে। কখনও সন্দেশখালি, কখনও হিঙ্গলগঞ্জ, আবার কখনও বসিরহাটে শাসক-বিরোধী দল ছেড়ে তৃণমূলের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে মানুষ। মঙ্গলবার হাড়োয়ায় তৃণমূলের কর্মিসভায় হাড়োয়া-২ নম্বর ব্লকের তৃণমূলের সভাপতি শফিক আহমেদ, হাড়োয়ার তৃণমূল প্রার্থী শেখ রবিউল ইসলামের হাত ধরে বিজেপি এবং আইএসএফ থেকে ২ হাজার নেতা-কর্মী-সমর্থক তৃণমূলের যোগদান করে। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

যত নির্বাচন এগিয়ে আসছে তত দিশেহারা, হতাশাগ্রস্ত হয়ে বিজেপি, আইএসএফের কর্মী-সমর্থকরা শাসকদলে যোগদান করছে। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে যেভাবে তৃণমূল লোকসভায় আসন সংখ্যা বাড়িয়েছে, তাতে বিরোধীরা অনেকটা ব্যাকফুটে। বলাবাহুল্য, আর জি কর-কাণ্ডের প্রভাব যে পড়ছে না উপনির্বাচনে, তা শাসক দলে যোগদানের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হচ্ছে।

এদিন বসিরহাট উত্তর বিধানসভায় তৃণমূলের বিজয়া সম্মেলনীতেও উপস্থিত ছিলেন সাংসদ পার্থ ভৌমিক বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় চেয়ারম্যান, এটিএম আবদুল্লাহ রনি, বসিরহাট-২ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সৌমেন মণ্ডল, জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ বুরহানুল মুকাদ্দিম, বিধায়ক রফিকুল ইসলাম, হাড়োয়া ব্লকের গোপালপুর-২ নম্বর অঞ্চলের বিজেপি নেতা সুভাষ কপাট প্রমুখ।

হাড়োয়ায় সদ্য দলত্যাগী আইএসএফ নেতা ইমদাদুল ইসলাম বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের শরিক হতে মানুষের পাশে দাঁড়াতে তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা তৃণমূলে যোগদান করলাম।' এদিন সাংসদ পার্থ ভৌমিক, তন্ময় ভট্টাচার্য প্রসঙ্গে বলেন সিপিএমের আপাদমস্তক চরিত্র বেরিয়ে পড়েছে। পুলিশ তদন্ত করছে। হাড়োয়ার তৃণমূল প্রার্থী শেখ রবিউল ইসলাম বলেন, 'বিজয়া সম্মিলনী থেকে প্রতিটি কর্মিসভায় মানুষের ঢল নেমেছে। মানুষ যে তৃণমূলের সঙ্গে আছে তা স্পষ্ট। আমাদের দক্ষ সংগঠকরা কাজ করছেন প্রতিটি এলাকায়। মানুষের সঙ্গে কথা বলে সংগঠকদের সঙ্গে নিয়ে হাড়োয়া এলাকার উন্নয়ন করব।'

> **বিজয়া সম্মিলনী থেকে প্রতিটি কর্মিসভায় মানুষের ঢল নেমেছে। মানুষ যে তৃণমূলের সঙ্গে আছে তা স্পষ্ট। মানুষের সঙ্গে কথা বলে সংগঠকদের সঙ্গে নিয়ে হাড়োয়া এলাকার উন্নয়ন করব।**
>
> *শেখ রবিউল ইসলাম, হাড়োয়ার তৃণমূল প্রার্থী*

বারুদ তৈরি, বিস্ফোরণে ঝলসে গেল বাবা-ছেলে

নসিবুদ্দিন সরকার, হুগলি

আগে থেকে পরিবারে তুবড়ি তৈরি প্রচলন ছিল। তুবড়ি তৈরি করতে গেলে তার প্রয়োজনীয় মশলা তথা বারুদের প্রয়োজন হয়, তাই মিক্সার মেশিনের সাহায্যে বাড়িতে তৈরি করছিলেন তুবড়ির মশলা। আচমকা মিক্সার মেশিনে ঘটে যায় বিস্ফোরণ। তাতেই বাড়ি ভর্তি ঘরে আগুন ধরে যায়। বাবা ও ছেলে আগুনে ঝলসে মারাত্মকভাবে জখম হন। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনাটি ঘটেছে রিষড়া পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের টিসি মুখার্জি স্ট্রিট কুন্ডু কলোনিতে দত্ত বাড়ি তিনতলায়।

জানা গিয়েছে, কলোনিতে মধুসূদন দত্তের বাড়ির তিন তোলার চিলেকোঠার ঘরে 'চুপি চুপি' মিক্সার মেশিনে বারুদ তৈরি হচ্ছিল। মঙ্গলবার গভীর রাতে আচমকাই মিক্সার মেশিনে বিস্ফোরণ ঘটে। চিলেকোঠার ঘরে আগুন লেগে যায়।

মধুসূদন দত্তের ভাই সৌমেন দত্ত সংবাদমাধ্যমকে জানান, 'যে ঘরে আগুন ধরে যায় ওই ঘরের মধ্যে বেশ কিছু বাজি কিনে রাখা ছিল। বিস্ফোরণে সেখানে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রিষড়া থানার পুলিশ ও দমকলের তিনটি ইঞ্জিন।' সৌমেন দত্ত আরও জানান, 'বাড়ির তিনতলার উপরে দাদা মধুসূদন দত্ত এবং ভাইপো মহেন্দ্র নাথ দত্ত আটকা পড়ে যান। তারা দু'জনই আগুনে ঝলসে যান। মারাত্মক জখম অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।'

গণ ডেপুটেশন: দাবি ওয়াকফ সম্পত্তির সুরক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নের

পূর্ব মেদিনীপুর

পুবের কলম প্রতিবেদক, পূর্ব মেদিনীপুর: পূর্ব মেদিনীপুরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি দল মঙ্গলবার গণ ডেপুটেশন জমা দেয়। জেলার ব্রজলালচক থেকে নিমতৌড়ি পর্যন্ত বহু মানুষ মিছিল করে পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের কাছে ৩টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ডেপুটেশন জমা দেয়। জেলা প্রশাসনের পাশাপাশি রাজ্যের ওয়াকফ বোর্ড, ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট, মাইনোরিটি অ্যাফেয়ার্স ও মাদ্রাসা এডুকেশন ডিপার্টমেন্টেও ডেপুটেশনের কপি প্রেরণ করা হয়েছে। একইসঙ্গে দেশের সমস্ত ওয়াকফ সম্পত্তির সুরক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক মানের গড়ে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু দফতর, কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু মন্ত্রী কিরণ রিজিজু এবং সেন্ট্রাল ওয়াকফ কাউন্সিলকেও মেইলের মাধ্যমে ডেপুটেশনের দাবি সমূহ পাঠানো হয়েছে।

বিশেষ দাবিগুলো ছিল, ধর্মীয় উস্কানি ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা সুরক্ষিত থাকলেও সাম্প্রতিক ঘটনাবলি সাম্প্রদায়িকতার উস্কানি দিচ্ছে, যা জনগণের একাত্মতা বিনষ্ট করছে। সংগঠনের বক্তব্য, ধর্মীয় মতভেদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে পুলিশ-প্রশাসনকে এ বিষয়ে বিশেষ নজর রাখতে হবে।

ওয়াকফ সম্পত্তির সুরক্ষা। অভিযোগ, কেন্দ্রীয় ওয়াকফ সংশোধনী বিল ২০২৪ মুসলিমদের পবিত্র ওয়াকফ সম্পত্তির অধিকার হরণ করার আশঙ্কা তৈরি করেছে। মসজিদ, মাদ্রাসা, কবরস্থান এবং অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ওয়াকফ বোর্ডের ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হয়।

রাজ্যে ওবিসি সংরক্ষণ পুনর্বহাল। ডেপুটেশন প্রদানকারীদের বক্তব্য, ওবিসি শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা এই সংরক্ষণের সুবিধা পেয়ে আসছিল, যা সম্প্রতি হাইকোর্টে এক মামলা দায়েরের ফলে স্থগিত হয়েছে। এতে তাদের শিক্ষাগত ও পেশাগত ক্ষেত্রে অসমানতা ঘটছে বলে দাবি করা হয়। দ্রুত এই সংরক্ষণ পুনর্বহালের দাবিতে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এছাড়া দেশের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, পরিবেশ সুরক্ষা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় প্রশাসনের ভূমিকারও গুরুত্ব তুলে ধরে আবেদন জানানো হয়।

ডেপুটেশন জমা দিতে ব্রজলালচক থেকে নিমতৌড়ি পর্যন্ত বিশাল মিছিল তৌহিদি জনতার।

পুরনিগমের অ্যাকাউন্ট থেকে গায়েব ৪০ লাখ

পুবের কলম প্রতিবেদক, আসানসোল: আসানসোল পুরনিগমের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা উধাওকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। উধাও হওয়া টাকার পরিমাণ ৪০ লক্ষ টাকা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আসানসোলের এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট থেকেই

আসানসোল

রাতারাতি উধাও হয়েছে ওই টাকা। বিষয়টি জানতে পেরে আসানসোলের মেয়রের নির্দেশে অভিযোগ দায়ের করে পুরনিগমের অর্থ বিভাগ। ইতিমধ্যেই তাঁরা সাইবার সেলে এই মর্মে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে।

তদন্তে নেমে পুলিশ অর্থ উধাও হওয়ার বিষয়টি জানতে পারে। পুলিশ সূত্রে খবর, এই টাকা উধাওয়ের বিষয়টি মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরের কোনও দুষ্কৃতীর কাজ। এই টাকা প্রথমে তোলার জন্য একটি চেক কাটা হয়েছিল। পরে সেই চেকটি বাতিল করা হয়। বাতিল চেক আবার আসানসোল পুরনিগমে জমা করা হয়েছে। অন্যদিকে, পুরনিগমের তহবিল থেকে আচমকা এত পরিমাণ অর্থ লোপাট হয়ে যাওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আধিকারিকদের মধ্যে। কিভাবে এত পরিমাণ টাকা ব্যাঙ্ক থেকে উধাও হয়ে গেল তা বুঝতে পারছেন না পুরনিগমের কোনও আধিকারিক।

প্রসঙ্গত, ২০২১ সালে আসানসোল পুরনিগমের কুলটি বরো অফিস থেকে প্রায় ৮৭ লক্ষ টাকা উধাও হয়ে যাওয়ার অভিযোগকে ঘিরে উত্তাল হয়ে উঠেছিল পুরনিগম বোর্ড। এ বিষয়ে মেয়র জানান, 'একটি তহবিল থেকে ৪০ লক্ষ টাকারও বেশি অর্থ অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে। টাকা উদ্ধারের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ বাহিনী।' ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

চাকদায় এক গুণিজনকে সংবর্ধিত করছেন সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল।

বিজয়া সম্মিলনী থেকে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদ তৃণমূলের

ওবাইদুল্লা লস্কর, মগরাহাট: মগরাহাট-২ ব্লক তৃণমূলের উদ্যোগে বুধবার বিকেলে চাকলা পঞ্চায়েতে বিজয়া সম্মিলনী আয়োজন হয়। উদ্বোধন করেন জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন মগরাহাট পূর্ব বিধানসভার বিধায়িকা নমিতা সাহা, মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার, তৃণমূলের সুন্দরবন সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তথা মন্দিরবাজার বিধানসভার বিধায়ক জয়দেব হালদার-সহ ব্লকের বিভিন্ন তৃণমূল নেতৃত্ব। এদিন তৃণমূলের পক্ষ থেকে এলাকার প্রবীণ গুণীজনদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার কেন্দ্র সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, 'কেন্দ্র ১০০ দিনের কাজের টাকা, আবাস যোজনা-সহ বিভিন্ন অর্থ বরাদ্দ বন্ধ রেখে রাজ্যের উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করছে। তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই পরিকল্পনা রুখে দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।' প্রতিমা মণ্ডলও কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন এলাকার স্থানীয় বিধায়করাও।

ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়

এনএসএস-এর উদ্যোগে 'আমার ভারত' কর্মসূচি

সরিষার ট্রাফিক কন্ট্রোলে পুলিশের সহায়তায় ছাত্রীরা, রয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার-সহ অন্যান্যরা।

পুবের কলম প্রতিবেদক: ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় সেবা প্রকল্পের (এনএসএস) উদ্যোগে এবং ভারত সরকারের 'আমার ভারত' প্রকল্পের সহায়তায় আয়োজিত হল তিনদিনের অনুষ্ঠান। বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় সেবা প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে ২০১৮ সালে। সরিষা অঞ্চল তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পে যোগদান করে এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় সেবা প্রকল্প। বর্তমানে স্নাতকোত্তর স্তরের প্রায় ১০০ জন ছাত্রী এই প্রকল্পে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যুক্ত আছেন। এবছর ভারত সরকারের প্রকল্পে দক্ষিণ ২৪ পরগনার নোডাল হিসাবে নির্বাচিত হয় ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়। ২৮, ২৯ এবং ৩০ অক্টোবর;এই দিন দিনের কর্মসূচিতে প্রত্যেকটি স্তরে জেলা প্রশাসনের সাহায্য পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. সাইদুর রহমান। অনুষ্ঠানের সামগ্রিক পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন প্রোগ্রাম অফিসার ড. মধুমিতা মজুমদার এবং প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর ড. ইন্দ্রাণী ঘোষ-সহ কর্ম-সমিতির সদস্যরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক কাজল দে এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় সেবা প্রকল্প আমাদের কাছে অত্যন্ত গর্বের। ভবিষ্যতে এই ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টাই আমাদের থাকবে।

বিষ্ণুপুরের জঙ্গলে হস্তী শাবকের জন্ম

পুবের কলম প্রতিবেদক, বাঁকুড়া: প্রায় বছরভর মেদিনীপুরের দিক থেকে দলমার দামালদের পাঞ্চেত বন বিভাগের উপর দিয়ে বাঁকুড়া উত্তর বিভাগে যাওয়া-আসা লেগেই থাকে। বিগত বেশ কিছু দিন ধরে ৩০/৩২টি হাতির একটি দল জেলার বিষ্ণুপুর ও জয়পুরের জঙ্গলে দাপাদাপি করছিল। এর মধ্যে মেদিনীপুরের দিকে ফিরে যাওয়ার আগেই বিষ্ণুপুরের বাঁকাদহের কাছে আমরোলা বিটের চক উপরশোল মৌজায় একটি হস্তী শাবকের জন্ম হয় মঙ্গলবার রাতে। ওই দলে থাকা অন্যান্য হাতিরা রাতভর ঘিরে থাকে মা-সহ সদ্যোজাত হস্তী শাবকটিকে। অন্যদিকে, বিষয়টি জানতে পেরে বন দফতরের তরফে প্রয়োজনীয় সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। বনকর্মীরা ওই হস্তীশাবককে নাম দিয়েছে 'সারদা'। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত শাবক-সহ হাতির দলটি মেদিনীপুরের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেছে।

বন দফতরের বাঁকাদহ রেঞ্জের বনাধিকারিক তপোব্রত রায় বলেন, 'বিষয়টি অত্যন্ত আনন্দের। এতদিন হস্তী শাবকের জন্মের কথা শুনে এসেছি, এবার প্রত্যক্ষ করলাম। এই এলাকা শ্রী শ্রী মা সারদার জন্মস্থান, সেই কারণে এই সদ্যোজাত হস্তী শাবকের নাম 'সারদা' রাখা হয়েছে।

শিলাবতীর জলে বানভাসি ঘাটাল, দাবি মাস্টার প্ল্যানের

পুবের কলম প্রতিবেদক, ঘাটাল: শিলাবতী নদীর জলস্তর বেড়ে প্লাবিত ঘাটাল পুরসভার একাধিক ওয়ার্ড। ফলে বন্যার জলে ডুবেছে ঘাটালের একাধিক কালীপুজোর মণ্ডপ সহ রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে বিঘের পর বিঘে কৃষিজমি। একাধিক ঘরবাড়ি-সহ ঘাটাল মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকায় নৌকা ও ডিঙি করে চলছে যাতায়াত। যদিও ঘাটালে জল কমছে ধীর গতিতে, শিলাবতী নদীর জলস্তরও কমছে। গত চার-পাঁচদিন ধরে প্লাবিত ঘাটাল ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েত ও পুর এলাকার অধিকাংশ ওয়ার্ড। জলের তলায় রাস্তাঘাট, যাতায়াতের একমাত্র ভরসা নৌকা ও ডিঙি। প্রশাসনের তরফে পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে। প্রয়োজন মতো সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঘাটালের একাধিক কালীপুজো মণ্ডপে ঢুকেছে বন্যার জল, দুশ্চিন্তায় পড়েছেন পুজো কমিটির উদ্যোক্তারা। এবার আর পুজো করা হয়ে উঠবে না বলেই মনে করছেন পুজো উদ্যোক্তারা। ঘাটাল ছাড়াও দাসপুর-১ ব্লকের রাজনগর ও নিচ নাড়াজোল পঞ্চায়েতের বেশকিছু এলাকা প্লাবিত। এছাড়াও ঘাটাল মহকুমারই চন্দ্রকোনা-১ ব্লকের মনোহরপুর-১ ও মনোহরপুর-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকায় এখনও রয়েছে বন্যার জল। জলে ডুবে বিঘের পর বিঘে কৃষিজমি। জলে ডুবে ঘাটাল মহকুমার ঘাটাল, চন্দ্রকোনা ও দাসপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা। ফলে পুজো এবছর কিভাবে হবে তাই নিয়ে চিন্তায় বানভাসি এলাকার বাসিন্দারা। এইবছরই পরপর তিনবার বন্যার সম্মুখীন হল ঘাটালবাসী। এই জলযন্ত্রণা থেকে একমাত্র মুক্তি মিলতে পারে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়িত হলে। কিন্তু ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান কবে হবে সে বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ করেছেন বাসিন্দারা। একপ্রকার বলা চলে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষার প্রহর গুনছে স্থানীয় বাসিন্দারা।

সরকারি নাট্য উৎসব এবার ডায়মন্ড হারবারে

সাকিল আহমেদ, ডায়মন্ড হারবার: প্রেসিডেন্সি বিভাগের সরকারি নাট্য উৎসব এবার অনুষ্ঠিত হবে পর্যটন শহর ডায়মন্ড হারবার এমন ইঙ্গিত মিলেছে নবান্ন সূত্রে। পাঁচ দিন ব্যাপী এই নাট্য উৎসব উপলক্ষে সাজ সাজ রব ডায়মন্ড হারবারে। আগামী ১২ নভেম্বর থেকে ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত এই নাট্য উৎসব নিয়ে প্রশাসনিক ভবন গুডস্ সার্কিট হাউসে মঙ্গলবার বিকেলে এক বৈঠক করেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক অনন্যা মজুমদার মহকুমা শাসক অঞ্জন ঘোষ, এসডিপিও সাকিব আহমেদ, মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক ব্রতী বিশ্বাস, ডায়মন্ড হারবারের বিডিও সেখ ধীন ইসলাম প্রমুখ। পাঁচদিনব্যাপী এই উৎসবে যোগ দেবেন পশ্চিমবঙ্গের প্রথিত যশা নাট্য দলগুলো। তবে এই উৎসবে মহিলা পরিচালিত দলকে বেশি গুরুত্ব দেয়ার কথা জানা গেছে।

ট্রাকে বস্তাবন্দি শতাধিক পায়রা, উদ্ধার শিলিগুড়িতে

পুবের কলম প্রতিবেদক, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়িতে একটি চাল বোঝাই ট্রাকে বস্তাবন্দি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল শতাধিক পায়রা। এদিন নাকা তল্লাশির সময় ট্রাকটিকে আটক করে পুলিশ। ঘটনায় ইতিমধ্যেই গ্রেফতার হয়েছে দুই যুবক। ধৃতদের নাম মুহাম্মদ ফিরদৌস ও আখতার হোসেন।

জানা গিয়েছে, ফুলবাড়িতে এনজেপি থানা পুলিশের নাকা তল্লাশির সময় একটি চালবোঝাই ট্রাকের উপর কয়েকটি বস্তা নড়াচড়া করছিল। বিষয়টি নজরে আসতেই সন্দেহ হয় পুলিশ কর্মীদের। তৎক্ষণাৎ ওই ট্রাকটিকে দাঁড় করিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। এরপর ৬টি বড় বড় বস্তার ভেতর থেকে উদ্ধার হয় অসংখ্য পায়রা। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দুই যুবক বস্তাবন্দি পায়রাগুলি করণদীঘি থেকে নিয়ে আসছিল। সরকারি আইন অমান্য করে লাইভ স্টক পারমিট ছাড়া পায়রা নিয়ে আসার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় দুই যুবককে। এরপর বনবিভাগকে খবর দেয় এনজেপি থানার পুলিশ। খবর পেয়ে ছুটে আসে ডাবগ্রাম বনবিভাগের কর্মীরা। বস্তাবন্দি শতাধিক পায়রাসহ দুই অভিযুক্তকে বনবিভাগের হাতে তুলে দেয় এনজেপি থানার পুলিশ।

হনুমানের কামড়ে জখম ১৫

পুবের কলম প্রতিবেদক, মহিষাদল: দাপিয়ে বেড়াচ্ছে দুটি হনুমান। বুধবার দুপুর পর্যন্ত তাদের কামড়ে জখম অন্তত ১৫ জন। আতঙ্কে ঘরবন্দি হয়ে আছেন মানুষজন। হনুমানদের তাণ্ডবের খবর পেয়ে বনকর্মীরা ছুটে এসেছেন। তাদের ধরতে সাহায্য করতে এসেছে থানার পুলিশ কর্মীরাও। এ নিয়ে তোলপাড় কাণ্ড পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলে। ওই দুই হনুমানকে খাঁচাবন্দি করতে আনা হয়েছে পেল্লায় খাঁচাও। কিন্তু হনুমানরা এত সহজে যে ধরা দিচ্ছে না, তাই কোনওরকম প্রলোভনে পা দিচ্ছে না তারা। বরং খাঁচার ভিতরে ফাঁদ পেতে রাখা কলা হাতে করে বের করছে আর খেয়ে পালাচ্ছে। খাঁচাবন্দি কিছুতেই করা যাচ্ছে না। মহিষাদলের কাপাস এড়িয়ায় এখন মাথায় হাত পড়েছে বাসিন্দাদের।

সুজাপুরের ইমদাদুল উলুম সিনিয়র মাদ্রাসার হীরক জয়ন্তী

পুবের কলম প্রতিবেদক, মালদা

মালদা

বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেষ হল কালিয়াচক-১ ব্লকের সুজাপুরে ইমদাদুল উলুম সিনিয়র মাদ্রাসার (ফাজিল/ উ.মা) হীরক জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠান। তিন দিনে তিন মন্ত্রীর উপস্থিতিতে অন্য মাত্রা পায় এই অনুষ্ঠান। প্রথম দিন সোমবার অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। দ্বিতীয় দিন হাজির ছিলেন রাজ্যের গ্রন্থাগার ও জনশিক্ষা প্রসার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরি এবং শেষের দিন অর্থাৎ বুধবার উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের আরেক মন্ত্রী তাজমুল হোসেন। মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের উদ্যোগে এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের তরফে গড়ে ওঠা মাদ্রাসার নতুন গেটের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী নিজে।

উল্লেখ্য, মাত্র ৯ জন ছাত্র-ছাত্রীনিয়ে ১৯৫৭ সালে পথচলা শুরু করে এই মাদ্রাসা। বর্তমানে তা এক মহীরুহে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে মাদ্রাসার পড়ুয়া সংখ্যা প্রায় ১ হাজার। মাদ্রাসার পড়াশোনার মান এবং উৎকর্ষতায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সচেষ্ট রয়েছেন মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ। অনুষ্ঠানের বিভিন্ন দিনের পাশাপাশি শেষ দিনেও নক্ষত্র সমাবেশ ঘটে। মন্ত্রী তাজমুল হোসেন ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসার প্রাক্তন ছাত্র তথা শিল্পোদ্যোগী আজিজুর রহমান। তিনি এদিনের সভার সভাপতিত্ব করেন। অন্যান্যদের মধ্যে হীরক জয়ন্তী উৎসবে উপস্থিত ছিলেন সুজাপুরের বিধায়ক আবদুল গণি, কালিয়াচক কলেজের অধ্যক্ষ নজিবর রহমান, মাদ্রাসা বোর্ডের সদস্য তথা শিক্ষারত্ন শাকিলুর রহমান, প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক আতিউর রহমান, সভাপতি আবদুল আলিম, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শফিকুল আলম প্রমুখ। এদিন বিধায়ক আবদুল গণি অতিথি নিবাসের জন্য একটি ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এছাড়াও আধুনিক রূপে কাজী নজরুল ইসলাম মঞ্চের উদ্বোধন হয়।

ইমদাদুল উলুম সিনিয়র মাদ্রাসার হীরক জয়ন্তী অনুষ্ঠানে বিশিষ্টরা।

মাদ্রাসার দুটি পৃথক ছাত্রাবাস রয়েছে। মেয়েদের এবং ছেলেদের এই হস্টেল দুটিতে ৫০ জন করে ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে মন্ত্রী তাজমুল হোসেন বলেন, 'এখান থেকে অনেক কৃতী পড়ুয়া ভাল ফলাফল করে এলাকার সম্মান বাড়াচ্ছে। আমরা গর্বিত ওই সব কৃতী পড়ুয়াদের জন্য। মেধার আলো আরও উদ্ভাসিত হোক। এই মাদ্রাসার পাশে আমরা রয়েছি। কর্তৃপক্ষ একটি স্মার্ট ক্লাসের আবেদন করেছেন, সেটি অনুমোদনের চেষ্টা করছি।'

প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক জানান, আমাদের এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার ঘটানো। লেখাপড়া কেমন হচ্ছে সেগুলো মানুষ জানুক। প্রাক্তনীদের মিলন উৎসব থেকে বিভিন্নজনের আগমনে একটি সুন্দর পরিবেশ তৈরি হয়েছে। মাদ্রাসার দাতাদের সংবর্ধনা প্রদানসহ প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষিকা, পরিচালন সমিতি সহ শতাধিক জনকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

গঙ্গায় তলিয়ে গেল লোহরপুরের প্রাচীন মসজিদ, আতঙ্ক এলাকা জুড়ে

গঙ্গা ভাঙনে তলিয়ে গেল লোহরপুর জুম্মা মসজিদের একাংশ। বুধবার তোলা ছবি।

মুহাম্মদ মুস্তাক আলি, ধুলিয়ান: গঙ্গা ভাঙনের কারণে নদীর জলে তলিয়ে গেল একটি প্রাচীন এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত মসজিদ। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ ব্লকের লোহরপুর গ্রামে। ভাঙনের ঘটনায় নতুন করে জনমানসে আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকা জুড়ে। এদিকে গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধে কেন্দ্র সরকারের নির্লিপ্ততার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জঙ্গিপুর লোকসভার সাংসদ খলিলুর রহমান। কেন্দ্র সরকারের উদ্দেশ্যে সাংসদের হুঁশিয়ারি, ভাঙন প্রতিরোধে কেন্দ্র সরকারকে সক্রিয় হওয়ার দাবিতে খুব শীঘ্রই মালদা এবং মুর্শিদাবাদের ভূমিপুত্রদের সঙ্গে নিয়ে বৃহত্তর গণ-আন্দোলন শুরু করা হবে। লোহরপুর জুড়ে গঙ্গা ভাঙন এবং মসজিদ তলিয়ে

সামশেরগঞ্জ

যাওয়ার খবর পেয়ে কলকাতা থেকে বাড়ি ফেরার পথে ঘটনাস্থলে ছুটে যান সামশেরগঞ্জ বিধানসভার বিধায়ক আমিরুল ইসলাম। তিনিও ভাঙন মোকাবেলায় কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে নির্লিপ্ততার অভিযোগ তোলেন।

মালদা-মুর্শিদাবাদের অন্যতম জ্বলন্ত সমস্যা গঙ্গা-পদ্মার ভাঙন। গত দুই দশক ধরে চলা নদী ভাঙনে হাজার হাজার আদম সন্তান তাদের বাসস্থান হারিয়েছেন। একই সঙ্গে সংকট বেড়েছে রুজি-রোজগারে। গঙ্গার আগ্রাসী থাবায় একরের পর একর জমি, বাগান, রাস্তাঘাট চিরতরে বিলীন হয়ে গেছে। গত তিন-চার বছরে গঙ্গার তাণ্ডব আরও কয়েক গুণ বেড়ে গেছে বলে নদী তীরবর্তী এলাকার সাধারণ মানুষদের বক্তব্য। সামশেরগঞ্জের ধানঘরার ভাঙন নিয়ে জাতীয় পত্রপত্রিকাগুলো গত দু'বছর ফলাও করে সংবাদ পরিবেশন করে। কিন্তু নদী শাসন করা যাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্যের মধ্যে পড়ে সেই কেন্দ্রীয় সরকার কার্যত নিশ্চুপ হয়ে বসে রয়েছে বলে ব্যাপক অভিযোগ। যদিও পূর্বতন ইউপিএ সরকার গঙ্গা ভাঙনকে জাতীয় সমস্যা বলে ঘোষণা করেছিল। ভাঙন মোকাবেলায় বরাদ্দ হয় কয়েক হাজার কোটি টাকা। কিন্তু সেই হিসেব যেন ঘোষণাতেই থেকে গেছে। অভিযোগ, বিজেপি নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্র সরকার ক্ষমতায় আসার পর মালদা-মুর্শিদাবাদের এই সমস্যা থেকে কার্যত মুখ ফিরিয়ে নেয়। স্বভাবতই নদী ভাঙতে থাকলেও স্থায়ী প্রতিরোধ ব্যবস্থা এখন বিশবাঁও জলে। আর এমন উদাসীনতার ফলে গঙ্গার তাণ্ডব আরও বেড়ে গেছে। যার প্রতিফলন প্রায় প্রতিদিনই ভাঙনে ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ান দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে ওঠা। বুধবার ভাঙনের খতিয়ানে যুক্ত হল লোহরপুর জুম্মা মসজিদ-সহ বেশকিছু ভূমি। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এদিন মসজিদের প্রায় অর্ধেক অংশ জলে মিশে গেছে। গঙ্গায় তলিয়ে গেছে ওজুখানা, মসজিদের শৌচালয়। এদিকে ভাঙন শুরু হতেই স্থানীয় লোকজন আসবাবপত্র গুটিয়ে বাড়িঘর ছেড়ে রাস্তায় আশ্রয় নিয়েছেন বলে জানা গেছে। সর্বত্র এখন কান্নার রোল উঠেছে।

- গঙ্গা ভাঙনে একের পর এক বাড়িঘর, জমি-বাগান থেকে মসজিদ, মন্দির, স্কুল নিশ্চিহ্ন হচ্ছে।
- ভাঙন মোকাবেলায় কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রক হাত গুটিয়ে বসে আছে।
- খুব শীঘ্রই মালদা এবং মুর্শিদাবাদের মানুষদের নিয়ে ভাঙন মোকাবেলার দাবিতে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

খলিলুর রহমান
সাংসদ, জঙ্গিপুর লোকসভা

কাঁচা চা পাতার দাম কমায় সমস্যায় ক্ষুদ্র চাষিরা

পুবের কলম প্রতিবেদক: আচমকা কাঁচা চায়ের পাতার দাম কমে যাওয়াকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শ্রমিক সহ মালিকদের মধ্যে। প্রসঙ্গত, উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর, আলিপুরদুয়ারের মতো ক্ষুদ্র চা চাষ অধ্যুষিত জেলাগুলি মিলিয়ে প্রায় ৫০ হাজার চাষি রয়েছেন। বটলিফ ফ্যাক্টরির সংখ্যা ২৫০-র মতো। পুজোর আগে কিলো প্রতি ৩০-৩৫ টাকাতেও কাঁচা পাতা বিক্রি হয়েছে। এরপরই হঠাৎ করে পতন শুরু হয়। দর ১৪-১৫ টাকাতেও নেমে এসেছিল বলে ক্ষুদ্র চা চাষিরা জানিয়েছেন। এখন কোনওদিন ১৪ টাকা তো আবার তার পরদিন ২৪ টাকাও দাম উঠছে। এই ওঠানামার কারণ ঠিক কী সেটাও খুঁজে বের করার দাবি তাদের।

সব মিলিয়ে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র চা চাষিরা। তাদের অভিযোগের তির বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলির দিকে। পাশাপাশি টি বোর্ডের ভূমিকা নিয়েও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে ক্ষুদ্র চা চাষিদের সংগঠনগুলি। এমনটা চলতে থাকলে দ্রুত আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা। ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনাইটেড ফোরাম অফ স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান রজত রায় কার্জি বলেন, 'সমস্যার কথা টি বোর্ডকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। তারপরেও কারও কোনও হেলদোল নেই। বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলির সঙ্গে একটি যৌথ কমিটি গড়েও কোনও লাভ হয়নি। এই সংকট কৃত্রিমভাবে তৈরি করা। ফের টি বোর্ডকে চিঠি দেওয়া হচ্ছে। সমস্যার সমাধান না হলে দীপাবলি, ছটপুজোর পর পথে নেমে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।'

এ বিষয়ে উত্তরবঙ্গ ক্ষুদ্র প্রান্তিক চা চাষি সমিতির সভাপতি রণজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় জানান, 'বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলি একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়ে পাতার দাম কমিয়ে দিচ্ছে। এমনভাবে পরিস্থিতি তৈরি করা হচ্ছে যে চাষিদের ওই অল্প দামেই বিক্রি করা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকছে না।'

যাদের পাকা বাড়ি আছে, দয়া করে বলবেন আমাকে দেবেন না: অনুব্রত

দেবশ্রী মজুমদার, লাভপুর: 'লাভপুর বিধায়ক রাণা সিংহ এলাকার সংগঠনটা দেখেন। তার কাছে শুনলাম, আবাসের বাড়ি দেওয়া শুরু হয়েছে। যাদের একটা, দুটো পাকা বাড়ি আছে, তাদের কাছে অনুরোধ, তারা বলবেন, দয়া করে আমাকে বাড়ি দেবেন না। গরীব মানুষ পাক। বুধবার লাভপুরে কর্মি সম্মেলনে এসে একথা বললেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা অনুব্রত মণ্ডল। এদিন অনুব্রত বলেন, লাভপুরকে দিদি মমতা বন্দোপাধ্যায় ঢেলে সাজিয়েছেন। বীরভূমের প্রতি দিদির একটা টান আছে। অনুব্রত আরও বলেন, দিদি দিনমজুর, কৃষক, বেকার, যুবক-যুবতি, মেহনতি মানুষের পাশে আছেন। এবার বন্যায় ক্ষতির কথা শুনে জেলাশাসককে দিয়ে তদন্ত করিয়ে জেলার ষোলো লক্ষ কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দিচ্ছেন। এটা একমাত্র দিদির পক্ষেই সম্ভব। সামনে বিধানসভা নির্বাচন। সবাই মিলে আমরা গতবারের থেকে সব জায়গাই ডবল লীড দেব। তিনি আরও বলেন, বুথ কর্মিরাই দলের আসল সম্পদ। আর আসল সম্পদ মা-বোনেরা। আপনাদের জন্যই আমাদের জয়-জয়কার। পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের অনুরোধ করবো, কারো সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবেন না। কেউ এলে সঙ্গে সঙ্গে না পারলে, পরে আসতে বলুন। কেউ যেন দুখ না পায়। অনুব্রত বলেন, আমাদের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই। আমরা এক।

হাফিজ আলম সাইরানির জানাযা সম্পন্ন

পুবের কলম প্রতিবেদক: রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী এবং প্রদেশ কংগ্রেসের সহ-সভাপতি মরহুম হাফিজ আলম সাইরানির মরদেহ বুধবার কলকাতা থেকে চাকুলিয়া আনার পর রমজান ভবনে রাখা হয়। সাইরানিকে শেষ দেখতে অগণিত মানুষ ভিড় করেন। এরপর শিরশি ঈদগাহ ময়দানে তাঁর জানাযা নামায আয়োজিত হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানি, ইসলামপুরের বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী আবদুল করিম চৌধুরী, চাকুলিয়ার বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন আজাদ, সিপিএম জেলা সম্পাদক আনোয়ারুল হক প্রমুখ। মন্ত্রী রব্বানি বলেন, হাফিজ সাহেবের মৃত্যুতে রাজনৈতিক ক্ষতি হল জেলার মানুষের। শোকাহত ভাইপো আলি ইমরান রমজকে (ভিক্টর) সান্ত্বনা জানান আবদুল করিম চৌধুরী।

যানজট নিয়ন্ত্রণে দুই শৈল শহরে 'দিল্লি-ফর্মুলা'

আরিফুল ইসলাম, শিলিগুড়ি: মাত্রাতিরিক্ত যানজট ও তা থেকে হওয়া দূষণে জর্জরিত দুই শৈল শহর দার্জিলিং ও গ্যাংটক। শারদীয়া মরশুমে পর্যটকদের ভিড়ে ঠাসা দুই শহর। যানজট নিয়ন্ত্রণ এবং পাহাড়ি পথে দূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে গাড়ি চলাচলেও এবার কড়াকড়ির পথে প্রশাসন। দিল্লি সরকারের মত এখানেও জোড়-বিজোড় নীতির ফর্মুলার পথে হাঁটছে প্রশাসন।

দার্জিলিং

দৈনন্দিন পথ যন্ত্রণা থেকে পর্যটক ও পাহাড়ি মানুষদের মুক্তি দিতেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিকিমের পরিবহন দফতরের সঙ্গে জিটিএ। অর্থাৎ গ্যাংটক শহরের মেফেয়ারের গেট থেকে জিআইসিআই (জিরো পয়েন্ট) পর্যন্ত জাতীয় সড়কে এই নয়া নিয়ম কার্যকর করা হচ্ছে চলতি সপ্তাহ থেকেই।

পরিবহন দফতরের এই নির্দেশিকা অনুযায়ী সকাল সাড়ে ৯ টা থেকে দুপুর ১২ টা এবং সাড়ে তিনটা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত নিয়ম কার্যকর থাকবে। জানা গিয়েছে, জোড় ও বিজোড় সংখ্যার গাড়িগুলো সপ্তাহে একদিন অন্তর চলবে। অর্থাৎ নাম্বার প্লেট-এ জোড় সংখ্যার গাড়ি যেদিন চলবে ওইদিন পথে বিজোড় সংখ্যার গাড়ি চলবে না। তবে জরুরী পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত গাড়িগুলোকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। আপাতত এই পরীক্ষামূলক নিয়মে গাড়ি চলবে যতক্ষণ না প্রশাসন পরবর্তী নির্দেশিকা জারি করছে।

উল্লেখ্য,কয়েক বছর ধরে কেজরিওয়াল সরকার দিল্লিতে বিশেষ করে দূষণ নিয়ন্ত্রণের প্রেক্ষিতে পরিবহন ক্ষেত্রে গাড়ি চলাচলে জোড়-বিজোড় নীতি গ্রহণ করে। বহু বিতর্ক হলেও দেশের শীর্ষ আদালত দিল্লি প্রশাসনের সিদ্ধান্তেই সিলমোহর দেয়। দিল্লির সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে পথ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে সেই ফর্মুলাতেই আস্থা রাখছে পাহাড় প্রশাসন।

শ্যুট-আউটে মৃত্যু ব্যবসায়ীর

পুবের কলম প্রতিবেদক, অরঙ্গাবাদ: আততায়িদের শুট-আউটে বুধবার সকালে মৃত্যু হয়েছে এক ব্যবসায়ির। মৃত ব্যক্তির নাম ইয়াদ সেখ ওরফে বিশু। তার বাড়ি মুর্শিদাবাদের সুতি থানার কাশিমনগরে। সূত্রের খবর, ইয়াদ সেখ যখন তার সিমেন্টের দোকানে বসেছিলেন ঠিক তখন একটি মোটরবাইকে চেপে এসে দোকানের সামনে দাঁড়ায় কয়েকজন দুষ্কৃতি। স্থানীয়দের বক্তব্য, এরপর ইয়াদ সেখকে লক্ষ করে গুলি ছোঁড়া হয়। আততায়িদের ছোঁড়া গুলিতে মারাত্মক জখম হন ব্যবসায়ি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। সেখানেই মৃত্যু হয় ইয়াদ সেখের বলে জানানো হয়েছে। বুধবার সকাল সকাল এমন ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক এবং চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকা জুড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে সুতি থানার পুলিশ। শুট আউটের পাঁচ ঘন্টার মধ্যেই আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত কাশেম শেখ। তাকে কাশিমনগর এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বাংলাদেশের ৪ উইকেট নিয়ে উচ্ছ্বসিত কাগিসো রাবাদা।

বুমরাহকে সরিয়ে এক নম্বরে রাবাদা, তিনে মেহেদি

দুবাই, ৩০ অক্টোবর: বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দুরন্ত পারফরম্যান্সের 'পুরস্কার' পেলেন দক্ষিণ আফ্রিকার কাগিসো রাবাদা। জসপ্রীত বুমরাহকে সরিয়ে টেস্ট বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে উঠে এলেন তিনি। রাবাদার সংগ্রহে রয়েছে ৮৬০ রেটিং পয়েন্ট। বুমরাহ নেমে গিয়েছেন তিন নম্বরে। তাঁর পয়েন্ট ৮৪৬। দু'নম্বর স্থানটি দখল করেছেন অস্ট্রেলিয়ার জস হ্যাজেলউড (৮৪৭ পয়েন্ট)। বোলারদের মধ্যে প্রথম দশে রয়েছেন আরও দুই ভারতীয়। চার নম্বরে রয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন এবং দু'ধাপ নেমে আট নম্বরে রয়েছেন রবীন্দ্র জাদেজা। এই তালিকার পাঁচে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স।

টেস্ট ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ৯০৩ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে রয়েছেন ইংল্যান্ডের জো রুট। তারপরেই

টেস্ট র‍্যাঙ্কিং

রয়েছেন নিউজিল্যান্ডের কেন উইলিয়ামসন। তিনি পেয়েছেন ৮১৩ পয়েন্ট। ব্যাটারদের মধ্যে ভারতীয় ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল ৭৯০ পয়েন্ট নিয়ে রয়েছেন তিন নম্বর স্থানে। এই তালিকায় প্রথম দশে আর কোনও ভারতীয়র জায়গা হয়নি। ঋষভ পন্থ ৬ এবং বিরাট কোহলি রয়েছেন ১৪ নম্বর স্থানে।

এ দিকে টেস্ট অলরাউন্ডারদের মধ্যে প্রথম দু'জনই ভারতীয়। এক নম্বরে থাকা রবীন্দ্র জাদেজার সংগ্রহে রয়েছে ৪৩৪ পয়েন্ট। তারপরেই রয়েছেন জাদেজার সতীর্থ রবিচন্দ্রন অশ্বিন (৩১৫ পয়েন্ট)। তিনে উঠে এসেছেন বাংলাদেশের মেহেদি হাসান মিরাজ। তিনি পেয়েছেন ২৯৪ পয়েন্ট। মিরপুরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৯৭ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলেছিলেন মিরাজ। পেয়েছিলেন দু'টি উইকেটও। এটাই তাঁর কেরিয়ার সেরা র‍্যাঙ্কিং। অলরাউন্ডারদের তালিকায় চারে রয়েছেন মিরাজের সতীর্থ শাকিব আল হাসান।

আরসিবির ক্যাপ্টেন নির্বাচনে নজর এবার কোহলির দিকে

ফের অধিনায়ক বিরাট!

বেঙ্গালুরু, ৩০ অক্টোবর: সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আসন্ন আইপিএলে ফের রয়াল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর অধিনায়ক পদে ফিরতে চলেছেন বিরাট কোহলি। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে তেমনটাই দাবি করা হয়েছে। এমনিতে বরাবরই দেখা গিয়েছে, প্রতিযোগিতায় আরসিবি যথেষ্ট শক্তিশালী দল গঠন করে। এবার ট্রফির খরা কাটাতে মরিয়া তারা। তার জন্য আসন্ন মেগা নিলামে দল ঢেলে সাজাতে চাইছে তারা। আর সেই দলের অধিনায়ক করা হবে বিরাট কোহলিকে।

২০২১ সাল পর্যন্ত আরসিবির ক্যাপ্টেন ছিলেন কোহলি। কিন্তু টানা ব্যর্থতার জেরে সেই বছর অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেন তিনি। তথ্য বলছে, তারপরের তিন বছরেও দলের খেলায় তেমন কোনও উন্নতি হয়নি। বিরাটের জায়গায় দলের অধিনায়ক করা হয় ফাফ ডু প্লেসিসকে। তিনিও দলকে চ্যাম্পিয়ন করাতে পারেননি। শোনা যাচ্ছে, অধিনায়কের পদ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন ডু প্লেসিস। কারণ তার বয়স। প্রোটিয়া তারকার এখন ৪০ বছর বয়স। তাঁকে সম্ভবত এবার রিটেনও করা হবে না। কয়েকদিন আগে শোনা গিয়েছিল, আরসিবি শুভমান গিলকে দলে নিতে চায়। তখন মনে করা হচ্ছিল, গিল দলে এলে তাঁকেই ক্যাপ্টেন করা হবে। কিন্তু গুজরাত টাইটান্স তাঁকে ছাড়তে চাইছে না। ফলে আরসিবি তাঁকে পাচ্ছে না। তখনই কর্তারা একপ্রকার ঠিক করে নেন যে বিরাটের কাঁধেই ফের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হবে।

বিরাট ও সিরাজ

২০১৩ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত বিরাট আরসিবিকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এর মধ্যে দল চার বার প্লে-অফে উঠেছে। আরসিবি ট্রফি জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে ছিল ২০১৬ সালে। সেবার ফাইনালে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কাছে হেরে যায় তারা। ক্যাপ্টেন্সি ছাড়লেও আরসিবিতে কোহলির গুরুত্ব একটুও কমেনি। তাঁকে বরাবরই প্রথম রিটেনশন খেলোয়াড় হিসেবে ধরে রেখেছে আরসিবি। উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে আরসিবির ক্যাপ্টেন্সি ছাড়ার সময় বিরাট বলেছিলেন, 'যতদিন আইপিএলে খেলব, আরসিবির হয়েই খেলব। ৯ বছর ধরে এই দলের অধিনায়কত্ব করেছি। সতীর্থ, সমর্থক, কর্তারা সবসময়ই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আমি সবার কাছে কৃতজ্ঞ।' এ দিকে বিরার নেতৃত্বে ফিরতে চলেছে, এই খবরে খুশি আরসিবি ভক্তরা। তাঁদের আশা, বিরাটের নেতৃত্বেই সুসময় আসবে দলের।

'বিরাট-রোহিতকে সময় দিন'

ওয়াংখেড়েতে অনুশীলনের ফাঁকে কোচ গৌতম গম্ভীর ও অভিষেক নায়ার।

পুবের কলম প্রতিবেদক: পুণেতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক টেস্ট সিরিজ হারের পর কেটে গিয়েছে বেশ কয়েকটি দিন। ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা ও কোচ রাহুল দ্রাবিড় ভারতের হার নিয়ে কাটাছেঁড়া না করলেও ভারতীয় সমর্থকরা রীতিমতো বিরাট ও রোহিতকে নিয়ে ময়নাতদন্ত শুরু করে দিয়েছেন। অনেকে আবার বিরাট রোহিতের খারাপ ফর্ম নিয়ে সমালোচনাও করছেন। কিন্তু মুম্বই টেস্টে নামার আগে ভারতের এই তারকা ক্রিকেটারের ওপর ভরসা রাখতে বলেছেন ভারতীয় দলের সহকারী কোচ অভিষেক নায়ার। বিরাট-রোহিতকে সময় দিতে বলছেন। পুণের পিচ বানানো হয়েছিল স্পিনের কথা চিন্তা করে। তা বুমেরাং হয়ে গিয়েছিল। মুম্বইয়ের পিচও স্পিন সহায়ক। কিন্তু এতে তাদের কিছু করার নেই বলে জানিয়েছেন ভারতীয় দলের সহকারী কোচ। তাঁর কথায়, 'আমি তো আর পিচ তৈরি করিনি। পিচ প্রস্তুতকারকরা করেছে। আমাদের ছেলেদের কাজ হল শুধু এই পিচে নামা ও খেলা।'

এরপরেই আসে বিরাট-রোহিত প্রসঙ্গ। অভিষেকের মন্তব্য, 'বিরাট রোহিত উচ্চপর্যায়ের ক্রিকেটার। ভারতীয় ক্রিকেটে ওদের অবদান কম নয়। গোটা বিশ্ব ওদের ভালোবাসে, এটা দেখেছি। একটা দু'টো ম্যাচে কী হয়েছে, তা দিয়ে ওদের বিচার করতে যাওয়াটা মূর্খামি। ওদের ওপর আস্থা রাখুন। তারা চেষ্টা করছেন। নিশ্চয়ই বিরাট-রোহিতরা নিজেদের ফর্ম খুঁজে পাবেন। ওদের প্রতি আস্থা রাখতে পারি। দু'জন বড় ক্রিকেটার যখন দীর্ঘ সময় খেলেন, তখন কোনও এক সময় খারাপ ফর্ম তাদের আসতেই পারে। এর জন্য গেল গেল রব তোলার কোনও অর্থই হয় না।'

বিরাট রোহিতের পাশে দাঁড়িয়ে অভিষেক বললেন, 'প্রত্যেকে খুব কঠিন পরিশ্রম করছেন। বিরাট রোহিত, গিল, সবাই তাদের মতো করে চেষ্টা করে যাচ্ছেন।' ভারতীয় দলের পারফরম্যান্স নিয়ে সমর্থকদের একটু ধৈর্য ধরতে জানালেন ভারতের সহকারী কোচ অভিষেক নায়ার।

ভারতই চাপে থাকবে, দাবি কামিন্সের

মেলবোর্ন, ৩০ অক্টোবর: নিউজিল্যান্ড সিরিজের কয়েকদিন পরেই ভারতীয় দল পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে অস্ট্রেলিয়ায় যাবে। তার আগে রোহিত শর্মা বিগ্রেডকে মানসিক চাপে রাখার কৌশল নিলেন অজি ক্যাপ্টেন প্যাট কামিন্স। তিনি বললেন, 'আমাদের দেশে আসার আগে নিউজিল্যান্ডের কাছে সিরিজ হারায় ভারতীয় দল চাপের মধ্যে থাকবে।' প্রসঙ্গত, ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে প্রথম টেস্ট ২২ নভেম্বর থেকে। এক সাক্ষাৎকারে কামিন্স বলেন, 'যখন কোনও দল চাপের মধ্যে থাকে, তখন তাদের বিরুদ্ধে খেলতে নামলে একটা সুবিধা তো অবশ্যই পাওয়া যায়। তবে গত দুটি মরশুমে ওরা (ভারতীয় দল) অস্ট্রেলিয়ায় এসে যথেষ্ট ভালো পারফর্ম করেছে।' একইসঙ্গে অজি অধিনায়ক বলেন, 'টিম ইন্ডিয়াকে 'চুপ' করাতে চাই। আমাদের বিরুদ্ধে গত দু'বার ভারত ভালো পারফর্ম করেছে এবার আমাদের কাজ হচ্ছে ওদের চুপ করিয়ে দেওয়া।'

ভারতের অনুশীলনে ৩৫ জন নেট বোলার!

পুবের কলম প্রতিবেদক: অবাক কাণ্ড। ভারতের অনুশীলনে যা কোনওদিন দেখা যায়নি, তেমনই বিচিত্র ঘটনার সাক্ষী থাকল ওয়াংখেড়ে। অনুশীলনে ৩৫ জন নেট বোলার? হ্যাঁ, এটাই হয়েছে মুম্বইয়ে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন টেস্টের দু'টিতেই হেরে ১২ বছর পর ঘরের মাটিতে টেস্ট সিরিজ খুইয়েছে ভারত। অন্যদিকে, একটি ম্যাচ বাকি থাকতেই ভারতকে হারিয়ে নিজেদের ৯২ বছরের ক্রিকেট ইতিহাসের প্রথমবার ভারতের মাটি থেকে টেস্ট সিরিজ জিতে ফিরবে নিউজিল্যান্ড। পুণের পিচ আদ্যোপান্ত স্পিনের পিচ ছিল। কিন্তু খাল কেটে কুমির আনার মতো নিউজিল্যান্ডের স্পিনার মিচেল স্যান্টনারের স্পিনের ঘূর্ণিতে নিজেদের বিপদ নিজেরাই ডেকে এনেছিলেন ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা। মুম্বইয়ের পিচও ঘূর্ণি পিচ। ওয়াংখেড়ের পিচ বুকে ওঠা খুব দুষ্কর। পুণের স্পিনের পিচে ভারতের ওরকম বিপর্যয়ের পরও মুম্বইয়ের পিচ পরিবর্তনের কোনও ইঙ্গিত তেমন নেই। বরং স্পিনের পিচেই খেলার ইঙ্গিত দিয়েছেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা। মুম্বইয়ের পিচ পরিবর্তন করাও কিছুটা সমস্যার। কারণ সমুদ্রের নোনা জলের কারণে পিচের চরিত্র বদল করা এখানে একটু কঠিন। আর নিউজিল্যান্ডের মিচেল স্যান্টনার স্বপ্নের ফর্মে রয়েছেন। তার সঙ্গে আবার আজাজ প্যাটেল আছেন, যিনি এর আগে ২০২১ সালে ভারতের বিরুদ্ধে এই ওয়াংখেড়েতেই একটি ইনিংসে ১০ উইকেট নিয়ে চমকে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসেও চারটি উইকেট তুলেছিলেন। তাই জোড়া স্পিন আক্রমণ সামলাতে এক অভিনব পরিকল্পনা করেছে ভারতীয় শিবির। বুধবার থেকে ভারতের অনুশীলন শুরু হয়েছে। কোচ গম্ভীর গোটা দলের প্রতি কড়া বার্তা দিয়েছিলেন কোনওরকম ঐচ্ছিক অনুশীলন রাখা হবে না। অনুশীলন বাধ্যতামূলক। আর সেই বাধ্যতামূলক অনুশীলনে দেখা গেল ৩৫ জন নেট বোলারকে। সবাই স্পিনার। সেই স্পিন সামলাতে দেখা গেল বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, ঋষভ পন্থদের। বিরাট, রোহিত বেশ কয়েকবার পরাস্তও হলেন। তবে উইকেট দেননি। পন্থ কিন্তু স্বাভাবিক ছন্দেই স্পিন খেলছেন। ওয়াংখেড়ে লাল মাটির পিচ। স্পিনের পাশাপাশি বাউন্সও থাকবে। তাই বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে দেখা গেল ভারতের অনুশীলন সেশনে। বিরাট থেকে রোহিত, জাদেজা, সবাই রক্ষণাত্মক ব্যাটিং করছেন। পন্থকে পর্যন্ত ডিফেন্স করতে দেখা গেল। ভারতের মূল দলের স্পিনাররাও ওয়াংখেড়ের পিচে ঘূর্ণি তৈরি করার চেষ্টা করলেন। সেই তালিকায় অশ্বিন, জাদেজা, কুলদীপরাও রয়েছেন। মুম্বইয়ের যা পিচ, তাতে ম্যাচ তিনদিন গড়ালে অনেক। সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন রোহিত বিরাটরা।

ওয়াংখেড়েতে ব্যাটিং অনুশীলনে রোহিত

মুম্বইয়ে অনুশীলনে এসে নস্টালজিক এজাজ প্যাটেল

পুবের কলম প্রতিবেদক: নিউজিল্যান্ড দু'টি টেস্ট জিতে ভারতের মাটিতে প্রথমবার কোনও টেস্ট সিরিজ জিতে নিয়েছে। মুম্বইয়ে তৃতীয় টেস্ট। শেষ টেস্ট ওয়াংখেড়েতে। ভারত ও নিউজিল্যান্ড দু'টি দলই এখন ওয়াংখেড়েতে অনুশীলন সারছে। বুধবার থেকে অনুশীলনে নেমেছে কিউই ক্রিকেট টিম। আর নিউজিল্যান্ড দলের হয়ে ওয়াংখেড়ের মাঠে নেমেই নস্টালজিক হয়ে পড়লেন নিউজিল্যান্ডের স্পিনার এজাজ প্যাটেল। কারণ এই মাঠের সঙ্গে তাঁর এক মধুর স্মৃতি জড়িয়ে গিয়েছে। তিন বছর আগে এই মাঠেই তিনি ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে দশ উইকেট নিয়েছিলেন। ওটাই ছিল তাঁর নিউজিল্যান্ডের হয়ে অভিষেক টেস্ট। সেই ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংসেও চারটি উইকেট নিয়েছিলেন আজাজ। কিন্তু ম্যাচটি হেরে গিয়েছিল কিউইরা। বিশ্বের তৃতীয় ক্রিকেটার হিসেবে একটা ইনিংসে ১০ উইকেট নেওয়ার নজির গড়েছিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত এজাজ।

কিউই ক্রিকেটার হলেও তাঁর জন্ম মুম্বইয়েই। তাই তিনি আরও বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন প্রথম দিনের অনুশীলনে এসে। এজাজ জানালেন, 'এই মাঠ আমার কাছে খুব বিশেষ একটা মাঠ। শুধুমাত্র আমি মুম্বইয়ের ছেলে বলেই নয়। নিজের টেস্ট কেরিয়ারের অনন্য রেকর্ডটা এখানেই করেছিলাম। আমার ক্রিকেট কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় অ্যাচিভমেন্ট এটি। ফের একবার মুম্বইয়ে খেলার সুযোগ পেয়ে আমি অভিভূত।' পাশাপাশি বিসিসিআইয়ের কাছেও কৃতজ্ঞতা জানালেন ওয়াংখেড়েতে ম্যাচ দেওয়ার জন্য। এজাজ বলেন, 'বিসিসিআই এই মাঠে টেস্ট ম্যাচ দেওয়ায় আমি খুব আহ্লাদিত। এটা আমার কাছে ঘরের মতো মনে হয়।'

মুম্বইয়ে অনুশীলনে নামছেন এজাজ প্যাটেল।

পিতার কর্মসূত্রে মাত্র ৮ বছর বয়সে মুম্বই ছেড়ে নিউজিল্যান্ডে চলে যেতে হয়েছিল এজাজ প্যাটেলকে। কিন্তু মুম্বইয়ের সঙ্গে সারাবছর যোগাযোগ থাকে তাঁর। কারণ পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক তো রাখতে হয়। এজাজ বলছেন, 'ওয়াংখেড়েতে ১০ উইকেট নেওয়ার পর টেস্ট ক্রিকেটে আমি কিউই দলে খুব একটা সুযোগ পাইনি। এখানেও সুযোগ পাব কি না জানতাম না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেয়েছি, এটা আমার কাছে বিরাট ব্যাপার। ঘরের মাঠে সমর্থনও পাই অনেকটা।'

আফগানিস্তান সিরিজে খেলতে চলেছেন শাকিব

পুবের কলম প্রতিবেদক: বাংলাদেশে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের পরই সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে আফগানিস্তানের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। আগামী ৬ নভেম্বর থেকে এই দুই দল তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবে। সিরিজটি ওয়ানডে সংস্করণের হওয়ায় সেখানে শাকিব আল হাসান খেলবেন কি না, তা নিয়ে আলোচনা চলছিল ক'দিন ধরেই। ওই সিরিজে শাকিব থাকবেন কি না, তা নিয়ে বুধবার বৈঠকে আলোচনায় বসেন বিসিবি কর্মকর্তারা। সেখানেই ঠিক হয়েছে আফগানিস্তান সিরিজে বাংলাদেশ টিমের হয়ে খেলবেন শাকিব।

শাকিব আল হাসান

এ ব্যাপারে বিসিবি প্রেসিডেন্ট ফারুক আহমেদ বলেন, 'শাকিব আল হাসানের বিষয়ে আমাদের আলোচনা হয়েছে। যে যেহেতু এখনও আফগানিস্তানের বিপক্ষে আমাদের দল ঘোষণা হয়নি, তাই শাকিবকে দলে রাখার ব্যাপারে আমরা ভাবনা-চিন্তা করছি। শাকিব বাংলাদেশে ফিরে খেলুক, সেটা আমিও মনেপ্রাণে চাই। দ:আফ্রিকা সিরিজেও ওকে দলে চেয়েছিলাম। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সেটা সম্ভব হয়নি।'

নিজাম শহর জয় মোহনবাগানের

হায়দরাবাদ	০	মোহনবাগান	২

আইএসএল

পুবের কলম প্রতিবেদক: বুধবার ম্যাচ শুরুর পরের কয়েকটা মিনিট হায়দরাবাদ বুঝিয়েছিল মোহনবাগানকে তাদের সমীহ করতেই হত। কিন্তু একটা তিন নম্বর দল আর এগারো নম্বরের দলের তো তফাত থাকবেই। সেটা বোঝা যেতে শুরু করল ম্যাচের ১৮ মিনিটের পর থেকে। মোহনবাগান ধীরে ধীরে নিজেদের মাঝমাঠে বল গোছানো শুরু করে আক্রমণের লক্ষ্যে উঠতে থাকে। গোল এলো ম্যাচের ৩৭ মিনিটে। অনিরুদ্ধ থাপার ডিফেন্স চেরা পাস লক্ষ্য করে এগিয়ে আসা একেবারে অরক্ষিত মনবীর বল ধরে ইনসাইড, আউটসাইড করে বাঁ-পায়ের বুদ্ধিদীপ্ত গোলে এগিয়ে দিলেন মোহনবাগানকে।

দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম কিছুটা সময়ে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করলেও রাশ নিজেদের হাতেই রেখে দিল মোহনবাগান। গ্রেগ স্টুয়ার্টের পাস থেকে বাগানের দ্বিতীয় গোল করলেন বাগান ক্যাপ্টেন শুভাশিস বসু। নিজামের শহর থেকে জয় তুলে নিয়ে আইএসএলে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এলো মোহনবাগান। এই মুহূর্তে ছয় ম্যাচ থেকে চারটি জিতে মোহনবাগানের পয়েন্ট ১৩। ১২ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে জামশেদপুর এফসি।

রোনাল্ডোর পেনাল্টি মিস, কিংস কাপ থেকে বিদায় আল নাসরের

পুবের কলম প্রতিবেদক: ম্যাচের শেষ মুহূর্ত তখন। শেষ বাঁশি বাজার অপেক্ষায় গোটা স্টেডিয়াম। ১-০ গোলে পিছিয়ে আল নাসর। ঠিক তখনই ম্যাচে সমতায় ফেরার সুযোগ পায় তারা। পেনাল্টি শট নিতে যথারীতি এগিয়ে আসেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। সউদি আরবের এই ক্লাবের হয়ে আগে তিনি কখনোই পেনাল্টিতে ব্যর্থ হননি। তাই রোনাল্ডোর শট নেওয়ার আগেই ম্যাচ হারের হাত থেকে বেঁচে যাওয়ার স্বস্তি ফুটে ওঠে আল নাসর সমর্থকদের মুখে। কিন্তু তার পরেই ঘটে গেল অঘটন। রোনাল্ডো পেনাল্টি শট নেওয়ায় বল উড়ে গেল ক্রসবারের ওপর দিয়ে। অবাক গোটা স্টেডিয়াম। হতাশায় হাত দিয়ে মুখ ঢাকলেন রোনাল্ডো। আসলে তার এই হতাশা স্রেফ একটি ম্যাচ হারের জন্য নয়, এতে কিংস কাপে তাদের পথচলারও সমাপ্তি ঘটল। ম্যাচে আল তাউনের কাছে ১-০ গোলে হেরে কিংস কাপের শেষ ষোলো থেকে বিদায় নিল আল নাসর।

মঙ্গলবার ম্যাচের প্রথমার্ধে কেউই গোল পায়নি। তবে ৭১তম মিনিটে গোল করে আল তাউনকে এগিয়ে দেন ওয়ালিদ আল-আহমেদ। সেই গোলের পরই তেড়েফুঁড়ে উঠে গোল পরিশোধ করে মরিয়া হয়ে ওঠেন রোনাল্ডোরা। তাতেও অবশ্য কোনও কাজ হয়নি। যার ফলে ম্যাচ গড়ায় ৯০ মিনিটে। এতে আল নাসরের পরাজয়ের দেওয়াল লিখন ক্রমে স্পষ্ট হতে থাকে। ঠিক তখনই ৯০ মিনিটের শেষে যোগ করা সময়ের ষষ্ঠ মিনিটে পেনাল্টি পায় আল নাসর। অনেকেই ভেবেছিলেন, এই পেনাল্টি থেকে গোল করে রোনাল্ডো নিজের দলকে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করবেন। যদিও এবারে গোল করতে ব্যর্থ হন রোনাল্ডো। একইসঙ্গে আল তাউনের গোলকিপার ও ফুটবলাররা মেতে ওঠেন উল্লাসে। আল নাসরের বিদায়ের দিনে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে আল হিলাল।

পেনাল্টি মিসে হতাশ রোনাল্ডো।

নবী সা. কে জানুন
রাসূল সা.-র জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলি ও শিক্ষা সম্বলিত পুবের কলম সীরাত-উন-নবী ২০২৪
আর মাত্র কিছু কপি অবশিষ্ট আছে, শীঘ্রই সংগ্রহ করুন
মূল্য ৪০/-
যারা এই মননশীল ও মূল্যবান সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চান, তাঁরা আপনার নিজ এলাকার এজেন্ট বা হকার ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। অথবা সরাসরি 'পুবের কলম' দফতরের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারেন।
পুবের কলম ৫-বি, রডন স্ট্রিট, কলকাতা-১৭
033-35082693 / 9831619876

Printed & Published by Ahamed Hassan on behalf of Puber Kalom Publications Pvt. Ltd., Printed at Saraswati Print Factory Pvt. Ltd., 789 Chowbhaga West, Kolkata-700105 • Published at 1, Samsul Huda Road, Kolkata-700017, Editorial Office: 5B, Rawdon Street, Kolkata-700017. • **Editor: Ahamed Hassan** • Phone No.: 033 3508-4574/2693 • E-mail: puberkalom@gmail.com • **RNI NO.- WBBEN/2014/55316**